Visit http://www.asram.org

রবিবার

প্রথম পাঠ - রো ১১:২৫-৩৬

ইস্রায়েলের পরিত্রাণ

ভাই, নিজেদের জ্ঞানী মনে করে পাছে তোমরা গর্ব কর, এজন্য আমি চাই না, এই রহস্যটা তোমাদের অজানা থাকবে: ইস্রায়েলের একটা অংশ কঠিনতার হাতে বসে রয়েছে যতদিন না বিজাতীয়দের পূর্ণ সংখ্যা প্রবেশ করে; তখনই গোটা ইস্রায়েল পরিত্রাণ পাবে; যেমনটি লেখা আছে:

সিয়োন থেকে নিস্তারকর্তা আসবেন;
তিনি যাকোব থেকে অভক্তি দূর করে দেবেন;
এ-ই হবে তাদের পক্ষে আমার সন্ধি
যখন আমি তাদের সমস্ত পাপ হরণ করব।

সুসমাচারের কথা ধরে নিলে, ওরা শত্রু—তোমাদের ভালোর খাতিরে; অপরদিকে বেছে নেওয়াটার কথা ধরে নিলে, ওরা প্রিয়জন—তাদের কুলপতিদেরই খাতিরে; কারণ ঈশ্বরের অনুগ্রহদানগুলো ও তাঁর আহ্বান অপরিবর্তনশীল। ফলে তোমরা যেমন আগে ঈশ্বরের অবাধ্য ছিলে কিন্তু ওদের অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে এখন দয়া পেয়েছ, তেমনি এরাও এখন অবাধ্য হয়েছে যেন তোমাদের দয়া লাভের ফলে তারাও একসময় দয়া পেতে পারে। বাস্তবিকই ঈশ্বর সকলকেই অবাধ্যতার মধ্যে আবদ্ধ করেছেন, যেন সকলকেই দয়া দেখাতে পারেন।

আহা! কতই না গভীর ঈশ্বরের ঐশ্বর্য, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান! কতই না দুর্জ্ঞেয় তাঁর বিচার সকল, সন্ধানের অতীত তাঁর কর্মপথ। আসলে *কেবা জেনেছে প্রভুর মন? কেবা হয়েছে তাঁর মন্ত্রণাদাতা? আর কেইবা প্রথমে তাঁকে কিছু দান করেছে সে যেন পেতে পারে প্রতিদান?* কেননা সমস্ত কিছু তাঁরই কাছ থেকে, তাঁরই দ্বারা, তাঁরই জন্য। তাঁর গৌরব হোক চিরকাল ধরে। আমেন।

শ্লোক রো ১১:৩৩; সাম ৮৯:৩
প্র আহা! কতই না গভীর ঈশ্বরের ঐশ্বর্য, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান!
উ কতই না দুর্জ্ঞেয় তাঁর বিচার সকল, সন্ধানের অতীত তাঁর কর্মপথ।
প্র তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী, তাঁর বিশ্বস্ততা স্বর্গেই দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত।
উ কতই না দুর্জ্ঞেয় তাঁর বিচার সকল, সন্ধানের অতীত তাঁর কর্মপথ।

দ্বিতীয় পাঠ - আর্লের ধর্মপাল সাধু চেসারিউসের উপদেশাবলি উপদেশ ১১:১,৪,৬

পরাক্রমের মধ্য দিয়ে নয়, যন্ত্রণাভোগেরই মধ্য দিয়ে প্রভু মানবমুক্তি সাধন করলেন

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, এমন সন্দেহ আছে যা অনেক মানুষকে স্পর্শ করে; এমন ধারণা আছে যা স্বল্প জ্ঞানের অনেক মানুষকে দুশ্চিন্তায় নিমজ্জিত করে; তারা নাকি বলে: যিনি পিতার পরাক্রম ও প্রজ্ঞা, সেই প্রভু যীশুখ্রীষ্ট কেন কেবল ঐশপ্রভাবে ও একটি আদেশেই নয়, বরং দেহের বিনম্রতায় ও মানব কষ্টভোগের মধ্য দিয়েই মানুষের পরিত্রাণ সাধন করলেন? তিনি কি স্বর্গীয় পরাক্রম ও মহত্ত্বের মধ্য দিয়ে শয়তানকে পদদলিত করতে ও তার প্রভুত্ব থেকে মানবমুক্তি সাধন করতে পারতেন না?

আবার এ প্রশ্নও অনেকের মন অস্থির করে: আদিতে যিনি একটিমাত্র বাণী উচ্চারণ করে জীবনের উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন, তিনি কেন একটিমাত্র বাণী উচ্চারণ করে শয়তানকে পরাভূত করলেন না? যে ঐশমহত্ত্ব গুণে তিনি অসৃষ্টবস্তু সৃষ্টি করতে পারেন, কোন্ কারণেই বা তিনি যা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছিল সেই ঐশমহত্ত্ব গুণেই তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেননি? যিনি পরাক্রমের মধ্য দিয়ে মানবজাতির মুক্তি সাধন করতে পারতেন, আমাদের সেই প্রভু যীশুখ্রীষ্টের পক্ষে এত কষ্টকর যন্ত্রণা ভোগ করা কী দরকার ছিল? মানুষের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কেন দেহধারণ, বাল্যকাল, জীবনচক্র, অপমান, ক্রুশ, মৃত্যু ও সমাধি বরণ করা প্রয়োজন হল?

এসো, প্রথমে দেখি কেন তিনি সেই ক্রুশ চাইলেন, সেই ক্রুশে কেমন করে জগতের পাপ বিলুপ্ত, কীভাবে মৃত্যু বিনষ্ট ও শয়তান পরাজিত। এ নিশ্চিত কথা যে, ন্যায্যতার দিক দিয়ে ক্রুশ শুধু পাপীদেরই বেলায় আরোপণীয় দন্ড; ঈশ্বরের বিধান ও জগতের বিধান দু'টোই যে অপরাধী ও অন্যায়কারীদের বেলায় ক্রুশদন্ড আরোপ করে, এ সকলের জানা কথা।

যুদার মধ্য দিয়ে শয়তান সক্রিয় ও অতি ব্যস্ত, পৃথিবীর রাজারা ও ইহুদীদের নায়কেরা *প্রভু ও তাঁর অভিষিক্তজনের বিরুদ্ধে* পিলাতের কাছে *একযোগে সঙ্ঘবদ্ধ*—এদের দ্বারাই খ্রীষ্ট মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত। নির্দোষী হয়েই তিনি দন্ডিত, যেমনটি নবী সামসঙ্গীতে বলেন, *ওরা ধার্মিকের প্রাণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, নির্দোষ রক্তকে দন্ডিত করে।*

তিনি অপমান, চপেটাঘাত, কাঁটার মুকুট, লাল বস্ত্র ও সুসমাচারে বর্ণিত যত লাঞ্ছনা ধৈর্যের সঙ্গে বহন করলেন। ধৈর্যে পরিপূর্ণ তিনি নিরপরাধী হয়েও এসব কিছু বহন করলেন যেন *বধ্য মেষের মত* ক্রুশের ধারে আসতে পারেন। যিনি বিরোধীদের ক্ষতি করতে পারতেন, তিনি নম্রতার সঙ্গে এসব কিছু বহন করলেন। দাউদের সামসঙ্গীত অনুসারে,

প্রতাপশালীদের তিনি এমন মানুষেরই মত সহ্য করলেন *যার সহায় কেউ নেই ;* অথচ ঐশমহত্ত্ব গুণে তিনি তাদের দণ্ডিত করতেই পারতেন। বস্তুত যারা তাঁকে গ্রেপ্তার করতে এসেছিল, তিনি মধুর সুরেই *তোমরা কাকে খুঁজছ* জিজ্ঞাসা করলেই তারা যখন পিছে গেল ও মৃতই যেন মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ল, তখন কীবা ঘটত তিনি যদি তাদের ভর্ৎসনাই করতেন?

তবু যে উদ্দেশ্যে তিনি এজগতে এসেছিলেন, সেই ক্রুশ-রহস্য পূর্ণমাত্রায় পূর্ণ করেন, যেন ক্রুশ দ্বারা পাপের সেই ঋণপত্র বাতিল হয়ে যায়, ক্রুশ-টোপে ধরা পড়া সেই বিরোধী শক্তি পরাভূত হয়, ফলত ঐশসঙ্কল্প ও ন্যায্যতা অক্ষুণ্ণ রেখে তিনি যেন শয়তানের হাতে শিকারটি উদ্ধার করতে পারেন।

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, এই তো সেই কারণ, যা অনুসারে আমাদের প্রভু ও পরিত্রাতা পরাক্রমের মধ্য দিয়ে নয়, বরং বিনম্রতারই মধ্য দিয়ে, শক্তিপ্রয়োগের মধ্য দিয়েও নয়, বরং ধর্মময়তারই মধ্য দিয়ে শয়তানের কর্তৃত্ব থেকে মানবমুক্তি সাধন করলেন ; সুতরাং, আমাদের পূর্বকালীন কোন কর্মফল না থাকলেও ঐশদয়া যখন আমাদের এতই অসংখ্য শুভদান মঞ্জুর করে দিয়েছেন, তখন এসো, তাঁর কাজে যথাসাধ্য সহযোগিতা দান করি, যেন তেমন মহাপ্রেমের অনুগ্রহের ফলে আমাদের দণ্ড নয়, উপকারই হয়।

শ্লোক ইসা ৫৩:৪,৫ ; লুক ২৪:৬

প্‌ তিনি আমাদেরই যন্ত্রণা তুলে বহন করেছেন ; বরণ করে নিয়েছেন আমাদের যত কষ্ট : আমাদের শান্তির পণ সেই শাস্তি তাঁর উপরে নেমে পড়ল ;

উ তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম।

প্‌ খ্রীষ্টের এ প্রয়োজনই ছিল যে, আপন গৌরবে প্রবেশ করার জন্য তিনি এই সমস্ত যন্ত্রণা ভোগ করবেন :

উ তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম।

সোমবার

প্রথম পাঠ - রো ১২:১-২১

খ্রীষ্টে আমরা একদেহ

ভাই, ঈশ্বরের শত করুণার খাতিরেই আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা নিজেদের দেহ উৎসর্গ কর এক জীবন্ত, পবিত্র, ঈশ্বরের গ্রহণীয় বলিরূপে—এই তো তোমাদের চেতনাপূর্ণ উপাসনা। তোমরা এই যুগধর্মের অনুরূপ হয়ো না, বরং মনের নবীকরণ দ্বারা নিজেদের রূপান্তরিত কর, যেন নির্ণয় করতে পার ঈশ্বরের ইচ্ছা কী—কীইবা শ্রেয়, গ্রহণীয় ও নিখুঁত।

বস্তুত আমাকে যে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, তা গুণে আমি তোমাদের প্রত্যেককে বলছি: নিজেদের সম্বন্ধে যেমন ধারণা থাকা উচিত, তার চেয়ে উচ্চ ধারণা পোষণ করো না ; কিন্তু ঈশ্বর যাকে যে পরিমাণে বিশ্বাস দিয়েছেন, তোমরা সেই অনুসারে নিজেদের সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা পোষণ কর। কেননা যেমন আমাদের একদেহে অনেক অঙ্গ, কিন্তু সকল অঙ্গের ভূমিকা এক নয়, তেমনি এই অনেকে যে আমরা, আমরা খ্রীষ্টে একদেহ এবং প্রত্যেকে পরস্পর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। তাই আমাদের যে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, সেই অনুসারে যখন আমরা বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহদানের অধিকারী, তখন তা যদি নবীয় অনুগ্রহদান হয়, তবে এসো, বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রেখে নবী-ভূমিকা অনুশীলন করি ; তা যদি সেবাকর্মের অনুগ্রহদান হয়, তবে সেই সেবাকর্মে নিবিষ্ট থাকি ; তা যদি শিক্ষাদান হয়, তবে শিক্ষাদানে, তা যদি উপদেশ-দান হয়, তবে উপদেশ দানে নিবিষ্ট থাকি। যে দান করে, সে সরলভাবে, যার কর্তৃত্ব আছে, সে সযত্নে, যে দয়াকর্ম পালন করে, সে মনের আনন্দেই তা করুক।

ভালবাসা অকপট হোক : যা মন্দ তোমরা তা ঘৃণা কর, যা মঙ্গলকর তা আঁকড়ে ধরে থাক ; পরস্পরের ভ্রাতৃপ্রেমে স্নেহশীল হও, পরস্পরের সম্মান দানে প্রতিযোগিতা কর। সদাগ্রহ ক্ষেত্রে শিথিল হয়ো না, আত্মায় উদ্দীপ্ত হও, প্রভুর সেবা করে চল। আশায় আনন্দিত হও, দুঃখকষ্টে সহিষ্ণু হও, প্রার্থনা-সভায় নিষ্ঠাবান থাক, পবিত্রজনদের অভাবের সহভাগী হও, অতিথি-সেবায় রত থাক। যারা তোমাদের নির্যাতন করে, তাদের আশীর্বাদ কর, আশীর্বাদ কর, অভিশাপ দিয়ো না ; যারা আনন্দ করে, তাদের সঙ্গে আনন্দ কর ; যারা কাঁদে, তাদের সঙ্গে কাঁদ। তোমরা পরস্পর একপ্রাণ হও ; অতি উঁচু বিষয়ে মন দিয়ো না, বরং সরল বিষয়ে মন নমিত কর ; নিজেদের তত জ্ঞানী মনে করো না।

অন্যায়ের প্রতিদানে কারও অন্যায় করো না। *সকল মানুষের চোখে যা উত্তম, তোমরা তাই করতে সচেষ্ট থাক।* সম্ভব হলে, যতটা পার, সকলের সঙ্গে শান্তিতে থাক। প্রিয়জনেরা, কখনও প্রতিশোধ নিয়ো না, বরং সেবিষয়ে [ঐশ] ক্রোধকেই স্থান দাও, কারণ লেখা আছে, *প্রতিশোধ আমারই হাতে, আমিই প্রতিফল দেব—একথা বলছেন প্রভু।* বরং *তোমার শত্রুর যদি ক্ষুধা পায়, তাকে কিছু খেতে দাও, যদি তার পিপাসা পায়, তাকে জল দাও। কেননা তাই করলে তুমি তার মাথায় জ্বলন্ত অঙ্গার রাশি করে রাখবে।* অন্যায়ের কাছে পরাজয় মেনো না, কিন্তু সদাচরণ দ্বারা অন্যায় জয় কর।

শ্লোক রো ১২:২,১

প্‌ মনের নবীকরণ দ্বারা নিজেদের রূপান্তরিত কর,

উ তোমরা যেন নির্ণয় করতে পার ঈশ্বরের ইচ্ছা কী—কীইবা শ্রেয়, গ্রহণীয় ও নিখুঁত।

প্‌ আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা নিজেদের দেহ উৎসর্গ কর এক জীবন্ত, পবিত্র, ঈশ্বরের গ্রহণীয় বলি রূপে—এই তো তোমাদের চেতনাপূর্ণ উপাসনা,

উ তোমরা যেন নির্ণয় করতে পার ঈশ্বরের ইচ্ছা কী—কীইবা শ্রেয়, গ্রহণীয় ও নিখুঁত।

মণ্ডলীর সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সেই জীবন্ত বলি অবিরতই উৎসর্গীকৃত

ভাই, ঈশ্বরের শত করুণার খাতিরেই আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা নিজেদের দেহ উৎসর্গ কর এক জীবন্ত, পবিত্র, ঈশ্বরের গ্রহণীয় বলিরূপে—এই তো তোমাদের চেতনাপূর্ণ উপাসনা।

পল খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের অনুরোধ করেন তারা যেন নিজেদের দেহ *এক জীবন্ত, পবিত্র, ঈশ্বরের গ্রহণীয় বলিরূপে* উৎসর্গ করে। তেমন বলি তিনি জীবন্ত বলেন, কারণ তা নিজের মধ্যে জীবন তথা খ্রীষ্টকে বহন করে : *আমরা সর্বদা নিজেদের দেহে যীশুর মৃত্যু বহন করে চলি, যেন যীশুর জীবনও আমাদের এই দেহে প্রকাশিত হয়।* সেই বলি তিনি পবিত্র বলেন, কারণ তার মধ্যে পবিত্র আত্মা বাস করেন ; আবার ঈশ্বরের গ্রহণীয়ও বলেন, কারণ সেই বলি পাপ ও রিপু থেকে বিচ্ছিন্ন। অবশেষে এসব কিছু ঈশ্বরের চেতনাপূর্ণ উপাসনা হয়ে দাঁড়ায়, কেননা তেমন উপাসনার একটা সুচিন্তিত কারণ দেওয়া ও তেমন বলি ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করা যে সমীচীন তার প্রমাণও দেওয়া যেতে পারে। অপরদিকে চেতনাপূর্ণ ও সুবুদ্ধিসম্পন্ন যে কোন মানুষ অমর ও অশরীরী ঈশ্বরের কাছে ভেড়া, মেষ বা বৃষ উৎসর্গ করতে অস্বীকার করবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জীবন্ত, পবিত্র ও ঈশ্বরের গ্রহণীয় বলি প্রকৃতপক্ষে হল নিষ্কলঙ্ক একটি দেহ। আর যদিও মণ্ডলীতে প্রেরিতদূতদের বলির পরে প্রথমটা হল সাক্ষ্যমরদের, দ্বিতীয়টা চিরকুমারীদের ও তৃতীয়টা ব্রহ্মচারীদেরই বলি, তবু আমি মনে করি, যারা দাম্পত্য জীবন পালন করেও নির্দিষ্ট প্রার্থনাকালে একমন হয়ে যৌনসঙ্গম থেকে বিরত থেকে পরবর্তীকালেও পুণ্য ও ন্যায়বান জীবন ধারণ করে, তারাও যে নিজেদের দেহ *এক জীবন্ত, পবিত্র, ঈশ্বরের গ্রহণীয় বলিরূপে* উৎসর্গ করতে পারে, তা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং এভাবে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে সেই জীবন্ত, পবিত্র, ঈশ্বরের গ্রহণীয় বলি যা চেতনাপূর্ণ ভাবে উৎসর্গ করার কথা। তাছাড়া *তোমরা এই যুগধর্মের অনুরূপ হয়ো না, বরং মনের নবীকরণ দ্বারা নিজেদের রূপান্তরিত কর, যেন নির্ণয় করতে পার ঈশ্বরের ইচ্ছা কী—কীইবা শ্রেয়, গ্রহণীয় ও নিখুঁত।*

আমাদের মনের নবীকরণ প্রজ্ঞার অনুশীলন, ঐশবাণী-ধ্যান ও তাঁর বিধানের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির মধ্য দিয়েই সাধিত : মানুষ প্রতিদিন শাস্ত্রপাঠ দ্বারা যতখানি উপকৃত, তার উপলব্ধি যতখানি উচ্চতর পর্যায় প্রবিষ্ট, তার মন ততখানি নিত্য নবীকৃত। যার মন শাস্ত্রপাঠে শিথিল ও সেই আধ্যাত্মিক উপলব্ধির অনুশীলনেও শিথিল যার মধ্য দিয়ে শাস্ত্রের অর্থ উপলব্ধি করা শুধু নয়, তা আরও নিখুঁত ভাবে স্পষ্ট করা ও পরের কাছে প্রকাশ করা সম্ভব, তার সেই মন কীভাবে নবীকৃত হতে পারে আমি জানি না।

অন্যদিকে মন গভীর জ্ঞানে নবীকৃত না হলে ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞায় সম্পূর্ণরূপে আলোকিত না হলে, তবে বিচার করতে পারবে না ঈশ্বরের ইচ্ছা কী। বহুবার মানুষ যেখানে মনে করে ঈশ্বরের ইচ্ছা রয়েছে, সেখানে তা আসলে নেই! তারাই বিশেষভাবে এ ভুলভ্রান্তিতে পড়ে, যাদের মন নবীকৃত নয়। হ্যাঁ, যে কোন ব্যক্তির মন নয়, বরং নবীকৃতই যার মন, এমনকি ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত যার মন, তারই মন মাত্র বিচার করতে পারে আমরা যা কিছু করি, বলি বা ভাবি তা ঈশ্বরের ইচ্ছা কিনা ; আবার, কেবল সে-ই নবীকৃত মন, ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুরূপ নয় বলে যা কিছু অনুভব করে, তাই করে না, বলে না, ভাবেও না।

শ্লোক হিব্রু ১০:৮,১১,১২,১৪ ; সাম ৪০:৭

প্র বিধান অনুসারে উৎসর্গীকৃত সেই সকল যজ্ঞ কখনও পাপ হরণ করতে সক্ষম নয়।

উ কিন্তু খ্রীষ্ট পাপের জন্য কেবল একটা যজ্ঞ উৎসর্গ ক'রে, যাদের পবিত্র করে তোলা হয়, তিনি একটামাত্র নৈবেদ্য গুণেই চিরকালের মত তাদের সিদ্ধতায় চালিত করেছেন।

প্র প্রভু, বলিদান ও অর্ঘ্যে তুমি প্রীত নও ; আহুতি ও পাপার্থে বলিদান চাওনি তুমি।

উ কিন্তু খ্রীষ্ট পাপের জন্য কেবল একটা যজ্ঞ উৎসর্গ ক'রে, যাদের পবিত্র করে তোলা হয়, তিনি একটামাত্র নৈবেদ্য গুণেই চিরকালের মত তাদের সিদ্ধতায় চালিত করেছেন।

মঙ্গলবার

প্রথম পাঠ - রো ১৩:১-১৪

নানা পরামর্শ

ভ্রাতৃগণ, প্রত্যেকে যেন অধিকারসম্পন্ন কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুগত হয়ে থাকে, কারণ ঈশ্বরের দেওয়া অধিকার ছাড়া অন্য অধিকার নেই, আর যত অধিকার রয়েছে, সবগুলো ঈশ্বর দ্বারা নিযুক্ত। সুতরাং, যে কেউ অধিকারের বিরোধিতা করে, সে কিন্তু, ঈশ্বর যা নিয়োগ করেছেন, তারই বিরোধিতা করে ; আর যারা তেমন বিরোধিতা করে, তারা নিজেদের উপরে শাস্তি ডেকে আনবে। কেননা যখন সৎকর্ম করা হয়, তখন নয়, কিন্তু যখন অসৎ কাজ করা হয়, তখনই শাসনকর্তাদের ভয় করা হয়। আর তুমি কি কর্তৃপক্ষের কাউকে ভয় পেতে চাও না? সৎকাজ কর, করলে তাঁর কাছ থেকে প্রশংসাই পাবে, কেননা তিনি তোমার ও তোমার কল্যাণের জন্যই ঈশ্বরের সেবক। কিন্তু যদি অসৎ কাজ কর, তবে ভীত হও, কারণ তিনি এমনিই খড়্গ ধারণ করেন এমন নয় ; বাস্তবিকই তিনি ঈশ্বরের সেবক—যে অসৎ কাজ করে, তাকে যোগ্য প্রতিফল দেবার জন্য। সুতরাং কেবল শাস্তির ভয়ে শুধু নয়, কিন্তু সদ্বিবেকের খাতিরেই অনুগত থাকা আবশ্যক। আর এই কারণেই তো তোমরা করও দিয়ে থাক : তাঁরা ঈশ্বরের নিযুক্ত মানুষ, তাঁদের উপরে দেওয়া কাজই তাঁরা করে যান। যার যা প্রাপ্য, তা তাকে দাও :

যাঁকে কর দিতে হয়, তাঁকে কর দাও; যাঁকে শুল্ক দিতে হয়, তাঁকে শুল্ক দাও; যাঁকে ভয় করতে হয়, তাঁকে ভয় কর; যাঁকে সম্মান করতে হয়, তাঁকে সম্মান কর।

পরস্পরের প্রতি ভালবাসার ঋণ ছাড়া, তোমরা কারও কাছে আর কোন ঋণ রেখো না; কারণ পরকে যে ভালবাসে, সে বিধান সম্পূর্ণই সার্থক করেছে। বাস্তবিকই তেমন আজ্ঞা যেমন, *ব্যভিচার করো না, নরহত্যা করো না, চুরি করো না, লোভ করো না*, আর যে কোন আজ্ঞা থাকুক না কেন, সেই সকল আজ্ঞা এই একটা বচনেই সঙ্কলিত হয়েছে: *তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাস।* ভালবাসা প্রতিবেশীর কোন অনিষ্ট ঘটায় না; অতএব ভালবাসাই বিধানের পূর্ণতা।

তাছাড়া, এখন কোন্ সময়, সে কথা তোমাদের তো জানাই আছে; এখন তো তোমাদের ঘুম থেকে জেগে ওঠারই লগ্ন; কেননা সেই যেদিন আমরা প্রথমে বিশ্বাস করেছিলাম, তখনকার চেয়ে আমাদের পরিত্রাণ এখন কাছেই এসে গেছে। রাত শেষ হয়ে যাচ্ছে, দিন কাছে এসে গেছে। তাই অন্ধকারের কাজকর্ম পরিত্যাগ ক'রে, এসো, আলোরই উপযোগী রণসজ্জা পরিধান করি। এসো, দিনমানের মত উজ্জ্বলভাবে চলাফেরা করি: বেসামাল ভোজ-উৎসব বা মাতলামি নয়, যৌন অনাচার বা যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, বিবাদ বা ঈর্ষাও নয়; তোমরা বরং স্বয়ং প্রভু যীশুখ্রীষ্টকেই পরিধান কর; মাংস ও তার যত কামনা-বাসনার চিন্তায় আর সময় ব্যয় করো না।

শ্লোক রো ১৩:৮; গা ৫:১৪

℣ পরস্পরের প্রতি ভালবাসার ঋণ ছাড়া, তোমরা কারও কাছে আর কোন ঋণ রেখো না;

℟ পরকে যে ভালবাসে, সে বিধান সম্পূর্ণই সার্থক করেছে।

℣ সমগ্র বিধান এই একটা বচনেই পূর্ণতা লাভ করে, তোমার প্রতিবেশীকে তুমি নিজের মত ভালবাসবে।

℟ পরকে যে ভালবাসে, সে বিধান সম্পূর্ণই সার্থক করেছে।

দ্বিতীয় পাঠ - রোমীয়দের কাছে আন্তিওখিয়ার ধর্মপাল সাধু ইগ্নাসের পত্র ১-২

যীশুখ্রীষ্টে শেকলাবদ্ধ হয়ে
আমি তোমাদের কাছে প্রীতি-সম্ভাষণ জানাবার আশা রাখছি

আমি ইগ্নাস, ঈশ্বরবাহক বলেও পরিচিত, পরাৎপর পিতার ও তাঁর একমাত্র পুত্র যীশুখ্রীষ্টের মহত্ত্বে দয়ার পাত্রী সেই মণ্ডলীর সমীপে, যে মণ্ডলী আমাদের ঈশ্বর সেই যীশুখ্রীষ্টের বিশ্বাস ও ভালবাসা অনুসারে তাঁরই ভালবাসার পাত্রী ও তাঁরই ইচ্ছা দ্বারা আলোকিতা, নিখিল বিশ্বই যাঁর ইচ্ছার প্রকাশ; যে মণ্ডলী রোম অঞ্চলের রাজধানীতে প্রধান আসনের অধিকারী—ঈশ্বরের যোগ্য, সম্মান, আশীর্বাদ ও প্রশংসার যোগ্য, যত সমৃদ্ধি ও পবিত্রতার যোগ্য যে মণ্ডলী; যে মণ্ডলী ভালবাসায় প্রধান আসনের অধিকারী, খ্রীষ্ট-বিধানের অনুসারী ও পিতার নামে ভূষিতা, তার কাছে আমি পিতার পুত্র সেই যীশুখ্রীষ্টের নামে প্রীতি-সম্ভাষণ জানাচ্ছি। তাঁর সমস্ত আজ্ঞা পালনে যারা দেহে ও আত্মায় মিলিত, ঈশ্বরের অনুগ্রহে অবিচ্ছেদ্য ভাবে পরিপূর্ণ ও সমস্ত কলঙ্ক থেকে পরিশুদ্ধ, তাদের কাছে আমি আমাদের ঈশ্বর সেই যীশুখ্রীষ্টে শাশ্বত পরমানন্দ-শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

ঈশ্বরের যোগ্য তোমাদের শ্রীমুখ দেখবার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ক'রে—যার ফলে যা বাসনা করছিলাম তার চেয়ে অধিক লাভ করেছি—আমি এখন যীশুখ্রীষ্টে শেকলাবদ্ধ হয়ে তোমাদের কাছে প্রীতি-সম্ভাষণ জানাবার আশা রাখছি—অবশ্য, যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা তেমন লক্ষ্য পূরণের জন্য আমাকে যোগ্য করে তোলে, তবেই। সূচনা ভালই হয়েছে: আমার উত্তরাধিকারের কাছে অবাধে পৌঁছা, আহা, আমি যেন তেমন অনুগ্রহ পেতে পারি! কেননা আমার ভয় হচ্ছে, তোমাদের ভালবাসা আমার অপকার করবে; কারণ যা ইচ্ছা কর তা পাওয়া তোমাদের পক্ষে সহজ, কিন্তু তোমরা আমাকে না বাঁচালে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছা আমার পক্ষে কঠিন।

আসলে আমি চাই না তোমরা মানুষকে সন্তুষ্ট করবে, বরং সেই ঈশ্বরকেই সন্তুষ্ট করবে যাঁর কাছে তোমরা গ্রহণযোগ্য; কেননা ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবার তেমন সুযোগ আমি আর পাব না; নীরব থাকলে তোমরাও শ্রেয়তর কাজে সম্মতিদান করতে পারবে না। কারণ তোমরা আমার বিষয়ে নীরব থাকলে আমি ঈশ্বরের বাণী হয়ে উঠব, তোমরা কিন্তু আমার দেহকে প্রশ্রয় দিলে আমি আবার অসার শব্দ মাত্রই হব। তোমরা এর চেয়ে আমাকে কিছুই মঞ্জুর করো না: বেদি যখন ইতিমধ্যে প্রস্তুত রয়েছে, তখন আমি যেন ঈশ্বরের কাছে বলীকৃত হতে পারি। তবেই ভালবাসায় এক সুর হয়ে উঠে তোমরা পিতার কাছে খ্রীষ্টে গান করতে পারবে, কারণ ঈশ্বর প্রসন্ন হয়ে সিরিয়ার ধর্মাধ্যক্ষের উপর দৃষ্টিপাত করে তাকে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তে নিয়ে এলেন। ঈশ্বরের লক্ষ্যে সংসারের কাছে অস্তগমন করা যাতে তাঁর কাছে পুনরুত্থান করতে পারি, আহা, কতই না সুন্দর!

শ্লোক ফিলি ১:২১; গা ৬:১৪

℣ আমার পক্ষে জীবন খ্রীষ্ট, এবং মৃত্যু লাভ।

℟ আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশ ছাড়া আমি আর অন্য কিছুতেই যেন গর্ব না করি।

℣ তাঁর আমার কাছে জগৎ, ও জগতের কাছে আমি ক্রুশবিদ্ধ।

℟ আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশ ছাড়া আমি আর অন্য কিছুতেই যেন গর্ব না করি।

বুধবার

প্রথম পাঠ - রো ১৪:১-২৩

বিশ্বাসে দুর্বলদের প্রতি উদার মনোভাব

ভ্রাতৃগণ, বিশ্বাসে যে দুর্বল, তাকে সাদরে গ্রহণ করে নাও; কিন্তু তার ব্যক্তিগত দুর্বল ধারণার বিচার করো না। বিশ্বাস ক্ষেত্রে একজন মনে করে, সে সবরকম খাবার খেতে পারে, কিন্তু যে দুর্বল, সে শুধু শাক খায়। যে যা খায়, সে যেন, যে তা খায় না, তাকে অবজ্ঞা না করে; এবং যে যা খায় না, সে যেন, যে যা খায়, তার বিচার না করে; কারণ ঈশ্বর তাকে গ্রহণ করে নিয়েছেন। তুমি কে যে অপরের দাসের বিচার কর? সে সোজা দাঁড়িয়ে থাকুক বা পড়ে যাক, তা তার প্রভুরই ব্যাপার; সে কিন্তু সোজা হয়ে দাঁড়াবে, কারণ তাকে সোজা করে দাঁড়িয়ে রাখার ক্ষমতা প্রভুর আছে।

একজন একটা দিনের চেয়ে অন্য দিনকে অধিক পালনীয় বলে মনে করে; আর একজন সকল দিনকে সমান মনে করে; তবু প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ ধারণায় দৃঢ়নিশ্চিত থাকে। দিনটা নিয়ে যে ব্যস্ত, সে প্রভুর সম্মানার্থেই তাতে ব্যস্ত; যে খায়, সে প্রভুর সম্মানার্থেই খায়, কারণ সে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ-স্তুতি জানায়; এবং যে খায় না, সেও প্রভুর সম্মানার্থেই খায় না, সেও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ-স্তুতি জানায়। কেননা আমরা কেউ নিজের জন্য জীবিত থাকি না, কেউ নিজের জন্য মরেও যাই না। যদি জীবিত থাকি, প্রভুর জন্যই জীবিত থাকি; আর যদি মরি, প্রভুর জন্যই মরি। সুতরাং জীবিত থাকি বা মরি, আমরা প্রভুরই। কারণ এ উদ্দেশ্যেই খ্রীষ্ট মরলেন ও পুনরুজ্জীবিত হলেন, যেন তিনি মৃত ও জীবিত উভয়েরই প্রভু হতে পারেন। তবে তুমি কেন তোমার ভাইয়ের বিচার কর? কেনই বা তাকে অবজ্ঞা কর? আমাদের সকলকেই তো ঈশ্বরের বিচারাসনের সামনে দাঁড়াতে হবে! কেননা লেখা আছে: *আমার জীবনের দিব্যি—একথা বলছেন প্রভু—প্রতিটি জানু আমার সম্মুখে আনত হবে, এবং প্রতিটি জিহ্বা ঈশ্বরের মহিমা স্বীকার করবে।* এক কথায়, আমাদের প্রত্যেককেই ঈশ্বরের কাছে নিজ নিজ হিসাব দিতে হবে।

তাই এসো, আমরা পরস্পরকে আর বিচার না করি; বরং ভাইয়ের হোঁচট বা স্খলনের কারণ না হওয়া, এ হোক তোমাদের বিচার-বিবেচনা। আমি জানি, এবং প্রভু যীশুতে নিশ্চিত আছি: কোন কিছুই প্রকৃতপক্ষে অশুচি নয়; কিন্তু যে যা অশুচি বলে মনে করে, তারই পক্ষে তা অশুচি। তাহলে তোমার খাদ্যের ব্যাপারে যদি তোমার ভাইয়ের মনে আঘাত লাগে, তবে তুমি আর ভালবাসার নিয়ম অনুসারে চলছ না। খ্রীষ্ট যার জন্য মরলেন, তোমার খাবার দ্বারা তার বিনাশের কারণ হতে যেয়ো না। সুতরাং যে মঙ্গল তোমরা ভোগ কর, তা যেন নিন্দার বিষয় না হয়। কেননা ঈশ্বরের রাজ্য পানাহারের ব্যাপার নয়, বরং এমন ধর্মময়তা, শান্তি ও আনন্দ, যা পবিত্র আত্মারই দান। এভাবে যে খ্রীষ্টের সেবা করে, সে পায় ঈশ্বরের প্রসন্নতা ও মানুষের স্বীকৃতি। সুতরাং এসো, সেই ধরনেরই কাজে নিবিষ্ট থাকি, যা শান্তি এনে দেয় ও পরস্পরকে গেঁথে তোলে। খাদ্যের খাতিরে ঈশ্বরের কাজ ভেঙে ফেলো না! সব কিছুই শুচি বটে, কিন্তু যে যা খেলে হোঁচট খায়, তার পক্ষে তা মন্দ। মাংস খাওয়াই হোক বা আঙুররস পান করাই হোক বা সেই যাই কিছু হোক না কেন যার কারণে তোমার ভাই স্খলিত হয় বা দুর্বল হয়, তেমন কিছু থেকে নিজেকে সংযত রাখাই উত্তম। তোমার যে বিশ্বাস আছে, তা নিজেরই জন্য ঈশ্বরের সামনে অক্ষুণ্ন রাখ। সুখী সেই জন, যে, যা সমর্থন করে, তাতে নিজের দণ্ডবিচার না করে। কিন্তু যে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে, সে যদি খায়, তবে সে নিজেই নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করে, কারণ তার কাজটা বিশ্বাসজনিত নয়; আর যা কিছু বিশ্বাসজনিত নয়, তা পাপ।

শ্লোক রো ১৪:৯,৮,৭

℣ খ্রীষ্ট মরলেন ও পুনরুজ্জীবিত হলেন, যেন তিনি মৃত ও জীবিত উভয়েরই প্রভু হতে পারেন।

℟ জীবিত থাকি বা মরি, আমরা প্রভুরই।

℣ আমরা কেউ নিজের জন্য জীবিত থাকি না, কেউ নিজের জন্য মরেও যাই না। যদি জীবিত থাকি, প্রভুর জন্যই জীবিত থাকি; আর যদি মরি, প্রভুর জন্যই মরি।

℟ জীবিত থাকি বা মরি, আমরা প্রভুরই।

দ্বিতীয় পাঠ - রোমীয়দের কাছে আন্তিওখিয়ার ধর্মপাল সাধু ইগ্নাসের পত্র ৩-৪

শেকলাবদ্ধ অবস্থায় আমি কিছুই আকাঙ্ক্ষা না করতে শিখছি

তোমরা কাউকে কখনও প্রতারণা করনি, তোমরা অন্যদের শিক্ষাই দিয়েছ। আমার ইচ্ছা, শিক্ষাদানে যা নির্দেশ কর, তোমরা নিজেরা তা দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করবে। আমার জন্য তোমরা কেবল শক্তি প্রার্থনা কর—আন্তরিক ও বাহ্যিক শক্তি—আমার যেন কথা শুধু নয়, ইচ্ছাও থাকে; আমি যেন কথায় শুধু নয়, কাজেও খ্রীষ্টান বলে পরিচয় দিতে পারি। কারণ আমি যদি তেমন স্বীকৃতি পেতে পারি, তাহলে নিজেও খ্রীষ্টান বলে পরিচয় দিতে পারব, আর এজগৎ থেকে অদৃশ্য হওয়ার পরে বিশ্বস্ত বলে পরিগণিত হতে পারব। যা কিছু দৃশ্য তা ভাল নয়; কারণ পিতার মধ্যে থাকায় আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টই স্পষ্টতর ভাবে দৃশ্য। খ্রীষ্টাদর্শ যখন সংসারের ঘৃণার পাত্র, তখনই যুক্তির নয় বরং ঐশমাহাত্ম্যের ফল বলে প্রমাণিত।

আমি সকল মণ্ডলীর কাছে লিখছি সকলে যেন জানতে পারে যে, আমি ঈশ্বরের খাতিরেই মৃত্যু বরণ করতে উদ্যত হচ্ছি—তোমরা যদি আমাকে বাধা না দাও। তোমাদের অনুরোধ করছি, আমার প্রতি অযথা মমতা দেখিয়ো না। এমনটি হতে দাও আমি যেন পশুদের খাদ্য হতে পারি, সেই পশুদের দ্বারাই তো আমি ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে পারব! আমি তো ঈশ্বরের গম, হিংস্র পশুদের দাঁতে আমাকে চূর্ণ হওয়াই দরকার যেন খ্রীষ্টের বিশুদ্ধ রুটি হতে পারি। তোমরা বরং সেই পশুদের উত্তেজিতই কর, তারা যেন আমার সমাধি হতে পারে, তারা যেন আমার দেহের চিহ্ন মাত্রও না রাখে; তবে নিদ্রা গিয়ে আমি কারও বোঝা হব না। জগৎ যখন আমার দেহকেও দেখতে পাবে না, তখনই আমি যীশুখ্রীষ্টের প্রকৃত শিষ্য হয়ে

উঠব। আমার হয়ে তোমরা খ্রীষ্টের কাছে যাচ্‌না কর, সেই পশুদের মধ্য দিয়ে আমি যেন বলি হয়ে উঠতে পারি। পিতর ও পলের মত আমি তোমাদের আদেশ দিচ্ছি না, তাঁরা তো প্রেরিতদূত ছিলেন, আমি দণ্ডিত মানুষ; তাঁরা স্বাধীন ছিলেন, আমি এখনও ক্রীতদাস। তবু মৃত্যু বরণ করলে আমি যীশুখ্রীষ্টের স্বাধীনকৃত মানুষ হয়ে উঠব ও তাঁর মধ্যে স্বাধীন বলে পুনরুত্থান করব। এখন, এই শেকলাবদ্ধ অবস্থায়, আমি অন্য কিছুই আকাঙ্ক্ষা না করতে শিখছি।

শ্লোক গা ২:১৯-২০

প্‌ আমি বিধানের কাছে মৃত, যেন ঈশ্বরের কাছে জীবিত হতে পারি। এই দেহে যে জীবন আমি যাপন করি, সেই ঈশ্বরপুত্রের প্রতি বিশ্বাসেই তা যাপন করি,

উ্‌ যিনি আমাকে ভালবেসেছেন ও আমার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন।

প্‌ আমাকে খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া হয়েছে, অথচ আমি এখনও জীবিত আছি; কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রীষ্টই জীবনযাপন করেন,

উ্‌ যিনি আমাকে ভালবেসেছেন ও আমার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার

প্রথম পাঠ - রো ১৫:১-১৩

প্রত্যেকে যেন মঙ্গল সাধনেই প্রতিবেশীকে তুষ্ট করতে সচেষ্ট থাকে

ভ্রাতৃগণ, আমাদের মধ্যে যারা বলবান, তাদের উচিত নিজেদের তুষ্ট করা নয়, কিন্তু দুর্বলদের দুর্বলতা তাদের সঙ্গে বহন করা। আমরা প্রত্যেকেই যেন মঙ্গল সাধনেই প্রতিবেশীকে তুষ্ট করতে সচেষ্ট থাকি, যেন পরস্পরকে গেঁথে তুলতে পারি। বাস্তবিকই খ্রীষ্ট নিজেকে তুষ্ট করতে চেষ্টা করেননি; বরং যেমন লেখা আছে: *যারা তোমাকে অপবাদ দেয়, তাদের সেই অপবাদ আমার উপরেই এসে পড়েছে।* কারণ আমাদের আগে যা কিছু লেখা হয়েছে, তা সবই আমাদের শিক্ষার উদ্দেশেই লেখা হয়েছে, শাস্ত্র যে নিষ্ঠতা ও আশ্বাস জাগিয়ে তোলে, তা দ্বারা আমরা যেন আমাদের প্রত্যাশা উদ্দীপিত করে রাখি। নিষ্ঠতা ও আশ্বাস দানকারী ঈশ্বর তোমাদের এই বর প্রদান করুন, যীশুখ্রীষ্টের আদর্শ অনুসারে তোমরা যেন পরস্পর একমন হতে পার, যেন একপ্রাণে এককণ্ঠে তোমরা আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতার গৌরবকীর্তন করতে পার। তাই ঈশ্বরের গৌরবের খাতিরে তোমরা পরস্পরকে সাদরে গ্রহণ কর, স্বয়ং খ্রীষ্ট যেইভাবে তোমাদের গ্রহণ করেছেন। কেননা আমার কথা এ: খ্রীষ্ট পরিচ্ছেদিতদের সেবক হলেন ঈশ্বরের বিশ্বাসযোগ্যতার উদ্দেশেই, অর্থাৎ তিনি যেন কুলপতিদের প্রতি উচ্চারিত সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে পারেন, এবং বিজাতীয়রাও যেন ঈশ্বরের দয়ার জন্য তাঁর গৌরবকীর্তন করে; যেমনটি লেখা আছে: *এইজন্য আমি বিজাতীয়দের মধ্যে তোমার গৌরব স্বীকার করব, তোমার নামের উদ্দেশে স্তবগান করব।* আরও: *বিজাতি সকল, তাঁর আপন জনগণের সঙ্গে হর্ষধ্বনি তোল।* আরও: *সকল বিজাতি, প্রভুর প্রশংসা কর, সকল জাতি তাঁর প্রশংসা করুক।* আরও, ইসাইয়া বলেন, *যিনি যেসে বংশের শিকড়, তিনি আবির্ভূত হবেন; তিনিই জাতি-বিজাতির উপরে কর্তৃত্ব করতে উঠে দাঁড়াবেন; তাঁর উপরেই বিজাতীয়রা প্রত্যাশা রাখবে।* প্রত্যাশা-দানকারী ঈশ্বর বিশ্বাস-যাত্রায় সমস্ত আনন্দ ও শান্তি দানে তোমাদের পরিপূর্ণ করুন, যেন পবিত্র আত্মার পরাক্রম গুণে তোমরা প্রত্যাশায় ধনবান হও।

শ্লোক রো ১৫:৫-৭

প্‌ নিষ্ঠতা ও আশ্বাস দানকারী ঈশ্বর তোমাদের এই রব প্রদান করুন, যীশুখ্রীষ্টের আদর্শ অনুসারে তোমরা যেন পরস্পর একমন হতে পার,

উ্‌ যেন একপ্রাণে এককণ্ঠে তোমরা আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতার গৌরবকীর্তন করতে পার।

প্‌ তাই ঈশ্বরের গৌরবের খাতিরে তোমরা পরস্পরকে সাদরে গ্রহণ কর, স্বয়ং খ্রীষ্ট যেইভাবে তোমাদের গ্রহণ করেছেন;

উ্‌ যেন একপ্রাণে এককণ্ঠে তোমরা আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতার গৌরবকীর্তন করতে পার।

দ্বিতীয় পাঠ - রোমীয়দের কাছে আন্তিওখিয়ার ধর্মপাল সাধু ইগ্নাসের পত্র ৫-৬

আমাকে আমার ঈশ্বরের যন্ত্রণাভোগ অনুকরণ করতে দাও

সিরিয়া থেকে রোম পর্যন্ত আমি হিংস্র পশুদের সঙ্গে সংগ্রাম করে আসছি, স্থলভূমিতে ও সমুদ্রে, দিবারাত্র, দশটা চিতাবাঘের সঙ্গে শেকলাবদ্ধ হয়ে—অর্থাৎ সেই সৈন্যদল যারা আমার মঙ্গলভাব সত্ত্বেও অধিক দুর্ব্যবহার করে। তাদের অপকর্মের ফলে আমি অধিক শিষ্য হয়ে উঠি, *কিন্তু এতে যে আমি নির্দোষ বলে প্রতিপন্ন হয়ে দাঁড়াই, তা নয়।* আমার জন্য প্রস্তুত করা যে পশু, আমি তাদের আকাঙ্ক্ষা করছি; প্রার্থনা করি, তারাও আমার জন্য প্রস্তুত হবে। এমনকি আমি তাদের উত্তেজিত করব তারা যেন সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে গ্রাস করে; কয়েকজনের বেলায় যেমন ঘটেছে, তেমন কিছু যেন না ঘটে যে, নরম হওয়ায় তারা তাদের স্পর্শ করল না; তারা নিজে থেকে ইচ্ছা না করলেও আমি জোর প্রয়োগেই তাদের বাধ্য করব।

আমাকে ক্ষমা কর: আমার পক্ষে যা উপকার তা আমি জানি; আমি এখনই শিষ্য হতে শুরু করছি। দৃশ্য কি অদৃশ্য কোন কিছু যেন যীশুখ্রীষ্টের কাছে পৌঁছনোর পথে বাধা না দেয়। আগুন, ক্রুশ, হিংস্র পশুর আক্রমণ, দেহ-ছিঁড়াছিঁড়ি, দেহ-বিদারণ, হাড়ভাঙ্গন, অঙ্গচূর্ণন, সর্বাঙ্গীণ গুঁড়াকরণ, শয়তানের হিংস্রতম পীড়াপীড়ি: সবই আসুক আমার উপর! আমি কিন্তু যেন যীশুখ্রীষ্টের কাছে পৌঁছতে পারি।

পৃথিবীর প্রান্তসীমা বা এজগতের রাজ্য সকল আমার কোন উপকারের নয়! পৃথিবীর সকল প্রান্তের রাজা হওয়ার চেয়ে আমার পক্ষে খ্রীষ্টযীশুতে মৃত্যু বরণ করাই শ্রেয়। আমি তাঁরই অন্বেষণ করছি যিনি আমাদের খাতিরে মৃত্যু বরণ করলেন। আমি তাঁরই আকাঙ্ক্ষা করছি যিনি আমাদের জন্য পুনরুত্থান করলেন। আমার প্রসবযন্ত্রণা এবার উপস্থিত।

ভ্রাতৃগণ, আমাকে ক্ষমা কর! আমার জীবনে বাধা দিয়ো না, আমার মৃত্যু ইচ্ছা করো না। যে ঈশ্বরের হতে আকাঙ্ক্ষা করে, তোমরা তাকে সংসারের হাতে সঁপে দিয়ো না, বাহ্যিক বিষয়বস্তু দিয়ে তাকে প্রবঞ্চনা করো না। আমাকে সেই বিশুদ্ধ আলো পেতে দাও, সেখানে পৌঁছেই তো আমি মানুষ হয়ে উঠব। আমাকে আমার ঈশ্বরের যন্ত্রণাভোগ অনুকরণ করতে দাও। যার অন্তরে তিনি আছেন, সে বুঝুক আমি কী ইচ্ছা করছি; আমার মনোবেদনা জেনে সে আমার সহবেদনশীল হোক।

শ্লোক ফিলি ৩:৭,১০,৮

℣ আমার কাছে যা কিছু ছিল লাভের বিষয়, খ্রীষ্টের খাতিরে আমি তা লোকসান বলে গণ্য করলাম,
℟ যেন তাঁকে, তাঁর পুনরুত্থানের পরাক্রম ও তাঁর যন্ত্রণাভোগের সহভাগিতা জানতে পারি।
℣ আমার প্রভু খ্রীষ্টযীশুকে জানা আমার কাছে এমনই উৎকৃষ্ট বিষয় যে, আমি অন্য সবকিছু লোকসান বলে গণ্য করছি,
℟ যেন তাঁকে, তাঁর পুনরুত্থানের পরাক্রম ও তাঁর যন্ত্রণাভোগের সহভাগিতা জানতে পারি।

শুক্রবার

প্রথম পাঠ - রো ১৫:১৪-৩২

পলের সেবাকর্ম

হে আমার ভাইয়েরা, এবিষয়ে আমি নিজেও সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, তোমরা নিজেরা মঙ্গলময়তায় পূর্ণ, সমস্ত সদ্‌জ্ঞানে পরিপূর্ণ, ও পরস্পরকে চেতনাদানেও সক্ষম। তথাপি আমি কয়েকটা বিষয়ে যথেষ্ট সাহসের সঙ্গেই লিখেছি, কেমন যেন তোমাদের কাছে কিছু স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য। কারণটা হল সেই অনুগ্রহ যা ঈশ্বরের কাছ থেকে আমাকে দেওয়া হয়েছে, আমি যেন বিজাতীয়দের কাছে খ্রীষ্টযীশুর সেবাকর্মী হয়ে ঈশ্বরের সুসমাচারের পবিত্র ভূমিকা অনুশীলন করি, যেন বিজাতীয়দের নৈবেদ্য পবিত্র আত্মায় পবিত্রিত হয়ে গ্রাহ্য হয়ে ওঠে। বস্তুত এটিই ঈশ্বরের সামনে খ্রীষ্টযীশুতে আমার গর্ব; কেননা বাধ্যতার কাছে বিজাতীয়দের আনবার জন্য খ্রীষ্ট আমার দ্বারা যা সাধন করেছেন, আমি কেবল সেই বিষয়েই কিছু কথা বলার সাহস করতে পারি: তিনি তো কাজে ও কথা-কর্মে, নানা চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণের পরাক্রমে এবং আত্মার পরাক্রমে এমন কিছু সাধন করলেন যে, যেরুসালেম থেকে ইল্লিরিকম পর্যন্ত চতুর্দিকেই আমি খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার-কর্ম সম্পন্ন করতে পেরেছি। এমনকি, এক্ষেত্রে আমার বিশেষ নিয়ম ছিল এ: খ্রীষ্ট-নাম যেখানে কখনও পৌঁছেনি, এমন জায়গায়ই আমি যেন সুসমাচার প্রচার করি, পরের স্থাপিত ভিত্তির উপরে যেন না গাঁথি; বরং যেমনটি লেখা আছে: *তাঁর সংবাদ যাদের দেওয়া হয়নি, তারা তাঁকে দেখতে পাবে; এবং যারা তাঁর বিষয়ে কিছু শোনেনি, তারা বুঝতে পারবে।*

ঠিক এই কারণে আমি তোমাদের কাছে যেতে অনেকবার বাধা পেয়েছি। কিন্তু এখন এই সমস্ত অঞ্চলে আমি আর কর্মক্ষেত্র না পাওয়ায় ও বহু বছর ধরে তোমাদের কাছে যেতে গভীর আকাঙ্ক্ষা পোষণ করায়, আমি আশা করি, স্পেনে যাওয়ার পথে তোমাদের ওইখানে গিয়ে তোমাদের দেখতে পাব; এবং তোমাদের সঙ্গ যথেষ্টই ভোগ করার পর, সেই অঞ্চলে যাওয়ার পথে তোমাদের সহায়তা লাভে ধন্য হব। কিন্তু আপাতত যেরুসালেমের পবিত্রজনদের সেবার উদ্দেশ্যে আমি সেখানেই যাচ্ছি; কারণ মাসিডন ও আখাইয়ার মানুষেরা সহভাগিতা স্বরূপ যেরুসালেমের অভাবী পবিত্রজনদের জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করতে চেয়েছে। তারা এমনটি চেয়েছে, কারণ তাদের কাছে তারা ঋণী, কেননা যখন বিজাতীয়রা আত্মিক সম্পদে তাদের সহভাগী হয়েছে, তখন এরাও তাদের পার্থিব অভাবে তাদের কাছে এক পবিত্র-সেবা-ঋণী। সুতরাং একাজ সম্পন্ন করার পর এবং আনুষ্ঠানিকভাবে এই ফসল তাদের হাতে দেওয়ার পর আমি তোমাদের ওখান হয়ে স্পেনে রওনা হব। আমি জানি, যখন তোমাদের কাছে এসে পৌঁছব, তখন খ্রীষ্টের আশীর্বাদের পূর্ণতায় আসব।

ভাই, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের দোহাই এবং আত্মার ভালবাসার দোহাই আমি তোমাদের অনুরোধ করি: ঈশ্বরের কাছে আমার জন্য প্রার্থনা করে তোমরা আমার সংগ্রামে আমার পাশে দাঁড়াও, যেন আমি যুদেয়ার অবিশ্বাসীদের হাত থেকে রক্ষা পাই, এবং যেরুসালেমের জন্য আমার যে সেবা-দায়িত্ব, তা যেন পবিত্রজনদের গ্রহণীয় হয়। তবেই, ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে, আমি তোমাদের কাছে মনের আনন্দেই যেতে পারব ও তোমাদের সঙ্গে থেকে প্রাণ জুড়িয়ে নিতে পারব। শান্তিবিধাতা ঈশ্বর তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুন। আমেন।

শ্লোক রো ১৫:১৫,১৬; ১:৯

℣ ঈশ্বর দ্বারা আমাকে এ অনুগ্রহ দান করা হয়েছে, আমি যেন বিজাতীয়দের কাছে খ্রীষ্টযীশুর সেবাকর্মী হয়ে ঈশ্বরের সুসমাচারের পবিত্র ভূমিকা অনুশীলন করি,
℟ যেন বিজাতীয়দের নৈবেদ্য পবিত্র আত্মায় পবিত্রিত হয়ে গ্রাহ্য হয়ে ওঠে।
℣ তাঁর পুত্রের সুসমাচার প্রচার করে আমি নিজের আত্মায় ঈশ্বরের আরাধনা করে থাকি,
℟ যেন বিজাতীয়দের নৈবেদ্য পবিত্র আত্মায় পবিত্রিত হয়ে গ্রাহ্য হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় পাঠ - রোমীয়দের কাছে আন্তিওখিয়ার ধর্মপাল সাধু ইগ্নাসের পত্র ৭-৮

মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষায়ই আমি জীবনযাপন করি

এজগতের অধিপতি আমাকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করতে চায়, ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট আমার মন বিকৃত করতে চায়। তোমাদের কেউই যেন তাকে সাহায্য না করে; তোমরা বরং আমার পক্ষে, অর্থাৎ ঈশ্বরেরই পক্ষে দাঁড়াও। ওষ্ঠে যীশুখ্রীষ্ট ও অন্তরে জগৎ, তেমন কিছু সহ্য করো না। তোমাদের মধ্যে হিংসা যেন স্থান না পায়। আমি এসে তোমাদের মিনতি করলেও তোমরা আমার কথায় মন দিয়ো না; এখন যা লিখছি, তোমরা বরং তাই মেনে নাও; কারণ জীবিত হয়েও আমি মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষী হয়েই তোমাদের লিখছি। আমার লালসা ক্রুশে দেওয়া হয়েছে; পার্থিব প্রেমের আগুন আমার মধ্যে নেই, আছে বরং এমন জীবন্ত জল যা আমার মধ্যে কথা বলছে ও অন্তর থেকে আমাকে বলছে, 'পিতার কাছে এসো।' ক্ষয়শীল খাদ্যে বা এজীবনের লালসায় আমি আর স্বাদ পাচ্ছি না। আমি বরং চাই সেই ঈশ্বরের রুটি যা দাউদ-বংশীয় যীশুখ্রীষ্টের মাংস; পানীয়রূপে চাই তাঁর সেই রক্ত, যা অক্ষয় ভালবাসা।

মানব জীবন অনুসারে জীবনযাপন করা আমার আর ইচ্ছে নেই; তোমরা ইচ্ছা করলে আমার তাই ঘটবে; তোমরা তাই ইচ্ছা কর, তবে তোমরাও হয়ে উঠবে তাঁর ইচ্ছার পাত্র। স্বল্প কথায় তোমাদের কাছে যাচ্না করছি, আমাকে বিশ্বাস কর। স্বয়ং যীশুখ্রীষ্টই তোমাদের কাছে স্পষ্ট দেখাবেন যে আমি সত্যকথা বলছি: তিনি সেই ছলনাহীন মুখ, যা দিয়ে পিতা সত্যিকারে কথা বললেন। আমার জন্য প্রার্থনা কর, আমি যেন তাঁর কাছে পৌঁছতে পারি। আমি মাংস অনুসারে নয়, ঈশ্বরের মন অনুসারেই তোমাদের কাছে লিখেছি। আমি মৃত্যুবরণ করলে তা হবে তোমাদের শুভেচ্ছার চিহ্ন; আমি পরিত্যক্ত হলে তা হবে তোমাদের ঘৃণার চিহ্ন।

শ্লোক কল ১:২৪,২৯
℟ আমি যে দুঃখকষ্ট ভোগ করছি, তাতে আমি আনন্দিত,
℣ এবং যে দুঃখযন্ত্রণার অংশ খ্রীষ্টের এখনও অপূর্ণাঙ্গ রয়েছে, তা আমার নিজের মাংসে পূরণ করছি তাঁর দেহের জন্য, যে দেহ স্বয়ং মণ্ডলী।
℟ আমি পরিশ্রম করি, এবং তাঁর যে কর্মশক্তি আমার অন্তরে সপরাক্রমে সক্রিয়, সেই শক্তি দ্বারা আমার সংগ্রাম করে চলি;
℣ এবং যে দুঃখযন্ত্রণার অংশ খ্রীষ্টের এখনও অপূর্ণাঙ্গ রয়েছে, তা আমার নিজের মাংসে পূরণ করছি তাঁর দেহের জন্য, যে দেহ স্বয়ং মণ্ডলী।

শনিবার

প্রথম পাঠ - রো ১৬:১-২৭

প্রীতি-শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ-স্তুতি

ভ্রাতৃগণ, আমাদের বোন ফৈবে, যিনি কেংক্রেয়া মণ্ডলীর একজন ধর্মসেবিকা, তাঁর জন্য আমি তোমাদের কাছে সুপারিশ রাখছি: তোমরা তাঁকে প্রভুতে—পবিত্রজনদের যথোচিত আচরণে—সাদরে গ্রহণ কর, এবং তোমাদের কাছ থেকে তাঁর যা কিছু প্রয়োজন থাকতে পারে, তাঁকে সাহায্য কর; তিনিও অনেককে সাহায্য করেছেন, তাদের মধ্যে আমিও একজন।

খ্রীষ্টযীশুতে আমার সহকর্মী প্রিস্কা ও আকুইলাকে আমার প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও; আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্য তাঁরা নিজেদের মাথা বিপন্ন করেছিলেন; শুধু আমি নই, বিজাতীয়দের সকল মণ্ডলীও তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ; তাঁদের বাড়িতে যারা সমবেত হয়, সেই জনমণ্ডলীকেও আমার প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। আমার প্রিয় এপাইনেতস্কেও প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও: খ্রীষ্টের উদ্দেশে তিনিই এশিয়ার প্রথমফল। যিনি তোমাদের জন্য বহু পরিশ্রম করেছেন, সেই মারীয়াকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। আমার জ্ঞাতিভাই ও কারাসঙ্গী আন্দ্রনিকস্ ও জুনিয়াসকে আমার প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও; তাঁরা প্রেরিতদূতদের মধ্যে সুপরিচিত, ও আমার আগে খ্রীষ্টে আশ্রয় নিয়েছিলেন। যিনি প্রভুতে আমার প্রিয়জন, সেই আম্প্লিয়াতুসকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। খ্রীষ্টে আমার সহকর্মী উর্বানুস ও আমার প্রিয় স্তাখিস্কেও প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। খ্রীষ্টের যোগ্য সেবক আপেল্লেসকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। আরিস্তবুলসের বাড়ির সকলকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। আমার জ্ঞাতিভাই হেরোদিওনকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। নার্চিসুসের বাড়ির যে সকল মানুষ প্রভুতে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। প্রভুর জন্য যাঁরা পরিশ্রম করে থাকেন, সেই ত্রিফাইনা ও ত্রিফোসাকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। আমার প্রিয়তমা পের্সিসকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও; তিনিও প্রভুর জন্য বহু পরিশ্রম করেছেন। প্রভুর বিশিষ্ট সেবক রূফুসকে ও তাঁর মাকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও—তিনি তো আমারও মা। আসিংক্রিতস, ফ্লেগোন, হের্মেস, পাত্রবাস, হের্মাস এবং এঁদের সঙ্গী সমস্ত ভাইদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। ফিলোলগস ও জুলিয়াকে, নেরেউস ও তাঁর বোনকে এবং অলিম্পাসকে, এবং এঁদের সঙ্গী সমস্ত পবিত্রজনকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। তোমরা পবিত্র চুম্বনে একে অপরকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। খ্রীষ্টের সকল জনমণ্ডলী তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

ভাই, তোমাদের অনুরোধ করি: যে শিক্ষা পেয়েছ, তার বিরুদ্ধে যারা বিভেদ ও বাধা-বিঘ্ন ঘটায়, তাদের চিনে রেখে তাদের কাছ থেকে দূরে থাক। কেননা এই ধরনের মানুষেরা আমাদের প্রভু খ্রীষ্টের প্রকৃত দাসের পরিচয় দেয় না, তারা নিজেদেরই পেটের দাস, এবং মিষ্টি কথা ব'লে ও তোষামোদ ক'রে সরল মানুষদের মন ভোলায়। তোমাদের বাধ্যতার কথা সকলের কাছে ছড়িয়ে পড়েছে; তাই আমি তোমাদের জন্য আনন্দ করতে করতে এও চাচ্ছি: তোমরা মঙ্গলের উদ্দেশে প্রজ্ঞাবান হও, মন্দ সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন থাক। শান্তিবিধাতা ঈশ্বর শীঘ্রই শয়তানকে তোমাদের পায়ের নিচে চূর্ণবিচূর্ণ করবেন। আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সঙ্গে থাকুক।

আমার সহকর্মী তিমথি ও আমার জ্ঞাতিভাই লুচিউস, যাসোন ও সোসিপাত্রস তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। এই পত্রটির লিপিকার যে আমি—তের্সিউস্—আমিও আপনাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমার এবং সমস্ত মণ্ডলীর প্রতি যিনি নিজের বাড়িতে আজ আমাদের আতিথেয়তা দান করছেন, সেই গাইউস তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। এই শহরের কোষাধ্যক্ষ এরাস্তস্ আর আমাদের ভাই কুয়ার্তুস্ তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।

যিনি তোমাদের সুস্থির করতে সক্ষম
আমার প্রচারিত সুসমাচার অনুসারে
ও যীশুখ্রীষ্টের বাণী-ঘোষণা অনুসারে,
সেই রহস্যেরই প্রকাশ অনুসারে,
যা অনাদিকাল থেকে অকথিত ছিল,
কিন্তু এখন প্রকাশিত হয়েছে,
ও নবীদের পুস্তকগুলোর মাধ্যমে
সনাতন ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে
সকল জাতির কাছে ঘোষিত হয়েছে
তারা যেন বিশ্বাসে বাধ্যতা স্বীকার করে,
যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা
সেই অনন্য প্রজ্ঞাবান ঈশ্বরের গৌরব হোক
যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক রো ১৬:১৯; মথি ১০:১৬
℟ তোমাদের বাধ্যতার কথা সকলের কাছে ছড়িয়ে পড়েছে; তাই আমি তোমাদের জন্য আনন্দ করতে করতে
℣ এও চাচ্ছি: তোমরা মঙ্গলের উদ্দেশে প্রজ্ঞাবান হও, মন্দ সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন থাক।
℟ তোমরা সাপের মত সতর্ক ও কপোতের মত সরল হও।
℣ এও চাচ্ছি: তোমরা মঙ্গলের উদ্দেশে প্রজ্ঞাবান হও, মন্দ সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন থাক।

দ্বিতীয় পাঠ - রোমীয়দের কাছে আন্তিওখিয়ার ধর্মপাল সাধু ইগ্নাসের পত্র ৯-১০

মণ্ডলীগুলোর ভালবাসার সঙ্গে
আমার প্রাণ তোমাদের কাছে প্রীতি-সম্ভাষণ জানাচ্ছে

তোমাদের প্রার্থনায় সিরিয়ার মণ্ডলীর কথা স্মরণে রাখ, আমার স্থানে ঈশ্বরই যার পালক। কেবল যীশুখ্রীষ্ট ও তোমাদের ভালবাসাই সেই মণ্ডলীর ধর্মাধ্যক্ষ হবেন। আমার বেলায় আমি তো তাদের একজন বলে অভিহিত হতে লজ্জা বোধ করি, কারণ আমি অযোগ্য, তাদের মধ্যে সবচেয়ে নগণ্য ভক্তজন, আমি তো ভ্রূণ! অথচ যদি ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে পারি, তবেই আমি কিছু হবার জন্য দয়া পাব।

আমার প্রাণ তোমাদের কাছে প্রীতি-সম্ভাষণ জানাচ্ছে সেই মণ্ডলীগুলির সঙ্গে, যারা আমাকে পথযাত্রী বলে নয়, বরং যীশুখ্রীষ্টের নামেই গ্রহণ করেছে, কারণ আমার যাত্রাপথের বাইরে অবস্থিত মণ্ডলীগুলিও শহরে শহরে আমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে এগিয়ে এল।

আমি স্মির্না থেকে অধিক ধন্য এফেসীয়দের মাধ্যমে তোমাদের কাছে এ পত্র লিখছি। অন্য অনেকের মধ্যে আমার সঙ্গে আমার প্রিয়তম ক্রোকসও আছেন। আমার আগে যারা ঈশ্বরের গৌরবলাভের উদ্দেশ্যে স্মির্না থেকে রোমে পৌঁছে গেছে, আমি মনে করি তোমরা তাদের চেন; তাদের বল, আমি কাছে এসে গেছি; আসলে তারা সকলে ঈশ্বরের ও তোমাদের যোগ্য পাত্র, সব দিক দিয়ে তাদের সান্ত্বনা দেওয়া তোমাদের বাঞ্ছনীয়। আজ ২৪শে আগষ্ট আমি তোমাদের কাছে এ পত্র লিখলাম। যীশুখ্রীষ্টের সহিষ্ণুতায় শেষ পর্যন্ত বলবান থাক।

শ্লোক ১ করি ১০:৩৩; ৯:২৩
℟ আমি সবকিছুতে সকলের প্রীতিকর হতে চেষ্টা করি;
℣ নিজের নয়, অনেকেরই মঙ্গলের জন্য সচেষ্ট থাকি তারা যেন পরিত্রাণ পায়।
℟ সুসমাচারের জন্য আমি সবই করি, যেন তাদের সঙ্গে তার সহভাগী হতে পারি।
℣ নিজের নয়, অনেকেরই মঙ্গলের জন্য সচেষ্ট থাকি তারা যেন পরিত্রাণ পায়।

৫ম সপ্তাহ

রবিবার

প্রথম পাঠ - ১ করি ১:১-১৭

সূচনা
করিন্থীয়দের মধ্যে বিবাদ

আমি পল, ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছায় খ্রীষ্টযীশুর প্রেরিতদূত হতে আহূত, এবং ভাই সোস্থেনেস, করিন্থে ঈশ্বরের জনমণ্ডলীর সমীপে; তাদেরও সমীপে, যারা খ্রীষ্টযীশুতে পবিত্রীকৃত হয়ে তাদের সকলেরই সঙ্গে পবিত্রজন হতে আহূত হয়েছে যারা

সর্বত্র আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্টের নাম করে যিনি তাদের ও আমাদের প্রভু: আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশুখ্রীষ্ট থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক।

ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ খ্রীষ্টযীশুতে তোমাদের দেওয়া হয়েছে, তার জন্য আমি তোমাদের বিষয়ে নিয়তই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কারণ তাঁরই মধ্যে তোমরা সব দিক দিয়ে—বচনে জ্ঞানে সব দিক দিয়েই ধনবান হয়ে উঠেছ; তাই খ্রীষ্টের সাক্ষ্য তোমাদের মধ্যে এমন দৃঢ়তার সঙ্গে স্থান পেয়েছে যে, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের আত্মপ্রকাশের প্রতীক্ষা করতে করতে তোমাদের কোন অনুগ্রহদানের অভাব পড়ে না; তিনিই তোমাদের শেষ পর্যন্ত সুস্থির করে রাখবেন, যেন তোমরা আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের দিনে অনিন্দ্য হতে পার। যিনি তাঁর আপন পুত্র যীশুখ্রীষ্ট আমাদের সেই প্রভুর সঙ্গে জীবন-সহভাগিতার উদ্দেশে তোমাদের আহ্বান করেছেন, সেই ঈশ্বর তো বিশ্বস্ত।

ভাই, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের নামের দোহাই আমি তোমাদের অনুরোধ করছি: তোমরা সকলে একই কথা বল, তোমাদের মধ্যে যেন কোন বিভেদ না থাকে, বরং এক মনোভাবে ও এক বিচারে সম্পূর্ণরূপে এক হও। কেননা, হে আমার ভাইয়েরা, আমি খ্লয়ের লোকজনদের কাছ থেকে তোমাদের বিষয়ে একথা জানতে পেরেছি যে, তোমাদের মধ্যে নাকি যথেষ্ট বিবাদ দেখা দিচ্ছে। আমি যে ব্যাপার ইঙ্গিত করে কথা বলছি, তা হল এ: তোমরা নাকি এক একজন বলে থাক, আমি পলের, আমি কিন্তু আপল্লোসের, আমি আবার কেফাসের, আর আমি খ্রীষ্টের। খ্রীষ্টকে বিভক্ত করা হয়েছে নাকি? পল কি তোমাদের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে? পলের নামের উদ্দেশেই কি তোমরা দীক্ষাস্নাত হয়েছ? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! ক্রিস্পস ও গাইউসকে ছাড়া আমি তোমাদের কাউকেই দীক্ষাস্নাত করিনি, যেন কেউ না বলতে পারে, তোমরা আমার নামের উদ্দেশেই দীক্ষাস্নাত হয়েছ। অবশ্যই, স্তেফানাসের বাড়ির লোকদেরও আমি দীক্ষাস্নাত করেছি, তবু জানি না, এদের কথা বাদে অন্য কাউকেও দীক্ষাস্নাত করেছি কিনা। কারণ খ্রীষ্ট দীক্ষাস্নান সম্পাদন করতে নয়, সুসমাচার প্রচার করতেই আমাকে প্রেরণ করেছেন; তাও এমন প্রজ্ঞার ভাষায় নয়, যা খ্রীষ্টের ক্রুশ ব্যর্থ করতে পারে।

শ্লোক ১ করি ১:৭,৮,৯ দ্রঃ
প্র আমরা আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের সেই আত্মপ্রকাশের দিনের প্রতীক্ষায় আছি।
উ তিনিই আমাদের শেষ পর্যন্ত সুস্থির করে রাখবেন।
প্র যিনি তাঁর আপন পুত্র যীশুখ্রীষ্ট আমাদের সেই প্রভুর সঙ্গে জীবন-সহভাগিতার উদ্দেশে আমাদের আহ্বান করেছেন, সেই ঈশ্বর তো বিশ্বস্ত।
উ তিনিই আমাদের শেষ পর্যন্ত সুস্থির করে রাখবেন।

দ্বিতীয় পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে পত্রে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি উপদেশ ৪৩

মানুষ, চিন্তা কর, তুমি কতগুলো ও কেমন উপকার পেয়েছ

তোমাদের আয় থেকে যা কিছু কেটে নিতে পেরেছ, সপ্তাহের প্রথম দিনে তা জমাতে থাক; আমি যখন আসব, তখনই যেন চাঁদা তোলা না হয়। যখন পল সপ্তাহের প্রথম দিনের কথা বলেন, তখন তিনি রবিবার দিন ইঙ্গিত করেন। তবে কেন তিনি তেমন দিন অর্থদানের জন্য নির্ধারণ করেন? কেনই বা সোমবার কি মঙ্গলবার কি শনিবারই নির্ধারণ করেন না? অবশ্য, তিনি এমনি বা অকারণেই তা বলেননি, তিনি বরং সবচেয়ে উপযুক্ত সময় বেছে নিতে চাইলেন যেন আমাদের অন্তরে দানশীলতার ইচ্ছা অধিক জ্বালাতে পারেন। এক একটা জিনিসের জন্য উপযুক্ত সময় বেছে নেওয়া কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। তাহলে তুমি আমাকে বলবে, অভাবগ্রস্তদের কাছে দান করার জন্য কেন তিনি এ বিশেষ দিন বেছে নিলেন? কারণ এদিনে আমরা কাজ থেকে বিরত থাকি, ও বিশ্রাম প্রাণকে বেশি আরাম দেয়; তবু প্রকৃত কারণ এ যে, এ দিনেই আমরা মহত্তর উপকার লাভে ধন্য হয়েছি। এদিনে মৃত্যু পরাজিত হল, অভিশাপ বাতিল করা হল, পাপ মুছে দেওয়া হল, পাতালের দরজা ছিন্ন করা হল, শয়তান পরাভূত হল; দীর্ঘকালীন শত্রুতার পর এদিনে মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হল, মানবজাতি আদি মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল, এমনকি উচ্চতরই মর্যাদায় উন্নীত হল। এদিনে সূর্য সেই চমৎকার দৃশ্য পেল তথা মানুষ অমর হয়ে উঠল। আমরা যেন তেমন বহু উপকারের স্মৃতি রক্ষা করতে পারি, এজন্যই পল এ দিনকে সাক্ষীরূপেই যেন দাঁড় করালেন দিনটা যেন প্রত্যেককে বলতে পারে: মানুষ, চিন্তা কর, আজ তুমি কতগুলো ও কেমন উপকার পেয়েছ, কতগুলো ও কেমন অমঙ্গল থেকে মুক্তিলাভ করেছ; চিন্তা কর, তুমি কী ছিলে, আর এখন কী হয়ে উঠেছ।

আমরা যখন আমাদের জন্মদিনে উৎসব করার প্রথা পালন করে থাকি, বহু ক্রীতদাস যখন পাওয়া স্বাধীনতার দিন আড়ম্বরের সঙ্গে স্মরণ করে থাকে—কেউ কেউ মহা অন্নভোজে, কেউ কেউ মহা অর্থদানেই তা পালন করে থাকে—তখন এদিন যা অত্যুক্তি ভয় না করে গোটা মানবজাতির জন্মদিন বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য, আমাদের পক্ষে এদিন পবিত্রিত করা অধিক বাঞ্ছনীয়!

আমরা তো হারানোই ছিলাম, মুক্তি পেয়েছি; তবে এদিন আধ্যাত্মিক সম্মানে ভূষিত করা সত্যিই ন্যায়সঙ্গত—অন্নভোজ দিয়ে নয়, আঙুররস ও মাতলামিতেও নয়, বরং দীনতম ভাইদের আমাদের পার্থিব সম্পদের অংশী করায়ই দিনটিকে উপযুক্ত সম্মানে ভূষিত করব। আমি একথা বলছি ঠিকই, কিন্তু দেখ, এ ব্যাপারে তোমাদের মনের সম্মতি যথেষ্ট নয়, তোমাদের কার্যকারিতা চাই। মনে করবে না, একথা শুধু সেই করিন্থীয়দের উদ্দেশ করে বলা হয়েছিল; না, একথা আমাদের এক একজনের জন্য ও ভাবীকালের সকল মানুষের জন্যই খাটে। এসো, পল যা করতে আদেশ করলেন, আমরা সত্যিই তা পালন করি: আমাদের এক একজন যা যা বাঁচাতে পেরেছে, সে প্রতি রবিবারে তার নিজের ঘরে তা গচ্ছিত রাখুক—এ হয়ে উঠুক একটা নিয়ম ও অপরিবর্তনশীল প্রথা, যেন আর কোন আহ্বান বা উপদেশের প্রয়োজন না হয়। বাণী বা উপদেশ বড় কথা নয়, এমন প্রথা যা স্থিতমূল, তাই তো আসল কথা।

শ্লোক হো ১০:১২; হিব্রু ১২:১২-১৩
℟ নিজেদের জন্য তোমরা ধর্মময়তার উদ্দেশে বীজ বোন, কৃপা অনুযায়ী ফসল সংগ্রহ কর;
℣ প্রভুর অন্বেষণ করার সময় এসে গেছে, যতদিন তিনি না এসে তোমাদের উপরে ধর্মময়তা বর্ষণ করেন।
℟ তোমরা শ্রান্ত যত হাত ও অবশ যত হাঁটু সবল কর, এবং তোমাদের পায় চলার পথ সরল কর।
℣ প্রভুর অন্বেষণ করার সময় এসে গেছে, যতদিন তিনি না এসে তোমাদের উপরে ধর্মময়তা বর্ষণ করেন।

সোমবার

প্রথম পাঠ - ১ করি ১:১৮-৩১

সত্যকার ও মিথ্যা প্রজ্ঞা

ভ্রাতৃগণ, যারা বিনাশের দিকে চলছে, তাদের কাছে ক্রুশের বাণী মূর্খতার নামান্তর; কিন্তু যারা পরিত্রাণ পাচ্ছি, সেই আমাদের কাছে তা ঈশ্বরের পরাক্রম। কারণ লেখা আছে: *আমি ধ্বংস করে দেব প্রজ্ঞাবানের প্রজ্ঞা, ব্যর্থ করে দেব বুদ্ধিমানের বুদ্ধি।* প্রজ্ঞাবান কোথায়? শাস্ত্রবিদ কোথায়? এই যুগের তর্কবাগীশ কোথায়? ঈশ্বর কি জগতের প্রজ্ঞাকে মূর্খ বলে দেখাননি? কেননা ঈশ্বরের প্রজ্ঞাময় সঙ্কল্প অনুসারে যখন জগৎ নিজের প্রজ্ঞা দ্বারা ঈশ্বরকে জানতে পারেনি, তখন ঈশ্বর এতে প্রসন্ন হলেন যে, প্রচারের মূর্খতা দ্বারাই তিনি বিশ্বাসীদের পরিত্রাণ সাধন করবেন। তাই ইহুদীরা নানা চিহ্ন দেখবার দাবি করতে করতে ও গ্রীকেরা প্রজ্ঞার সন্ধান করতে করতে আমরা এমন ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টকে প্রচার করি, যিনি ইহুদীদের পক্ষে স্খলনের কারণ ও বিজাতীয়দের কাছে মূর্খতার নামান্তর; কিন্তু আহূত যারা—তারা ইহুদী হোক বা গ্রীক হোক—তাদের কাছে আমরা এমন খ্রীষ্টকে প্রচার করি, যিনি ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা। কারণ যা ঈশ্বরের মূর্খতা, তা মানুষের চেয়ে প্রজ্ঞাময় এবং যা ঈশ্বরের দুর্বলতা, তা মানুষের চেয়ে শক্তিশালী।

ভাই, একটু বিচার-বিবেচনা কর, তোমরা নিজেরা কেমন ভাবে আহূত হয়েছ: আসলে—জাগতিক বিচার অনুসারে—তোমাদের মধ্যে প্রজ্ঞাবান বলতে বেশি কেউ নেই, ক্ষমতাশালী বলতে বেশি কেউ নেই, সম্ভ্রান্ত বংশীয় বলতে বেশি কেউ নেই; কিন্তু জগতের যা মূর্খ, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন প্রজ্ঞাবানদের লজ্জা দেবার জন্য; এবং জগতের যা দুর্বল, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন, যা শক্তিশালী, তা লজ্জা দেবার জন্য; এবং জগতের যা হীন, অবজ্ঞাত, যার কোন অস্তিত্ব নেই, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন, যার অস্তিত্ব আছে, তা নস্যাৎ করে দেবার জন্য, যেন কোন মর্তমানুষ ঈশ্বরের সামনে গর্ববোধ করতে না পারে। তাঁরই জন্যে তোমাদের সেই খ্রীষ্টযীশুতে একটা অস্তিত্ব আছে, যিনি আমাদের জন্য হয়ে উঠেছেন ঈশ্বর থেকে আগত প্রজ্ঞা—অর্থাৎ ধর্মময়তা, পবিত্রতা ও মুক্তি; যেমনটি লেখা আছে: *যে কেউ গর্ব করতে চায়, সে প্রভুতেই গর্ব করুক।*

শ্লোক ১ করি ২:২,৫; ১:৩০
℟ আমি মনে স্থির করেছিলাম, তোমাদের মধ্যে আমি যীশুখ্রীষ্টকে ছাড়া, ক্রুশবিদ্ধই যীশুখ্রীষ্টকে ছাড়া আর অন্য কিছু চিনব না,
℣ যেন তোমাদের বিশ্বাস মানবীয় প্রজ্ঞার উপরে নয়, ঈশ্বরের পরাক্রমের উপরেই নির্ভর করে।
℟ তোমাদের সেই খ্রীষ্টযীশুতে একটা অস্তিত্ব আছে, যিনি আমাদের জন্য হয়ে উঠেছেন ঈশ্বর থেকে আগত প্রজ্ঞা—অর্থাৎ ধর্মময়তা, পবিত্রতা ও মুক্তি,
℣ যেন তোমাদের বিশ্বাস মানবীয় প্রজ্ঞার উপরে নয়, ঈশ্বরের পরাক্রমের উপরেই নির্ভর করে।

দ্বিতীয় পাঠ - ক্যান্টারবেরির ধর্মপাল বাল্ডুইন-লিখিত 'সুসমাচারের সুখ-বাণী' ৯ম পর্ব

প্রভুর ক্রুশে নিহিত প্রজ্ঞা

এ জগতের প্রজ্ঞা ঈশ্বরের কাছে মূর্খ, কিন্তু ঈশ্বরের প্রজ্ঞাও জগতের কাছে মূর্খ। জগতের কাছে ক্রুশের কথা মূর্খতার নামান্তর। দরিদ্রতা বা দুঃখের কথাও একপ্রকারে ক্রুশেরই কথা, কারণ দরিদ্রতা ও দুঃখ একপ্রকার ক্রুশ। কিন্তু ঈশ্বরের প্রজ্ঞা তাঁর আপন সন্তানদের কাছে, আলোর সেই সন্তানদের কাছে স্বীকৃতি পায়। তবু নিজেদের ক্ষেত্রে এ জগতের সন্তানেরা আলোর সন্তানদের চেয়ে দূরদর্শী; এজন্য জগতের সন্তানেরা ও আলোর সন্তানেরা একে অপরকে মূর্খ ও উন্মাদ মনে করে, কারণ ওরা লালসা ও অসার মায়া-মোহের দিকে তাকায়, এরা কিন্তু আলোরই মত সেই বাণীপ্রচার ভালবাসে যা দ্বারা ঈশ্বর বিশ্বাসীদের পরিত্রাণ করবেন বলে স্থির করেছেন। জৈব প্রবৃত্তি-মানুষের কাছে তেমন বাণী মূর্খতা, সে তা উপলব্ধি করতে অক্ষম। ঈশ্বর ও জগতের প্রজ্ঞার এই দ্বন্দ্ব অনেকের হৃদয়ে বিশ্বাসের ভিত্তি পর্যন্ত আলোড়িত করে; আর এ দ্বন্দ্ব এতই প্রভাব বিস্তার করে যে, সম্ভব হলে মনোনীতরাও আলোড়িত হত।

শোকার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই সান্ত্বনা পাবে। লালসা ও সত্য কান্না থেকে কান্না নির্ণয় করে। আছে তারা যারা এমন কিছুর জন্য কাঁদে যা কাঁদার যোগ্য নয়; তাদেরই জন্য বরং কাঁদা উচিত, কারণ তারা যেমন অসার কিছুর জন্য কাঁদে তেমনি অসার কিছু বিশ্বাস করে। অন্য কেউ আছে যারা পুণ্য ও উপযুক্ত কারণেই কাঁদে; তাদের কান্না ন্যায়সঙ্গত বিধায় তারা সুখী হবে, যেমনটি প্রভু নিজে শিষ্যদের উদ্দেশ করে বলেছিলেন, *আমি তোমাদের সত্যি সত্যিই বলছি, তোমরা কাঁদবে ও শোক করবে, জগৎ কিন্তু আনন্দ করবে; তোমাদের দুঃখ হবে বটে, তবু তোমাদের দুঃখ আনন্দে পরিণত হবে।* সামসঙ্গীত-রচয়িতাও এবিষয়ে বলেন, *তারা যায়, কাঁদতে কাঁদতে তারা চলে যায়, সঙ্গে নিয়ে যায় বপনের বীজ; তারা আসে, সানন্দে চিৎকার করতে করতেই তারা ফিরে আসে, সঙ্গে নিয়ে আসে ফসলের আটি।* স্বর্গীয় অনুগ্রহের বর্ষার মত এ পুণ্য কান্নায়ই আমাদের বীজ জলসিক্ত, যেন সংগ্রহের উপযুক্ত সময়ে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। এই তো সেই স্বতঃস্ফূর্ত বর্ষা যা

ঈশ্বর আপন উত্তরাধিকারের জন্য গচ্ছিত রেখেছেন। এই যে কান্নাপূর্ণ সংসারে যেখানে আমরা জন্ম নিয়েছি, কাঁদবার কারণ বহু রয়েছে: আমাদের অভ্যন্তরে হোক কি আমাদের বাইরে হোক যা কিছু ঘটে তার মধ্যে প্রায়ই কাঁদবার দোহাই উপস্থিত।

দুর্বল কষ্টকে নিয়ে অসন্তুষ্ট, সিদ্ধপুরুষ কিন্তু কষ্টকে নিয়েও আনন্দিত: এ আনন্দ তাদের শক্তির চিহ্ন; কিন্তু তারাও যখন অসন্তুষ্ট, তখন এ অসন্তোষ তাদের দুর্বলতার চিহ্ন; কেননা আমাদের মনে করতে নেই সিদ্ধপুরুষ সমস্ত দুর্বলতা থেকে মুক্ত; প্রকৃতপক্ষে শক্তি দুর্বলতায়ই সিদ্ধ হয়ে ওঠে।

শ্লোক ১ করি ৩:১৮-১৯; গা ৬:১৪

℣ তোমাদের মধ্যে কেউ যদি নিজেকে এই যুগের আদর্শে প্রজ্ঞাবান বলে মনে করে, সে প্রজ্ঞাবান হবার জন্য মূর্খ হোক;

℟ কারণ এই জগতের যে প্রজ্ঞা, তা ঈশ্বরের কাছে মূর্খতা।

℣ আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশ ছাড়া আমি আর অন্য কিছুতেই যেন গর্ব না করি,

℟ কারণ এই জগতের যে প্রজ্ঞা, তা ঈশ্বরের কাছে মূর্খতা।

মঙ্গলবার

প্রথম পাঠ - ১ করি ২:১-১৬

আত্মা ঈশ্বরের গভীর সমস্ত বিষয় তলিয়ে দেখেন

ভাই, আমি যখন তোমাদের কাছে এসেছিলাম, তখন এসে ভাষা বা প্রজ্ঞার উৎকৃষ্টতা অনুসারেই যে তোমাদের কাছে ঈশ্বরের রহস্য জানিয়েছি, তা নয়; কেননা আমি মনে স্থির করেছিলাম, তোমাদের মধ্যে আমি যীশুখ্রীষ্টকে ছাড়া, ক্রুশবিদ্ধই যীশুখ্রীষ্টকে ছাড়া আর অন্য কিছু চিনব না। আমি দুর্বলতায়, ভয়ে ও কম্পিত অন্তরেই তোমাদের কাছে এসেছিলাম, আর আমার বাণী ও আমার প্রচার প্রজ্ঞার চিত্তগ্রাহী ভাষার উপর নির্ভর করছিল না, বরং আত্মাকে ও তাঁর পরাক্রম প্রকাশ করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য, যেন তোমাদের বিশ্বাস মানবীয় প্রজ্ঞার উপরে নয়, ঈশ্বরের পরাক্রমের উপরেই নির্ভর করে।

আমরা সিদ্ধপুরুষদের মধ্যে প্রজ্ঞার কথা বলছি বটে, তবু সেই প্রজ্ঞা এই যুগের নয়, এই যুগের শাসনকর্তাদেরও নয়: এরা তো নস্যাৎ হয়ে পড়ছে। কিন্তু আমরা এমন ঐশ্বরিক ও রহস্যময় প্রজ্ঞারই কথা বলছি যা গুপ্ত ছিল, যা ঈশ্বর আমাদের গৌরবের জন্য অনাদিকাল থেকেই নিরূপণ করেছিলেন। এ যুগের শাসনকর্তাদের মধ্যে কেউই তার কথা জানত না, কেননা যদি জানত, তবে গৌরবের প্রভুকে ক্রুশে দিত না। কিন্তু যেমন লেখা আছে, *কোন চোখ যা যা দেখেনি, কোন কান যা যা শোনেনি, কোন মানুষের হৃদয়ে যা যা কখনও প্রবেশ করেনি, যারা তাঁকে ভালবাসে, ঈশ্বর তাদেরই জন্য এসব কিছু প্রস্তুত করেছেন।* আমাদের কাছে কিন্তু ঈশ্বর আত্মা দ্বারাই সেই সবকিছু প্রকাশ করেছেন, কারণ আত্মা সবই তলিয়ে দেখেন, ঈশ্বরের গভীর সমস্ত বিষয়ও তলিয়ে দেখেন। বস্তুত, মানুষের অন্তরে যে মানবাত্মা বিদ্যমান, সেই মানবাত্মা ছাড়া কেইবা মানুষের অন্তরের কথা জানে? তেমনি ঈশ্বরের আত্মা ছাড়া কেউই ঈশ্বরের অন্তরের কথা জানে না। আর আমরা তো এজগতের আত্মা পাইনি, ঈশ্বরের আপন আত্মাকেই পেয়েছি, ঈশ্বর অনুগ্রহ করে আমাদের যা যা দান করেছেন, তা যেন জানতে পারি। এই সকল বিষয়ে আমরা তো মানবীয় প্রজ্ঞার শেখানো ভাষায় নয়, আত্মার শেখানো ভাষাতেই কথা বলি: আত্মিক বিষয়ের জন্য আত্মিক ভাষাই ব্যবহার করি। অপরদিকে প্রাকৃতিক মানুষ ঈশ্বরের আত্মার বিষয়গুলি সাদরে গ্রহণ করে নেয় না, সেই সব তার কাছে মূর্খতা; সেই সব সে বুঝতে অক্ষম, যেহেতু তা আত্মিক ভাবেই বিচার্য। কিন্তু আত্মিক মানুষ সেই সমস্ত বিষয়ের বিচার-বিবেচনা করতে সক্ষম, আর সে অন্য কারও বিচারাধীন নয়। *কেননা কেইবা প্রভুর মন জেনেছে যেন তাঁকে নির্দেশ দিতে পারে?* কিন্তু আমরাই তারা, খ্রীষ্টের মন যাদের আছে!

শ্লোক দা ২:২২,২৮; ১ করি ২:৯,১০

℣ ঈশ্বর গভীর ও গুপ্ত বিষয় অনাবৃত করেন, অন্ধকারে যা লুকোনো আছে, তা তিনি জানেন।

℟ স্বর্গে এমন ঈশ্বর আছেন, যিনি সমস্ত রহস্যময় বিষয় অনাবৃত করেন।

℣ কোন চোখ যা যা দেখেনি, কোন কান যা যা শোনেনি, কোন মানুষের হৃদয়ে যা যা কখনও প্রবেশ করেনি, আমাদের কাছে ঈশ্বর আত্মা দ্বারাই সেই সবকিছু প্রকাশ করেছেন।

℟ স্বর্গে এমন ঈশ্বর আছেন, যিনি সমস্ত রহস্যময় বিষয় অনাবৃত করেন।

দ্বিতীয় পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে পত্রে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি উপদেশ ৭:১-২

আমরা ঐশ্বরিক ও রহস্যময় প্রজ্ঞারই কথা বলছি।

আমরা ঐশ্বরিক ও রহস্যময় প্রজ্ঞারই কথা বলছি। রহস্য প্রমাণসিদ্ধ হতে পারে না, বরং যা রহস্যের বিষয়বস্তু, রহস্য তাই মাত্র প্রচার করে; কেউ রহস্যে নিজস্ব কিছু যোগ দিলে, তবে রহস্যটি ঐশরহস্য আর হবে না। আসলে তা রহস্য বলা হয় কারণ আমরা যা দেখি না তাই বিশ্বাস করি; বস্তুতপক্ষে যা দেখি তা একটা কথা, এবং যা বিশ্বাস করি তা আলাদা কথা। এমনটি আমাদের বিশ্বাসের রহস্যগুলির প্রকৃতি। রহস্যগুলির সামনে বিশ্বাসী-আমার ও অবিশ্বাসী-আর একজনের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন। আমি শুনি খ্রীষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হলেন ও তেমন মানবপ্রেমের কথায় সঙ্গে সঙ্গে মুগ্ধ হয়ে পড়ি; সেই আর একজন শোনে ও তা মূর্খতা মনে করে। আমি শুনি তিনি দাস হলেন, ও তেমন সুবুদ্ধির কথায় মুগ্ধ হয়ে পড়ি; সেই আর একজন শোনে ও তা নির্বুদ্ধিতা মনে করে; আমি শুনি তিনি মৃত্যু বরণ করলেন, ও তাঁর এমন পরাক্রমের কথায় অবাক হয়ে যাই, যে পরাক্রম মৃত্যু দ্বারা পরাভূত হয়নি বরং মৃত্যুকে বিনাশ করেছে; সেই আর একজন শোনে ও তা অসম্ভব মনে করে। তিনি পুনরুত্থান করেছেন, একথা শুনে সেই আর একজন তেমন মহাঘটনা রূপকথাই বলে বিবেচনা করে; আমি কিন্তু

তেমন মহাঘটনার প্রমাণ দ্বারা সুনিশ্চিত হয়ে ঈশ্বরের ব্যবস্থার সামনে প্রণত হই। প্রক্ষালনের কথা শুনে সেই আর একজন তা এমনি জল গণ্য করে; আমি কিন্তু যা দৃশ্যগত তা শুধু নয়, পবিত্রাত্মার সাধিত আত্মার শুদ্ধীকরণও দেখি। সেই আর একজন মনে করে, কেবল দেহই স্নাত হয়েছে; আমি কিন্তু বিশ্বাস করি আত্মাও শুচিশুদ্ধ ও পবিত্র হয়ে উঠেছে, ও সমাধি, পুনরুত্থান, পবিত্রীকরণ, ধর্মময়তালাভ, মুক্তিকর্ম, দত্তকপুত্রত্বলাভ, উত্তরাধিকার, স্বর্গরাজ্য ও আমাকে দেওয়া পবিত্র আত্মার কথাও ভাবি। কারণ যা বাহ্যত প্রকাশ পাচ্ছে তা নয়, মনশ্চক্ষুতেই যা প্রকাশ পাচ্ছে তার অর্থই আমি বিচার করি। খ্রীষ্টের দেহের কথা শুনি: আমি একভাবে, অবিশ্বাসী একজন অন্যভাবে কথাটা বোঝে।

যেমন ছেলেরা একটা পুস্তক দেখেও তবু অক্ষরগুলোর অর্থ না জেনে যা দেখে তার অর্থ বোঝে না, রহস্যের বেলায় তেমনি ঘটে: অবিশ্বাসী শোনে বটে, তবু এমনটি ঘটে তারা কেমন যেন শোনে না; কিন্তু বিশ্বাসী পবিত্র আত্মার ক্ষমতা লাভের ফলে গুপ্ত অর্থের গভীরে প্রবেশ করতে পারে। একথাই ইঙ্গিত করে পল বললেন, *যদি আমাদের সুসমাচার আবৃত হয়ে থাকে, তবে যারা বিনাশের দিকে চলছে, তাদেরই কাছে আবৃত থাকে।*

সুতরাং রহস্য প্রকৃতপক্ষে এমন কিছু যা সর্বত্র প্রচারিত হয়েও, যাদের অন্তর সরল নয়, তাদের কাছে বোধগম্য নয়; রহস্যের অর্থ মানব জ্ঞান দ্বারা নয়, পবিত্র আত্মা দ্বারাই অনাবৃত—আমরা যতখানি তা উপলব্ধির যোগ্য ততখানিই আমাদের কাছে তা অনাবৃত। ফলে এ রহস্যকে 'গুপ্ত' বলা ভুল নয়, কারণ বিশ্বাসী আমাদের কাছেও তার সম্পূর্ণ উপলব্ধি ও জ্ঞান দেওয়া হয় না। এজন্য পলও বলেন, *আমাদের জানাটা অসম্পূর্ণ, আমাদের নবীয় বাণী দেওয়াটাও অসম্পূর্ণ। এখন আমরা কেমন যেন আয়নায়, ঝাপসা ঝাপসাই দেখছি, কিন্তু তখন মুখোমুখি হয়ে দেখতে পাব।*

আমরা এমন ঐশ্বরিক ও রহস্যময় প্রজ্ঞারই কথা বলছি যা গুপ্ত ছিল, যা ঈশ্বর আমাদের গৌরবের জন্য অনাদিকাল থেকেই নিরূপণ করেছিলেন।

শ্লোক ১ করি ১:২১,২৩,২৪

℟ ঈশ্বরের প্রজ্ঞাময় সঙ্কল্প অনুসারে যখন জগৎ নিজের প্রজ্ঞা দ্বারা ঈশ্বরকে জানতে পারেনি, তখন

℣ ঈশ্বর এতে প্রসন্ন হলেন যে, প্রচারের মূর্খতা দ্বারাই তিনি বিশ্বাসীদের পরিত্রাণ সাধন করবেন।

℟ আমরা এমন ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টকে প্রচার করি, যিনি ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা।

℣ ঈশ্বর এতে প্রসন্ন হলেন যে, প্রচারের মূর্খতা দ্বারাই তিনি বিশ্বাসীদের পরিত্রাণ সাধন করবেন।

বুধবার

প্রথম পাঠ - ১ করি ৩:১-২৩

মণ্ডলীতে সেবাকর্মীদের কর্তব্য

ভাই, আমি সেসময় তোমাদের কাছে আত্মিক মানুষদের কাছে যেন কথা বলতে পারিনি, মাংসময় মানুষদের কাছে যেন, খ্রীষ্টে এখনও শিশুদেরই কাছে যেন কথা বলেছি। আমি তোমাদের দুধ খাইয়েছি, শক্ত খাবার দিইনি, কারণ সেসময়ে তেমন শক্তি তোমাদের তখনও হয়নি। এমনকি, এখনও তোমাদের শক্তি হয়নি, কারণ এখনও তোমরা মাংসাধীন হয়ে আছ। যতদিন তোমাদের মধ্যে ঈর্ষা ও বিবাদ দেখা দেয়, ততদিন তোমরা কি মাংসাধীন নও? তোমরা কি সাধারণ মানুষের মত ব্যবহার করছ না? আসলে, যখন তোমাদের একজন বলে, আমি পলের, আর একজন, আমি আপল্লোসের, তখন তোমরা কি সাধারণ মানুষমাত্র নও?

আচ্ছা, আপল্লোসই বা কী? পলও বা কী? তারা তো সেই সেবাকর্মী মাত্র, যাদের দ্বারা তোমরা বিশ্বাসী হয়েছ; আর এক একজন ততটুকু করল, এক একজনকে প্রভু যতটুকু করতে দিয়েছেন। আমি পুঁতে দিলাম, আপল্লোস জল দিলেন, কিন্তু ঈশ্বরই বৃদ্ধি ঘটালেন। সুতরাং যে পোঁতে সে কিছু নয়, যে জল দেয় সেও কিছু নয়, যিনি বৃদ্ধি ঘটান, কেবল সেই ঈশ্বরই সব। যে পোঁতে ও যে জল দেয়, তারা দু'জনে সমান, এবং এক একজন তার নিজের পরিশ্রমের যোগ্য মজুরি পাবে, যেহেতু আমরা ঈশ্বরের কাজে সহকর্মী: তোমরা ঈশ্বরেরই খেত, ঈশ্বরেরই গাঁথনি।

ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ আমাকে দেওয়া হয়েছে, সেই অনুসারে আমি অভিজ্ঞ স্থপতির মত ভিত্তি স্থাপন করেছি, আর অন্য কেউ সেটার উপরে গাঁথছে; তবু তারা প্রত্যেকে সতর্ক থাকুক, সেটার উপর তারা কেমন গাঁথছে; কারণ যা ইতিমধ্যে স্থাপিত হয়েছে, তা ছাড়া অন্য ভিত্তি কেউ স্থাপন করতে পারে না—তিনি যীশুখ্রীষ্ট। আর এই ভিত্তির উপরে নানা লোক যদি সোনা, রুপো, মণিমুক্তা, কাঠ, ঘাস, খড় দিয়ে গাঁথে, তবে এক একজনের কাজ স্পষ্ট প্রকাশ পাবে; সেই দিনটিই তা ব্যক্ত করবে, যে দিনটি আগুনে প্রকাশিত হবে, আর তখন সেই আগুন যাচাই করবে প্রত্যেকের কাজের গুণাগুণ: যে যা গেঁথেছে, তার সেই কাজ যদি টিকে থাকে, সে মজুরি পাবে; কিন্তু যার কাজ পুড়ে যায়, সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বটে, তবু নিজে পরিত্রাণ পাবে; তথাপি এমনভাবে পরিত্রাণ পাবে, কেমন যেন আগুনের মধ্য থেকে।

তোমরা কি একথা জান না যে, তোমরা স্বয়ং ঈশ্বরের মন্দির, এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে নিবাসী হয়ে আছেন? কেউ যদি ঈশ্বরের সেই মন্দির ধ্বংস করে, তাহলে ঈশ্বর তাকে ধ্বংস করবেন; কারণ পবিত্রই ঈশ্বরের মন্দির—আর তোমরাই তো সেই মন্দির!

কেউ যেন নিজেকে না ভোলায়। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি নিজেকে এই যুগের আদর্শে প্রজ্ঞাবান বলে মনে করে, সে প্রজ্ঞাবান হবার জন্য মূর্খ হোক; কারণ এই জগতের যে প্রজ্ঞা, তা ঈশ্বরের কাছে মূর্খতা; কেননা লেখা আছে, *তিনি প্রজ্ঞাবানদের তাদের নিজেদের কুটিলতার ফাঁদে ধরে ফেলেন।* আরও, *প্রভু তো জানেন, প্রজ্ঞাবানদের ধ্যানধারণা অসার।*

তাই কেউ যেন নিজের গর্ব মানুষেই না রাখে, কারণ সবই তোমাদের: পল হোক, আপল্লোস বা কেফাস্ হোক, জগৎ বা জীবন বা মৃত্যু হোক, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ যাই কিছু হোক—সবই তোমাদের; তোমরা কিন্তু খ্রীষ্টেরই, ও খ্রীষ্ট ঈশ্বরেরই!

শ্লোক এফে ২:১৯-২০; ১ করি ৩:১৬

℣ তোমরা পবিত্রজনদের সহনাগরিক ও ঈশ্বরের পরিবারভুক্ত মানুষ। তোমরা প্রেরিতদূত ও নবীদের ভিত্তির উপরে গাঁথা;

℟ আর সংযোগপ্রস্তর হলেন স্বয়ং খ্রীষ্টযীশু।

℣ তোমরা স্বয়ং ঈশ্বরের মন্দির, এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে নিবাসী হয়ে আছেন,

℟ আর সংযোগপ্রস্তর হলেন স্বয়ং খ্রীষ্টযীশু।

দ্বিতীয় পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে পত্রে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি উপদেশ ৮:৪

এসো, খ্রীষ্টকে আঁকড়িয়ে থাকি: বিচ্ছিন্ন হলে আমরা বিলুপ্ত হব

যা ইতিমধ্যে স্থাপিত হয়েছে, তা ছাড়া অন্য ভিত্তি কেউ স্থাপন করতে পারে না—তিনি যীশুখ্রীষ্ট। দেখ কেমন করে প্রেরিতদূত পল সাধারণ উদাহরণ দিয়েই নিজের বক্তব্য প্রমাণসিদ্ধ করেন। যা তিনি বলতে চান, তা এ: আমি খ্রীষ্টের সংবাদ দিয়েছি, অর্থাৎ তোমাদের ভিত্তি দিয়েছি; সতর্ক থেকো তোমরা তার উপরে কিভাবে গাঁথছ, তা যেন অসার গৌরব বা এমন মানুষেরই উদ্দেশ্য করে গাঁথা না হয় যারা তাঁর কাছ থেকে শিষ্যদের কেড়ে নেয়। আমরা যেন ভুলভ্রান্তিতে না পড়ি! কারণ *যা ইতিমধ্যে স্থাপিত হয়েছে, তা ছাড়া অন্য ভিত্তি কেউ স্থাপন করতে পারে না—তিনি যীশুখ্রীষ্ট।*

সুতরাং এসো, তাঁর উপরেই নিজেদের গেঁথে তুলি, ও আঙুরলতার শাখার মত তাঁকেই ভিত্তি হিসাবে আঁকড়িয়ে থাকি; আমাদের ও খ্রীষ্টের মধ্যে যেন কিছুই স্থান না পায়, কারণ কিছু থাকলে তবে সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের বিলোপ হবে। বস্তুতপক্ষে কেবল লতার সঙ্গে সংযুক্ত থাকলেই শাখা রস পায়; একটা গৃহও তবেই মাত্র দাঁড়ায় যদি সুসংবদ্ধ থাকে; কিন্তু সুসংবদ্ধ না হলে গৃহটা বিলুপ্ত হয়, কারণ দাঁড়াবার মত তার স্থান নেই। এসো, আমরা খ্রীষ্টকে আঁকড়িয়ে থাকি, আর শুধু তা নয়, তাঁর সঙ্গে সুসংবদ্ধও থাকি, কারণ যেই মাত্র বিচ্ছিন্ন হই আমরা বিলুপ্ত হব: *তোমা থেকে যারা দূরে আছে, তারা সত্যি লুপ্ত হবে।*

সুতরাং এসো, তাঁর সঙ্গে সুসংবদ্ধ থাকি, কাজকর্মের মধ্য দিয়েই তাঁর সঙ্গে সুসংবদ্ধ থাকি: *যে কেউ আমার আজ্ঞা মেনে চলে, সে আমাতে বসবাস করে।* তিনি নানা দৃষ্টান্ত দিয়েই আমাদের চেতনা দেন আমরা যেন তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত থাকি। দেখ: তিনি মাথা, আমরা দেহ: মাথা ও দেহের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা কি থাকতে পারে? তিনি ভিত্তি, আমরা গৃহ; তিনি আঙুরলতা, আমরা শাখা; তিনি বর, আমরা কনে; তিনি রাখাল, আমরা মেষ; তিনি পথ, আমরা পথিক। আমরা আবার মন্দির, তিনি বাসিন্দা; তিনি প্রথমজাত, আমরা ভাই; তিনি উত্তরাধিকারী, আমরা সহউত্তরাধিকারী; তিনি জীবন, আমরা জীবনপ্রাপ্ত; তিনি পুনরুত্থান, আমরা পুনরুত্থিতজন; তিনি আলো, আমরা আলোকিতজন। এসমস্ত দৃষ্টান্ত একতাই প্রকাশ করে, মধ্যে কোন ফাঁক, সামান্যও ফাঁক থাকতে পারে না। যে কেউ অল্পও সরে যায়, সে পিছলে পড়ে উত্তরোত্তর সরে যায়।

বস্তুতপক্ষে দেহের কোন অঙ্গ যত সামান্যই বিচ্ছিন্ন হয়, সেই অঙ্গটা মরে; সামান্য পতনের জন্য গৃহটাও সম্পূর্ণ পড়ে যায়; মূল সামান্যই কাটলে গাছও কোন কাজে আসে না। তাই যা সামান্য, তা তত সামান্য নয়, এমনকি তা সবই! সুতরাং যখন আমরা সামান্য কোন অপরাধ করি বা শিথিল হই, তখন সামান্য বলে যেন তার প্রশ্রয় না দিই: অবহেলা করলে তা সঙ্গে সঙ্গেই গুরুতর হয়ে উঠবে। তেমনিভাবে একটা পোশাক ছিঁড়তে না ছিঁড়তেই আমরা লক্ষ না করলে আরও ছিঁড়ে যাবে; ছাদে কয়েকটা টালি ভাঙা মাত্রই ব্যবস্থা না করলে সমস্ত ঘর ধ্বংস হতে পারে। তেমন দৃষ্টান্তের চিন্তায়, এসো, আমরা যেন সামান্য কোন ব্যাপার কখনও তুচ্ছ না করি, যার ফলে গুরুতর অসুবিধায় না পিছলে পড়ি। সতর্ক না থাকলে একবার নিচে প'ড়ে, নিচে থেকে আবার উপরে ওঠা কঠিন—দূরত্বের কারণে শুধু নয়, পতনেরই কারণেও কঠিন। আসলে পাপ হল একটা গভীর গর্ত, যা থেকে বের হওয়া অত্যন্ত কষ্টকর। যেমন কূপে পড়ে একটা লোক সহজে বের হতে পারে না, বরং অন্য লোকেরই দরকার যে তা থেকে তাকে বের করে আনবে, যে পাপে পতিত হয়, তার বেলায় তেমনি ঘটে।

সুতরাং এসো, দড়ি ফেলে তাদের বের করে আনি; এমনকি, কেবল অন্যান্যদের যে প্রয়োজন রয়েছে তেমন নয়, আমাদেরও প্রয়োজন: নিজেদের বেঁধে নিয়ে উপরের দিকে ফিরে যেতে হবে; যতখানি নিচে পড়ে গেছিলাম, ততখানি শুধু নয়, ইচ্ছা করলে তার চেয়ে আরও ঊর্ধ্বে আরোহণ করতে পারি। স্বয়ং ঈশ্বর আমাদের সাহায্য দান করছেন: *তিনি তো দুর্জনের মৃত্যুতে প্রীত নন; বরং সে যে নিজের পথ থেকে ফিরে বাঁচে, এতেই তিনি প্রীত।*

শ্লোক সাম ১১৮:২২; ১ করি ৩:১০,১১

℣ গৃহনির্মাতারা যে প্রস্তরটি প্রত্যাখ্যান করল, তা তো হয়ে উঠেছে সংযোগপ্রস্তর।

℟ প্রত্যেকে সতর্ক থাকুক, সেটার উপর সে কেমন গাঁথছে।

℣ যা ইতিমধ্যে স্থাপিত হয়েছে, তা ছাড়া অন্য ভিত্তি কেউ স্থাপন করতে পারে না—তিনি যীশুখ্রীষ্ট।

℟ প্রত্যেকে সতর্ক থাকুক, সেটার উপর সে কেমন গাঁথছে।

বৃহস্পতিবার

প্রথম পাঠ - ১ করি ৪:১-২১

গর্বের বিষয়ে চেতনা বাণী

ভ্রাতৃগণ, লোকে আমাদের যেন খ্রীষ্টের সেবক ও ঈশ্বরের রহস্যগুলির ধনাধ্যক্ষ বলে মনে করে। এখন, ধনাধ্যক্ষের বিষয়ে সকলের প্রত্যাশা, তারা প্রত্যেকে যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আমি যে তোমাদের দ্বারা বা মানবীয় কোন বিচার-সভা দ্বারা বিচারিত হই, তা আমার কাছে অতি সামান্য ব্যাপার; এমনকি আমি নিজেও নিজের বিচার করি না; আমার বিবেক আমাকে ভর্ৎসনা করছে না, একথা সত্য; কিন্তু এতে যে আমি নির্দোষ বলে প্রতিপন্ন হয়ে দাঁড়াই, তা নয়: প্রভুই আমার বিচারকর্তা। তাই নির্দিষ্ট সময়ের আগে তোমরা কোন-কিছু বিচার করো না, যতদিন না প্রভু আসেন। তিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন সবকিছুই আলোতে উদ্ঘাটিত করবেন ও হৃদয়ের যত অভিপ্রায় ব্যক্ত করবেন। আর তখনই প্রতিটি মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে নিজ নিজ প্রশংসা পাবে।

ভাইয়েরা, এই সমস্ত কিছু আমি তোমাদের খাতিরেই আমার নিজের ও আপল্লোসের উদাহরণ দিয়ে বর্ণনা করেছি, যেন আমাদের দু'জনের দৃষ্টান্ত থেকে তোমরা এই শিক্ষা পেতে পার যে, যা লেখা আছে, তার বাইরে যেতে নেই, এবং তোমরা প্রত্যেকে যেন একজনের বিপক্ষে অপরজনের পক্ষ হয়ে গর্বে স্ফীত না হও। কারণ কে তোমাকে এত অসাধারণ মানুষ করেছে? আর তোমার এমন কীবা আছে, যা পাওনি? আর যখন পেয়েছ, তখন কেন এমন দম্ভ কর ঠিক যেন তা পাওনি? তোমরা ইতিমধ্যে পরিতৃপ্ত, ইতিমধ্যে ধনী হয়েছ! আমাদের সহযোগিতা ছাড়া রাজাই হয়ে গেছ! আহা, তোমরা যদি সত্যিই রাজা হতে! তবে তোমাদের সঙ্গে আমরাও রাজা হতাম। আসলে আমি মনে করি, প্রেরিতদূত যে আমরা, ঈশ্বর আমাদের মৃত্যুদণ্ডিত লোকদের মত সবার শেষে দাঁড় করিয়েছেন: হ্যাঁ, আমরা জগতের ও স্বর্গদূতদের ও মানুষদের সামনে দর্শনীয় একটা দৃশ্যের মত হয়ে উঠেছি। এই যে আমরা, খ্রীষ্টের জন্য মূর্খ, কিন্তু তোমরা খ্রীষ্টে বুদ্ধিমান; আমরা দুর্বল, তোমরা বলবান; তোমরা সম্মানের পাত্র, আমরা অসম্মানের বস্তু। এই ক্ষণ পর্যন্ত আমরা ক্ষুধার্ত, পিপাসিত, বস্ত্রহীন হয়ে কষ্টে ভুগছি, আমাদের আঘাত করা হচ্ছে, যাযাবরের মত এদিক ওদিক ঘুরতে হচ্ছে, নিজ হাতে কাজ করে পরিশ্রম করছি; অপমান পেয়ে আশীর্বাদ করছি, নির্যাতিত হয়ে সহ্য করছি, অভদ্র কথার বিপক্ষে শালীনতা দেখাচ্ছি: আমরা যেন জগতের আবর্জনা, বিশ্বের জঞ্জালই হয়ে রয়েছি—আজও পর্যন্ত!

তোমাদের লজ্জা দেবার জন্য নয়, আমার প্রিয় সন্তান বলে তোমাদের চেতনা দেবার জন্যই আমি এই সমস্ত কিছু লিখছি। কেননা যদিও খ্রীষ্টে তোমাদের দশ হাজার অবধায়ক থাকে, তবু পিতা অনেক নয়, কারণ আমিই সুসমাচার দ্বারা খ্রীষ্টে তোমাদের জন্ম দিয়েছি। সুতরাং তোমাদের অনুনয় করি, তোমরা আমার অনুকারী হও! এজন্যই আমি তিমথিকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি: তিনি প্রভুতে আমার প্রিয় ও বিশ্বস্ত সন্তান; তিনি তোমাদের কাছে সেই সমস্ত পথ স্মরণ করিয়ে দেবেন যা আমি খ্রীষ্টে তোমাদের শিখিয়েছিলাম ও সর্বত্রই প্রতিটি মণ্ডলীতে শিখিয়ে থাকি।

আমি তোমাদের কাছে আর আসব না, তা ভেবে তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ দম্ভ করতে শুরু করেছে। কিন্তু, প্রভু ইচ্ছা করলে, আমি বেশি দেরি না করে তোমাদের কাছে আসব; তখন যারা দম্ভ করছে, তাদের কথা নয়, তাদের আসল পরাক্রম বুঝে নেব। কেননা ঈশ্বরের রাজ্য কথার ব্যাপার নয়, পরাক্রমেরই ব্যাপার। তোমরা কী চাও? বেত হাতে নিয়ে, না ভালবাসা ও কোমলতা নিয়ে তোমাদের কাছে আসব?

শ্লোক ১ করি ১১:১; ৪:১৫
℟ তোমরা আমার অনুকারী হয়ে ওঠ, আমিও যেমন খ্রীষ্টের;
℣ কারণ আমিই সুসমাচার দ্বারা খ্রীষ্টে তোমাদের জন্ম দিয়েছি।
℟ যদিও খ্রীষ্টে তোমাদের দশ হাজার অবধায়ক থাকে, তবু পিতা অনেক নয়,
℣ কারণ আমিই সুসমাচার দ্বারা খ্রীষ্টে তোমাদের জন্ম দিয়েছি।

দ্বিতীয় পাঠ - ক্যান্টারবেরির ধর্মপাল বাল্ডুইন-লিখিত 'পবিত্রতম খ্রীষ্টপ্রসাদ'

সবকিছুতেই দেখাও, তোমরা ঈশ্বরের সেবাকর্মী

প্রভুর যাজক সকল, তোমরা যারা মশালের মত সমগ্র জগৎকে আলোকিত কর, তোমাদের সেবাকর্মের মর্যাদা বজায় রাখ। ধর্মময়তা পালন কর, *উত্তম ধর্মশিক্ষা আঁকড়ে ধর; মহামূল্য দিয়েই তো তোমাদের কিনে নেওয়া হয়েছে; সুতরাং সর্বদা সর্বস্থানে নিজেদের দেহে যীশুর মৃত্যু বহন করে চলে তোমরা ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত কর।* নিজেদের দেহে খ্রীষ্টের মৃত্যুর দাগ ও তাঁর সেনাদলের চিহ্ন বহন ক'রে তোমরা উপবাস ও আত্মসংযমে, শুচিতা ও মিতাচারিতায়, ধৈর্য ও বিনম্রতায়, সমস্ত শুদ্ধতা ও পবিত্রতায়, সবকিছুতেই দেখাও, তোমরা ঈশ্বরের সেবাকর্মী, যেন তোমাদের যারা দেখে, তারা সকলে জানতে পারে তোমরা কারই, আর এভাবে যেন সেই ভবিষ্যদ্বাণী তোমাদের মধ্যেই পূর্ণতা লাভ করে, *তোমাদের বলা হবে 'প্রভুর যাজক', তোমরা 'আমাদের পরমেশ্বরের পরিচারক' বলে অভিহিত হবে।*

হে প্রভুর যাজকবৃন্দ, প্রভুকে বল ধন্য; তাঁকেই বল ধন্য, যিনি স্বর্গলোকে সমস্ত আত্মিক আশীর্বাদে তোমাদের ধন্য করলেন, যিনি আরোনকুলকে আশিসধন্য করলেন। ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে পবিত্র বলে গণ্য হোন, যেন তিনি যেরূপে আছেন, তোমাদের মধ্যে সেরূপে প্রকাশিত হন, তথা পবিত্র, পুণ্যময়, নিষ্কলঙ্ক। তোমাদের কারণে যেন তাঁর নামের নিন্দা করা না হয়; তোমাদের কারণে যেন আমাদের সেবাকর্ম অপমান করা না হয়। ভ্রষ্ট ও নিকৃষ্ট লোকদের মধ্যে তোমাদের ব্যবহার এমনটি হোক যে, যারা তোমাদের দেখে তারা যেন বলতে পারে: হ্যাঁ, এরা সত্যিই প্রভুর যাজক, সত্যিই আমাদের ঈশ্বরের সেবক, সত্যিই যীশুখ্রীষ্টের শিষ্য, সত্যিই প্রেরিতদূতদের উত্তরাধিকারী, এরা সত্যিই সেই বংশ যাকে প্রভু আশীর্বাদ করলেন। সেই যাজকত্ব যা পালন ও বিতরণ করার উদ্দেশ্যেই তোমাদের দেওয়া হয়েছে, তোমরা সেই যাজকত্ব-মর্যাদা যত্নই

কর। সেই হাত দু'টো যাকে তেমন পূজনীয় যজ্ঞ উৎসর্গ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে, তোমাদের সেই হাত দু'টো যে কোন কলুষ থেকে বিশুদ্ধ হোক, যেন তোমরা তাদেরই অংশী না হও *অধর্মই যাদের হাতে, অন্যায়-উপহারে পূর্ণই যাদের ডান হাত।* তোমাদের ওষ্ঠ বিশুদ্ধই রক্ষিত হোক, সেই ওষ্ঠ যেন আস্বাদন করতে পারে প্রভু কতই না মঙ্গলময়, যেন সেই খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণ করতে পারে যা স্বর্গ থেকে অবতীর্ণ জীবনময় রুটি: যাজকের ওষ্ঠে ধন্যবাদ-জ্ঞাপন, প্রশংসাগানের সুর, প্রার্থনা ও মিনতি বিরাজ করুক।

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, স্বয়ং ঈশ্বর ও পুণ্যতম পিতৃগণের অধিকার পবিত্র খ্রীষ্টপ্রসাদ সম্বন্ধে বিশ্বাস করার যা আদেশ করেছেন, এসো, আমরা তা দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করি ও সন্দেহমুক্ত বিশ্বাসে তা বিশ্বাস করি। এই সাক্রামেন্তে আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার গুণ ও আমাদের মুক্তির মূল্য উপস্থিত; বাস্তবতা প্রচ্ছন্ন রয়েছে যেন আমাদের বিশ্বাসের অনুশীলন হয়, খ্রীষ্টের জীবনাচরণ ব্যক্ত রয়েছে তা যেন আমাদের জীবনাচরণের আদর্শ হয়ে ওঠে। এজন্য এ সাক্রামেন্ত প্রতিষ্ঠা করে ও শিষ্যদের হাতে তুলে দিয়ে প্রভু বললেন, *তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর।* আমি যা করি তোমরা তা কর, আমি যা উৎসর্গ করি তোমরা তা উৎসর্গ কর, আমি যে শিক্ষা দান করি তোমরা সেই অনুসারে জীবনযাপন কর। আমি যে আদর্শ তোমাদের কাছে রেখে যাচ্ছি, তা জীবন-মৃত্যুর নিয়ম বলে গ্রহণ কর।

এ সাক্রামেন্ত আমাদের অন্তরে এমন ফল উৎপন্ন করে, যেন খ্রীষ্ট আমাদের মধ্যে আর আমরা তাঁর মধ্যে জীবনযাপন করি। এ সাক্রামেন্ত এমনটি ঘটায় যে, খ্রীষ্ট যেমন আমাদের জন্য মরলেন, আমরাও তেমনি যেন খ্রীষ্টের জন্য মরতে পারি। যারা খ্রীষ্টের মধ্যে বা খ্রীষ্টের জন্য মরে, পুণ্য নিদ্রা ছাড়া তাদের জন্য উত্তম অনুগ্রহও গচ্ছিত রাখা হয়: তারা উপযুক্ত মনোভাব নিয়ে এ সাক্রামেন্ত গ্রহণ করলে, তবে এ সাক্রামেন্ত যে পুনরুত্থানের পরিত্রাণদায়ী পুনঃপ্রতিষ্ঠা, সেই পুনরুত্থানের গৌরবই তাদের কাছে প্রতিশ্রুত ও সংরক্ষিত রয়েছে। এ সাক্রামেন্তের শক্তিগুণে ঈশ্বর *আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ করবেন।* তেমন মহা অনুগ্রহের জন্য আমরা ঈশ্বরকে প্রতিদানে উপযুক্ত কী দিতে পারব?

শ্লোক ১ করি ৪:১-২; লুক ১২:৪২
℣ লোকে আমাদের যেন খ্রীষ্টের সেবক ও ঈশ্বরের রহস্যগুলির ধনাধ্যক্ষ বলে মনে করে।
℟ ধনাধ্যক্ষের বিষয়ে সকলের প্রত্যাশা, তারা প্রত্যেকে যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়।
℣ কে সেই বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান গৃহাধ্যক্ষ, যাকে তার প্রভু নিজ পরিবার-পরিজনদের উপরে নিযুক্ত করবেন?
℟ ধনাধ্যক্ষের বিষয়ে সকলের প্রত্যাশা, তারা প্রত্যেকে যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়।

শুক্রবার

প্রথম পাঠ - ১ করি ৫:১-১৩

যৌন অনাচার সংক্রান্ত সাবধান বাণী

ভ্রাতৃগণ, চারদিকে শোনা যাচ্ছে, তোমাদের মধ্যে নাকি যৌন অনাচার দেখা দিয়েছে, আর সেই অনাচার এমন, যা বিজাতীয়দের মধ্যেও দেখা যায় না; এমনকি তোমাদের একজন নিজের সৎমায়ের সঙ্গে ঘর করছে। আর তোমরা দম্ভই করছ! বরং দুঃখ কর না কেন, যেন যে লোক এমন কাজ করেছে, তাকে তোমাদের মধ্য থেকে বের করে দেওয়া হয়? সশরীরে অনুপস্থিত হলেও আত্মায় উপস্থিত হয়ে আমি, যে লোকটা তেমন কাজ করেছে, উপস্থিত হয়েই যেন তার বিচার করেছি: আমাদের প্রভু যীশুর নামে তোমরা ও আমার আত্মা সমবেত হলে, আমাদের প্রভু যীশুর পরাক্রম দ্বারা তেমন লোকটাকে তার দেহের বিনাশের উদ্দেশ্যে শয়তানের হাতে তুলে দিতে হবে, যেন প্রভু যীশুর দিনে তার আত্মা পরিত্রাণ পেতে পারে।

তোমাদের আত্মগর্ব আদৌ ভাল না। তোমরা কি একথা জান না যে, অল্প খামির সমস্ত ময়দার পিন্ড গাঁজিয়ে তোলে? তোমরা পুরনো খামিরটা ফেলে দাও, যেন এক নতুন ময়দার পিন্ড হতে পার, যেহেতু তোমরা খামিরবিহীন। কেননা আমাদের পাস্কাবলি সেই খ্রীষ্ট বলীকৃত হয়েছেন। সুতরাং এসো, পুরনো খামির নিয়ে নয়, দুষ্টতা ও অধর্মের খামির নিয়ে নয়, বরং আন্তরিকতা ও সত্যের সেই খামিরবিহীন রুটি নিয়েই আমরা এই উৎসব উদ্‌যাপন করি।

আগের পত্রে আমি তোমাদের লিখেছিলাম, যৌন-ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করতে নেই; এজগতের তেমন দুশ্চরিত্র লোকদের কথা, বা লোভী, প্রবঞ্চক ও পৌত্তলিক লোকদের কথা বলতে অভিপ্রেত ছিলাম না, তাহলে তোমাদের তো এই জগতের বাইরে চলে যেতে হত। আমি আসলে লিখেছিলাম: ভাই নামে অভিহিত যে কেউ যৌন-ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র, কিংবা লোভী, পৌত্তলিক, পরনিন্দুক, মদ্যপায়ী বা প্রবঞ্চক, তারই সঙ্গে মেলামেশা করতে নেই; তেমন মানুষেরই সঙ্গে ভোজসভায় বসতে নেই। বস্তুত বাইরের লোকদের বিচারে আমার দায়িত্ব কি? ভিতরের যারা, তাদের বিচার করার দায়িত্ব তোমাদের তো আছেই, নয় কি? বাইরের লোকদের বিচার ঈশ্বরই করবেন। *তোমরা নিজেদের মধ্য থেকে সেই দুর্জনকে বের করে দাও।*

শ্লোক ১ করি ৫:৭,৮; রো ৪:২৫
℣ তোমরা পুরনো খামিরটা ফেলে দাও, যেন এক নতুন ময়দার পিন্ড হতে পার, কেননা আমাদের পাস্কাবলি সেই খ্রীষ্ট বলীকৃত হয়েছেন।
℟ সুতরাং এসো, আমরা সেই প্রভুতেই এই উৎসব উদ্‌যাপন করি,

℣ যাঁকে আমাদের অপরাধের জন্য মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের ধর্মময়তার লক্ষ্যে পুনরুত্থিত করা হয়েছে।
℟ সুতরাং এসো, আমরা প্রভুতেই এই উৎসব উদ্‌যাপন করি।

দ্বিতীয় পাঠ - লেরিন্সের সাধু ভিন্সেন্ট-লিখিত 'ধর্মতত্ত্বমালা' ২৩শ অধ্যায়

খ্রীষ্টধর্মতত্ত্বের অগ্রগতি

এমনটি কি হতে পারে যে, খ্রীষ্টমণ্ডলীতে ধর্মীয় কোন অগ্রগতি সম্ভব হবে না? অবশ্যই হবে, আর তা অধিক মহা অগ্রগতি হবে! মানুষের বিরোধী ও ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী এমন কে থাকবে যে তাতে বাধা দেবে? তবু শর্ত রয়েছে: সেই অগ্রগতি বিশ্বাসের পরিবর্তন নয়, বরং প্রকৃত অগ্রগতি হওয়া চাই। তখনই অগ্রগতি শব্দ ব্যবহারযোগ্য, যখন একটা পদার্থ নিজের স্বরূপ অক্ষুণ্ন রেখে উন্নতিশীল হয়; অপরদিকে পরিবর্তন তখনই ঘটে যখন একটা পদার্থ অন্য পদার্থে রূপান্তরিত হয়।

সুতরাং যুগ ও শতাব্দীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠুক ও সব দিক দিয়ে উন্নতিশীল হয়ে উঠুক ব্যক্তিবিশেষ ও সকলেরই, আবার প্রতিটি মানুষ ও গোটা মণ্ডলীরই সুবুদ্ধি, জ্ঞান, প্রজ্ঞা: তবু এসব কিছু যেন নিজ নিজ স্বরূপ অনুসারেই ঘটে, অর্থাৎ কিনা, যেন একই ধর্মতত্ত্ব, একই অর্থ ও একই ব্যাখ্যা অনুসারেই ঘটে।

আত্মাদের ধর্ম দেহের বৃদ্ধির অনুকরণ করুক: বস্তুতপক্ষে বছরের পর বছর দেহের অঙ্গগুলি বিস্তার ও বৃদ্ধি লাভ করেও একই অঙ্গ হয়ে থাকে। বাল্যকালের পুষ্প ও বার্ধক্যকালের পরিপক্কতার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে বটে, তথাপি যারা এখন বৃদ্ধ তারা সেই একই ব্যক্তি যে একসময় বালক ছিল; ফলে একটি মানুষের চেহারা ও অভ্যাস ভিন্ন রূপ ধারণ করলেও তার স্বরূপ একই হয়ে থাকছে, ব্যক্তিও একই হয়ে থাকছে। শিশুদের অঙ্গগুলো ছোট্ট, যুবকদের অঙ্গগুলো বড়, তবু অঙ্গগুলো একই; আর যদিও বয়সের পরিবর্তনে ভিন্ন কিছু দেখা দেয়, তা কিন্তু ভ্রূণেও উপস্থিত ছিল; ফলে পরিপক্ক বয়সে নতুন বলে এমন কিছু দেখা দেয় না, যা শিশুতেও গুপ্ত অবস্থায় ছিল না।

অতএব, কোন সন্দেহ নেই: দেহবৃদ্ধির নির্ধারিত ও অপরূপ নিয়ম অনুসারে এ হল অগ্রগতির সঠিক ও যুক্তিসঙ্গত নিয়ম; অর্থাৎ কিনা, বয়স্কদের বয়ঃবৃদ্ধিতে সেই একই অঙ্গ ও চেহারা প্রকাশ পায় যা স্রষ্টার সুবুদ্ধি শিশুদের মধ্যে নিরূপণ করেছিল। মানব চেহারা যদি বয়সের পরিবর্তনে নিজ স্বরূপের ভিন্ন রূপ ধারণ করত, তাতে যদি কোন অঙ্গ যোগ করা হত বা বাতিল করা হত, তবে অবশ্যই সমস্ত দেহ বিনষ্ট হত, বা অদ্ভুত কিংবা দুর্বল হয়ে যেত।

খ্রীষ্টধর্মতত্ত্ব দেহবৃদ্ধির একই নিয়ম পালন করুক। যুগের পর যুগ তা পরিপক্ক হতে হবে, বছরের পর বছর বিস্তার লাভ করতে হবে, বয়ঃবৃদ্ধি অনুসারে তা উচ্চতর হতে হবে। অতীতকালে আমাদের পিতৃপুরুষেরা মণ্ডলীর মাঠে বিশ্বাসের সেই উত্তম বীজ বুনলেন; কতই না অন্যায় ও অনুচিত হবে যদি তাঁদের বংশধর আমরা খাঁটি সত্যের গমের বিনিময়ে ধূর্ত ভুলভ্রান্তি-শ্যামাঘাস সংগ্রহ করি। বরং এ ন্যায় ও উচিত হবে যে, শস্যগ্রহণ বপনের চেয়ে ভিন্ন নয়, ফলে ধর্মশিক্ষার গম পেকে গেলে আমরা যেন ধর্মতত্ত্বের গম সংগ্রহ করতে পারি। আর সময় অতিবাহিত হতে হতে যদি সেই আদি বীজ থেকে কিছুটা উৎপন্ন হয়ে থাকে, তাহলে তা আনন্দের ও গভীরতর গবেষণার কারণ হোক।

শ্লোক দ্বিঃবিঃ ৪:১,২; যোহন ৬:৬৩
℣ ইস্রায়েল, মনোযোগ দিয়ে শোন সেই সমস্ত বিধি ও নিয়মনীতি যা আমি তোমাদের শিখিয়ে দিচ্ছি।
℟ আমি তোমাদের যা কিছু আজ্ঞা করি, সেই বাণীতে তোমরা আর কিছুই যোগ করবে না, কিছুই বাদও দেবে না।
℣ যে সমস্ত কথা আমি তোমাদের বলছি, সেই কথাই আত্মা, সেই কথাই জীবন।
℟ আমি তোমাদের যা কিছু আজ্ঞা করি, সেই বাণীতে তোমরা আর কিছুই যোগ করবে না, কিছুই বাদও দেবে না।

শনিবার

প্রথম পাঠ - ১ করি ৬:১-১১

বিধর্মীদের আদালতে খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা

ভ্রাতৃগণ, তোমাদের মধ্যে কি কারও সাহস আছে যে, আর একজনের বিরুদ্ধে কোন কথা থাকলে তার বিচার পবিত্রজনদের কাছে না নিয়ে গিয়ে বিধর্মীদেরই কাছে নিয়ে যায়? নাকি তোমরা একথা জান না যে, পবিত্রজনেরাই জগতের বিচার করবে? আর জগতের বিচার যখন তোমাদের দ্বারা হয়, তখন অতি সামান্য ব্যাপারের বিচার করবার যোগ্যতা কি তোমাদের নেই? তোমরা কি একথা জান না যে, আমরা স্বর্গদূতদের বিচার করব? তবে বলা বাহুল্য, এই পার্থিব জীবনের ব্যাপারেও আমাদের যোগ্যতা আছে। সুতরাং, তোমাদের বিচার যখন পার্থিব ব্যাপার-সংক্রান্ত, তখন মণ্ডলীর চোখে যাদের কোন অধিকার নেই, তাদেরই কি বিচারাসনে বসাতে যাও? তোমাদের লজ্জার জন্যই আমি এই কথা বলছি! এ কেমন? তোমাদের মধ্যে কি প্রজ্ঞাবান এমন একজনও নেই যে ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ হলে তার নিষ্পত্তি করে দিতে পারে? অথচ ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে মামলা চালায়, তা আবার অবিশ্বাসীদেরই আদালতে! এমনকি, নিজেদের মধ্যে মামলা চালানোটাও তোমাদের পক্ষে পরাজয়! এর চেয়ে বরং অন্যায়টা সহ্য কর না কেন? এর চেয়ে বরং ক্ষতিগ্রস্ত হতে দাও না কেন? অথচ তোমরাই অন্যায় করছ, তোমরাই ক্ষতি করছ—আর তা নিজ ভাইদের প্রতিই করছ। নাকি তোমরা একথা জান না যে, দুর্জনেরা ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে না? নিজেদের ভুলিয়ো না: যারা যৌন-ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র, পৌত্তলিক, ব্যভিচারী, সব প্রকার সমকামী, চোর, কৃপণ, মদ্যপায়ী, পরনিন্দুক, প্রবঞ্চক, তারা কেউই ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে না। আর

তোমরা কেউ কেউ তেমন লোক ছিলে; কিন্তু প্রভু যীশুখ্রীষ্টের নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মায় তোমরা ধৌত হয়েছ, পবিত্রিত হয়েছ, তোমাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

শ্লোক তীত ৩:৫,৬; ১ করি ৬:১১
℟ ঈশ্বর নবজন্মের জলপ্রক্ষালন ও পবিত্র আত্মার নবীকরণ দ্বারা আমাদের পরিত্রাণ করলেন।
℣ এই পবিত্র আত্মাকে তিনি আমাদের উপর প্রচুর পরিমাণে বর্ষণ করেছেন আমাদের ত্রাণকর্তা যীশুখ্রীষ্টের মাধ্যমে।
℟ আমরা প্রভু যীশুখ্রীষ্টের নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মায় তোমরা ধৌত হয়েছ, পবিত্রিত হয়েছ, তোমাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।
℣ এই পবিত্র আত্মাকে তিনি আমাদের উপর প্রচুর পরিমাণে বর্ষণ করেছেন আমাদের ত্রাণকর্তা যীশুখ্রীষ্টের মাধ্যমে।

দ্বিতীয় পাঠ - সামসঙ্গীত-মালায় সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা সাম ৪৩:৩৭-৩৯

খ্রীষ্টই সকলের বীজ

এমন কেউ আছে যারা জবাইখানার মেষ হতে আহূত; এদের মধ্যে রয়েছেন আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট যিনি মেষ হলেন যাতে আমাদের কাছে নিজেকে খাদ্যরূপে দিতে পারেন। তা কেমন ঘটেছে? শোন: *আমাদের পাস্কাবলি সেই খ্রীষ্ট বলীকৃত হয়েছেন।* চিন্তা কর: যাঁকে আমরা প্রতিদিন সাক্রামেন্তের আকারে খাদ্যরূপে গ্রহণ করি, আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগের পূর্বাভাসরূপেই আমাদের পিতৃপুরুষেরাও মেষ হত্যা করে খাচ্ছিলেন বিধায় একই মেষের গুণে জবাইখানার মেষ হলেন।

পুণ্যজনেরা কিন্তু এ পবিত্র ভোজ যে শুধু ভয় করবে না এমন নয়, তারা বরং তেমন ভোজের আকাঙ্ক্ষাই করুক, কেননা স্বর্গরাজ্যে পৌঁছতে হলে অন্য উপায় নেই। স্বয়ং প্রভু বললেন, *আমার মাংস না খেলে ও আমার রক্ত পান না করলে তোমরা অনন্ত জীবন পাবেই না।* সুতরাং, প্রমাণিত হয়েছে যে, যারা তাঁকে গ্রহণ করে, তাদের জন্য আমাদের প্রভু হলেন খাদ্য, ভোজ, ও পুষ্টি। তিনি নিজে বলেন, *আমিই সেই জীবনময় রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে।*

আর তুমি যেন নিশ্চিত হতে পার যে এসব কিছু আমাদেরই জন্য সাধিত হয়েছে, ও তিনি এ উদ্দেশ্যেই আমাদের মধ্যে এসেছেন, সেজন্য পল বলেন, *আমরা সকলে সেই একরুটির অংশভাগী।*

অতএব এসো, আমরা যেন জবাইখানার মেষ হতে ভীত না হই। প্রভুও নিজের মাংস ও রক্তমূল্যে আমাদের মুক্তিকর্ম সাধন করলেন, পিতরও মণ্ডলীর জন্য বহুকষ্ট ভোগ করলেন। প্রেরিতদূত পল ও অন্যান্য প্রেরিতদূতও যথেষ্ট কষ্ট বরণ করলেন: তাঁদের কশাঘাত করা হল, পাথর ছুড়ে মারা হল, কারাগারে নিক্ষেপ করা হল। দুঃখকষ্টে তেমন সহিষ্ণুতার উপর ও সঙ্কট ও বিপদে দেখানো তেমন সাহসের উপরেই ঈশ্বরের জনগণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও মণ্ডলী বৃদ্ধিলাভ করেছে; কারণ তেমন নিপীড়নের মাঝেও প্রেরিতদূতদের উদ্দীপনা হ্রাস পাচ্ছিল না দে'খে, এমনকি এ স্বল্পায়ুর জীবনের মধ্য দিয়ে তাঁরা অনন্ত জীবন লাভ করছিলেন দেখে অনেকে সাক্ষ্যমরণের দিকে আকর্ষিত হল।

পরবর্তী পদ একথার প্রমাণ: *তুমি আমাদের বিক্ষিপ্ত করেছ বিজাতিদের মাঝে।* প্রাচীনকালের সেই নবীদের মত প্রেরিতদূতেরাও বিজাতীয়দের মধ্যে প্রেরিত হলেন ও বিধর্মীদের মাঝে তাঁদের ছড়িয়ে দেওয়া হল, যেন তেমন বিক্ষেপণের ফলে অধিক প্রচুর ফসল সংগ্রহ করা হয়। যেমন আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট গমের দানার মত মাটিতে পড়লেন ও বহুফসল উৎপন্ন করার জন্য মরলেন, তেমনি ধন্য প্রেরিতদূতেরা বিধর্মীদের মাঝে উত্তম বীজ বয়ে আনবার জন্য বিক্ষিপ্ত হলেন, যেন তাদের মাঝেও তাঁদের দৃষ্টান্ত ফল উৎপন্ন করে। শাস্ত্রে আমরা দেখি, প্রভু একদিন বললেন, *আমি তোমাদের নিযুক্ত করেছি, যেন তোমরা গিয়ে ফলশালী হয়ে ওঠ ও তোমাদের ফল স্থায়ী হতে পারে।* সুতরাং প্রভু যীশুখ্রীষ্ট বীজ হলেন, ঠিক যেমনটি আব্রাহামকে বলা হয়েছিল, *তোমার বীজের কাছে …* —আর সেই বীজ ছিলেন খ্রীষ্ট। ফলে খ্রীষ্ট হলেন সকলের বীজ; তিনি পড়তে ও বিক্ষিপ্ত হতে চাইলেন যেন আমাদের দেহের দীনতা তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ করতে পারেন।

পরিত্রাণের বীজ রূপে তিনি সকল মানুষের জন্য প্রস্ফুটিত হলেন, ও ধন্য প্রেরিতদূতেরা তাঁরই সাদৃশ্যে রূপান্তরিত হয়ে বীজরূপে সর্বত্রই প্রেরিত ও বিক্ষিপ্ত হলেন যেন বিধর্মীরা মণ্ডলী-মাঠে সংগৃহীত হয়ে সারা বিশ্বে বিস্তৃত প্রাচুর্যময় ফসলে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাঁরা বিক্ষিপ্ত হলেন যেন নতুন ফল উৎপন্ন করেন, ও সেই নতুন ফসল যেন মণ্ডলীর গোলাঘরে সংগৃহীত হতে পারে।

শ্লোক কল ১:২৪,২৯
℟ আমি যে দুঃখকষ্ট ভোগ করছি, তাতে আমি আনন্দিত,
℣ এবং যে দুঃখযন্ত্রণার অংশ খ্রীষ্টের এখনও অপূর্ণাঙ্গ রয়েছে, তা আমার নিজের মাংসে পূরণ করছি তাঁর দেহের জন্য, যে দেহ স্বয়ং মণ্ডলী।
℟ আমি পরিশ্রম করি, এবং তাঁর যে কর্মশক্তি আমার অন্তরে সপরাক্রমে সক্রিয়, সেই শক্তি দ্বারা আমার সংগ্রাম করে চলি;
℣ এবং যে দুঃখযন্ত্রণার অংশ খ্রীষ্টের এখনও অপূর্ণাঙ্গ রয়েছে, তা আমার নিজের মাংসে পূরণ করছি তাঁর দেহের জন্য, যে দেহ স্বয়ং মণ্ডলী।

৬ষ্ঠ সপ্তাহ

রবিবার

প্রথম পাঠ - ১ করি ৬:১২-২০

'আমার পক্ষে সবই বিধেয়!'

'আমার পক্ষে সবই বিধেয়!' তা হতেও পারে, কিন্তু সবই যে মঙ্গলজনক, তা নয়। হ্যাঁ, আমার পক্ষে সবই বিধেয়, কিন্তু আমি কোন কিছুর অধীনে থাকতে সম্মত নই। খাদ্য পেটের উদ্দেশ্যে, আবার পেট খাদ্যের উদ্দেশ্যে, কিন্তু ঈশ্বর

দুইয়েরই বিলোপ ঘটাবেন। দেহ যৌন অনাচারের উদ্দেশ্যে নয়, কিন্তু প্রভুর উদ্দেশ্যে, এবং প্রভু দেহের উদ্দেশ্যে। আর ঈশ্বর প্রভুকে পুনরুত্থিত করেছেন, নিজ পরাক্রম দ্বারা আমাদেরও পুনরুত্থিত করবেন। তোমরা কি একথা জান না যে, তোমাদের দেহ খ্রীষ্টের অঙ্গ? তাহলে আমি কি খ্রীষ্টের অঙ্গ নিয়ে গিয়ে তা বেশ্যার অঙ্গ করে তুলব? দূরের কথা! নাকি তোমরা জান না যে, বেশ্যার সঙ্গে যে মিলিত হয়, সে তার সঙ্গে একদেহ হয়ে যায়? বাস্তবিকই লেখা আছে: *সেই দু'জন একদেহ হবে।* কিন্তু প্রভুর সঙ্গে যে মিলিত হয়, সে প্রভুর সঙ্গে একাত্মা হয়। যৌন অনাচার এড়িয়ে চল: মানুষ আর যে কোন পাপ করে না কেন, তা তার দেহের বাইরে ঘটে; কিন্তু যৌন-ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র যে মানুষ, সে তার নিজের দেহের বিরুদ্ধেই পাপ করে। নাকি তোমরা জান না যে, তোমাদের দেহ হল পবিত্র আত্মারই মন্দির, যিনি তোমাদের অন্তরে বিদ্যমান ও যাঁকে তোমরা ঈশ্বর থেকেই পেয়েছ? আর তোমরা নিজেদের নও, মহামূল্য দিয়েই তো তোমাদের কিনে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমাদের দেহে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত কর!

শ্লোক ১ করি ৬:১৯,২০,১৭
℣ তোমরা কি জান না যে, তোমাদের দেহ হল পবিত্র আত্মারই মন্দির, যিনি তোমাদের অন্তরে বিদ্যমান, আর তোমরা নিজেদের নও?
℟ মহামূল্য দিয়েই তো তোমাদের কিনে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমাদের দেহে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত কর!
℣ প্রভুর সঙ্গে যে মিলিত হয়, সে প্রভুর সঙ্গে একাত্মা হয়। যৌন অনাচার এড়িয়ে চল;
℟ মহামূল্য দিয়েই তো তোমাদের কিনে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমাদের দেহে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত কর!

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু ইরেনেউস-লিখিত 'ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে' ৩য় পুস্তক

খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের প্রথমফল

ঐশবাণী মানুষ হলেন ও ঈশ্বরপুত্র মানবপুত্র হলেন যেন মানুষ ঐশবাণীর সঙ্গে মিলিত হয়ে ও দত্তকপুত্রত্ব লাভ করে ঈশ্বরপুত্র হয়ে উঠতে পারে।

অক্ষয়শীলতা ও অমরত্বের সঙ্গে মিলিত হওয়া ছাড়া আমরা তো অন্য কোন উপায়েই অক্ষয়শীলতা ও অমরত্ব লাভ করতে পারতাম না। আমরা কিন্তু কি করেই বা অক্ষয়শীলতা ও অমরত্বের সঙ্গে মিলিত হতে পারতাম, যদি-না আমরা যা আছি সেই অক্ষয়শীল ও অমর [ঈশ্বর] আগে তাই না হতেন, যেন যা ক্ষয়শীল তা অক্ষয়শীলতা দ্বারা ও যা মরণশীল তা অমরত্ব দ্বারা আত্মভূত করা না হত, যার ফলে আমরা দত্তকপুত্রত্ব লাভ করতে পারতাম? যিনি ঈশ্বরপুত্র ও আমাদের প্রভু, তিনি তো পিতার বাণী ও মানবপুত্র, কারণ সেই যে মারীয়া নিজে মানবজন্মের ফল হওয়ায় মানুষ ছিলেন, তাঁরই গর্ভে মানবজন্ম নিয়ে তিনি মানবপুত্র হলেন। এজন্য স্বয়ং প্রভু পৃথিবীর বুকে ও স্বর্গের ঊর্ধ্বে আমাদের এমন চিহ্ন দিলেন যা মানুষ নিজে থেকে চায়নি, কেননা মানুষ প্রত্যাশা করতে পারছিল না যে, একটি কুমারী কুমারী হয়ে থেকেও গর্ভবতী হতে ও সন্তান প্রসব করতে পারবে; এও প্রত্যাশা করতে পারছিল না যে, সেই নবজাতই আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর হবেন ও তাঁর আপন হাতের রচনা সেই মেষ যা হারিয়ে গেছিল তা খোঁজ করতে পৃথিবীর বুকে নেমে আসবেন ও খুঁজে পাওয়া মানুষকে পিতার কাছে নিবেদন ক'রে ও তার জন্য সুপারিশ ক'রে স্বর্গে আরোহণ করায় নিজেকেই মানব-পুনরুত্থানের প্রথমফল করবেন, যার ফলে যেমন মাথা মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছিলেন, তেমনি দেহের বাকি অঙ্গগুলো-স্বরূপ যে সকল মানুষ অবাধ্যতা জনিত দণ্ডকাল পূর্ণ ক'রে জীবনের অধিকারী বলে প্রতিপন্ন হবে, সেই সকল মানুষও যেন পুনরুত্থান করে। কেননা দেহ সুসংবদ্ধতা ও পরস্পর-সংযোগের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ থাকে, ঈশ্বরের পুষ্টি লাভে বৃদ্ধিশীল হয়ে ওঠে, ও এক একটা অঙ্গ দেহের অভ্যন্তরে নিজ নিজ উপযুক্ত ভূমিকা প্রাপ্ত হয়। দেহের বহু অঙ্গ রয়েছে বিধায় পিতার কাছে থাকার ঘর বহু।

অতএব ঈশ্বর সত্যিই উদারমনা হলেন—হ্যাঁ, মানুষ পতিত হলে তিনি সেই বিজয় পূর্বনিরূপণ করলেন, যে বিজয় বাণী দ্বারা দান করার কথা। কেননা শক্তি দুর্বলতায়ই সিদ্ধিলাভ করায় ঐশবাণী ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা ও অপরূপ শক্তি প্রকাশ করছিলেন।

শ্লোক ১ করি ১৫:২০,২২,২১
℣ খ্রীষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন—নিদ্রাগতদের প্রথমফসল রূপে।
℟ আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে, খ্রীষ্টেই তেমনি সকলে সঞ্জীবিত হবে।
℣ যেহেতু মানুষের মধ্য দিয়ে মৃত্যু, সেহেতু মানুষের মধ্য দিয়েও মৃতদের পুনরুত্থান।
℟ আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে, খ্রীষ্টেই তেমনি সকলে সঞ্জীবিত হবে।

সোমবার

প্রথম পাঠ - ১ করি ৭:১-২৪

বিবাহ বিষয়ক বাণী

তোমরা আমার কাছে যে সমস্ত কথা লিখেছ, সেই প্রসঙ্গে: হ্যাঁ, নারীকে স্পর্শ না করা মানুষের পক্ষে ভাল; কিন্তু যৌন দুর্নীতির আশঙ্কায় প্রত্যেক পুরুষের নিজ নিজ স্ত্রী থাকুক, প্রত্যেক নারীরও নিজ নিজ স্বামী থাকুক। স্বামী নিজের স্ত্রীর দাবি মেনে নিক; তেমনি স্ত্রীও স্বামীর দাবি মেনে নিক। স্ত্রীর দেহ স্ত্রীর অধিকারে নয়, তার স্বামীরই; তেমনি স্বামীর দেহ স্বামীর অধিকারে নয়, তার স্ত্রীরই। তোমরা পারস্পরিক মিলন পরিহার করো না; কেবল প্রার্থনায় সময় দেবার জন্য দু'জনেই

একমত হয়ে কিছু কালের মত পৃথক থাকতে পার; পরে আবার মিলিত হও, পাছে শয়তান তোমাদের দুর্বল আত্মসংযমের সুযোগ নিয়ে তোমাদের পরীক্ষার সম্মুখীন করে। তবু আমি আজ্ঞা হিসাবে নয়, অনুমতি হিসাবেই একথা বলছি। আসলে আমার ইচ্ছা এ, আমি যেভাবে আছি, সকলে যেন সেইভাবে থাকে; কিন্তু প্রত্যেকে ঈশ্বরের কাছ থেকে নিজ নিজ অনুগ্রহদান পেয়েছে, একজন এক প্রকার, অন্যজন অন্য প্রকার।

অবিবাহিত মানুষের ও বিধবার কাছে আমার কথা এ: আমি যেভাবে আছি, তাদের পক্ষে সেইভাবে থাকা ভাল; কিন্তু তারা যদি নিজেদের সংযত রাখতে না পারে, তাহলে যেন বিবাহ করে; কারণ আগুনে পুড়ে মরার চেয়ে বরং বিবাহ করাই ভাল। আর যারা বিবাহিত, তাদের কাছে এই আজ্ঞা দিচ্ছি—আমিই যে দিচ্ছি তা নয়, প্রভুই দিচ্ছেন!—স্ত্রী স্বামী থেকে যেন বিচ্ছিন্ন না হয়; বিচ্ছেদ ঘটলে সে আবার বিবাহ না করেই যেন থাকে, কিংবা স্বামীর সঙ্গে যেন পুনর্মিলিতা হয়; স্বামীও কিন্তু যেন স্ত্রীকে পরিত্যাগ না করে।

অন্য সকলকে আমি বলছি—প্রভু নয়!—যদি কোন ভাইয়ের স্ত্রী থাকে যে বিশ্বাসী নয়, আর সেই নারী তার সঙ্গে ঘর করতে রাজি, তবে সে যেন তাকে পরিত্যাগ না করে। তেমনি যে স্ত্রীর স্বামী বিশ্বাসী নয়, আর সেই লোক তার সঙ্গে ঘর করতে রাজি, তবে সে যেন স্বামীকে পরিত্যাগ না করে। কারণ অবিশ্বাসী স্বামী সেই স্ত্রীর মধ্য দিয়ে পবিত্রিত হয়ে ওঠে, এবং অবিশ্বাসী স্ত্রী সেই ভাইয়ের মধ্য দিয়ে পবিত্রিতা হয়ে ওঠে; অন্যথা, তোমাদের সন্তানেরা অশুচি হত! কিন্তু তারা আসলে পবিত্র। তবু অবিশ্বাসী যদি চলে যেতে চায়, চলে যাক; তেমন অবস্থায় সেই ভাই বা সেই বোন দাসত্বে আর আবদ্ধ নয়: ঈশ্বর শান্তি ভোগ করতেই তোমাদের আহ্বান করেছেন। আসলে তুমি, হে স্ত্রী, তুমি কী করে জান যে, তুমি তোমার স্বামীকে ত্রাণ করবে না? কিংবা, হে স্বামী, তুমি কী করে জান যে, তুমি তোমার স্ত্রীকে ত্রাণ করবে না? যাই হোক, প্রভু যাকে যেমন অবস্থায় রেখেছেন, সে সেই অনুসারে চলুক—ঈশ্বর তাকে যেমন আহ্বান করেছেন, সেইমত। আসলে এই নিয়মটা আমি সকল মণ্ডলীতেই স্থির করে থাকি। কেউ কি পরিচ্ছেদিত অবস্থায় আহূত হয়েছে? সে তার পরিচ্ছেদনের চিহ্ন মুছে দিতে চেষ্টা না করুক। কেউ কি অপরিচ্ছেদিত অবস্থায় আহূত হয়েছে? সে পরিচ্ছেদিত না হোক। পরিচ্ছেদন কিছু নয়, অপরিচ্ছেদনও কিছু নয়, ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করাই সব! আহ্বানের সময়ে যে যেমন অবস্থায় ছিল, সে সেই অবস্থায়ই থাকুক। আহ্বানের সময়ে তুমি কি ক্রীতদাস ছিলে? চিন্তা করো না; কিন্তু যদিও স্বাধীন হতে পার, তবু বরং তোমার দাসত্বকেই সার্থক কর। কারণ প্রভুতে আহূত যে ক্রীতদাস, সে আসলে প্রভু দ্বারা স্বাধীনকৃত মানুষ; তেমনি আহূত যে স্বাধীন মানুষ, সে খ্রীষ্টের ক্রীতদাস। মহামূল্য দিয়েই তোমাদের কেনা হয়েছে, মানুষদের ক্রীতদাস হয়ো না! ভাই, প্রত্যেকে যে যে অবস্থায় আহূত হয়েছিল, সে যেন সেই সেই অবস্থায়ই ঈশ্বরের সামনে থাকে।

শ্লোক মথি ১৯:৪,৫,৬; আদি ১:২৭
℣ মানুষ পিতা ও মাতাকে ত্যাগ করে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে এবং সেই দু'জন একদেহ হবে।
℟ ঈশ্বর যা সংযুক্ত করেছেন, মানুষ তা যেন বিযুক্ত না করে।
℣ স্রষ্টা আদিতে পুরুষ ও নারী করে তাদের সৃষ্টি করলেন; সুতরাং তারা আর দু'জন নয়, কিন্তু একদেহ।
℟ ঈশ্বর যা সংযুক্ত করেছেন, মানুষ তা যেন বিযুক্ত না করে।

দ্বিতীয় পাঠ - পুরাতন নিয়ম সম্বন্ধে সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি উপদেশ ৩৭:২-৩

মণ্ডলীকে মাতারূপেই ভালবাসা উচিত

তোমরা যখন শোন, *গুণবতী নারী—তাকে কে পেতে পারে?* তখন মনে করো না, একথা এমন মণ্ডলীকে নির্দেশ করছে যা গুপ্ত, বরং সেই মণ্ডলীকে নির্দেশ করছে যা এমন একজন দ্বারা পাওয়া গেল যাতে আর কারও কাছে গুপ্ত না থাকে। এবং তার বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে, তার প্রশংসা করা হচ্ছে ও তার গুণকীর্তন করা হচ্ছে যেন সেই মণ্ডলী মাতারূপেই আমাদের সকলের ভালবাসার পাত্র হতে পারে, কারণ মণ্ডলী কেবল সেই একজনেরই কনে। *গুণবতী নারী—তাকে কে পেতে পারে?* আর কেইবা তেমন গুণবতী নারীকে দেখতে না পায়? মণ্ডলীকেই তো ইতিমধ্যে পাওয়া গেল: সে এত উচ্চ স্থানে উন্নীতা যেন সকলেরই দৃষ্টিগোচর হতে পারে আর সকলে যেন তাকে গৌরবান্বিতা, অলঙ্কৃতা, উজ্জ্বল ও সারা বিশ্বে বিস্তৃতা বলে দেখতে পায়। *মণিমুক্তার চেয়েও তার মূল্য অনেক বেশি।* তোমরা যদি রত্নার প্রতি মানুষের আকর্ষণ ও রত্নার নিজের মূল্য ভাব, তাহলে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে যখন মণ্ডলীকে তেমন রত্নাগুলোর চেয়েও মূল্যবান বলা হয়? আসলে তার সঙ্গে কোন তুলনা করা যায় না।

তার মধ্যে মূল্যবান বহু রত্ন রয়েছে, আর এ রত্নগুলো এত মূল্যবান যে, সেগুলোকে জীবন্তও বলা হয়; সুতরাং মূল্যবান বহু পাথর তাকে অলঙ্কৃতা করে, তবু মণ্ডলী নিজেই সেগুলোর চেয়ে অধিক মূল্যবান। আমি তোমাদের কাছে এ মূল্যবান পাথরগুলির প্রশংসা করতে চাই—আমি যতখানি বুঝি, তোমরাও তো ততখানি বোঝ বটে; আমি কিন্তু যতখানি ভীত, তোমাদেরও সেই ভয় ততখানি অনুভব করতে হবে। মণ্ডলীতে মূল্যবান বহু পাথর আছে ও সবসময়ই ছিল, তথা সেই সকল বিজ্ঞ লোক যারা সুবুদ্ধি, ভাষ্য ও বিধানের সমস্ত জ্ঞানে পরিপূর্ণ। এরা স্পষ্টই মূল্যবান রত্ন; অথচ এ রত্নগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটা এ নারীর অলঙ্কার থেকে বিচ্ছিন্ন হল।

প্রভুর ধর্মতত্ত্ব উজ্জ্বল, আর যে অর্থে এ ধর্মতত্ত্ব ও ভাষ্যের দিক দিয়ে যা উজ্জ্বল রত্ন বলে গণ্য, সেই অর্থে সিপ্রিয়ান মূল্যবান রত্ন ছিলেন—তিনি কিন্তু সেই অলঙ্কারে থেকে গেলেন। দনাতুসও রত্ন ছিলেন, তিনি কিন্তু সেই অলঙ্কার থেকে বিচ্ছিন্ন হলেন। যিনি থাকলেন, তিনি তারই মধ্যে নিজেকে ভালবাসতে চাইলেন; কিন্তু যিনি বিচ্ছিন্ন হলেন, তিনি তার চেয়ে নিজেরই সুনামের অন্বেষণ করলেন। তার সঙ্গে থেকে প্রথমজন তার কাছে অপরকে একত্রিত করলেন; তার কাছ থেকে

বিচ্ছিন্ন হয়ে দ্বিতীয়জন অপরকে একত্রিত নয়, ছিন্ন-বিচ্ছিন্নই করার অভিপ্রায় করলেন। রত্নটা যদি সেই নারীর অলঙ্কারে না বসে, তবে অন্ধকারেই পড়ে যায়; দনাতুসের পক্ষে এ নারীর অলঙ্কারের সঙ্গে যুক্ত থাকা, এমনকি বিশ্বস্ততার সঙ্গেই যুক্ত থাকা প্রয়োজন ছিল!

মূল্যবান রত্নের অর্থ হল যে, সেই রত্ন দামী বলে গণ্য; কিন্তু যার ভালবাসা নেই, সে মূল্যহীন, তার আর কোন দাম নেই। নিজের শিক্ষা নিয়ে সে যতই গর্ব করুক না কেন, নিজের ভাষা নিয়েও সে যতই গর্ব করুক না কেন, সে কিন্তু তারই কথা শুনুক যে এ নারীর প্রকৃত রত্নের মূল্য বোঝে। আবার বলছি, সে তারই কথা শুনুক যে তেমন অলঙ্কার বিষয়ে দক্ষ স্বর্ণকার। কেনই বা ভাষা মূল্যবান নয়, কিন্তু মূল্যহীন পাথর? এবিষয়ে প্রেরিতদূত বলেন, *আমি মানুষের ও স্বর্গদূতের ভাষায় কথা বলতে পারলেও আমার যদি ভালবাসা না থাকে, তবে আমি ঢংঢঙানো কাঁসর বা ঝনঝনে কর্‌তালমাত্র।* পাথরটা কোথায় গেল? পাথরটা আর ঝক্‌ঝক করছে না, কিন্তু ঝনঝনে শব্দ দিচ্ছে! সুতরাং, তোমরা যারা স্বর্গরাজ্য অর্জন করতে ইচ্ছা কর, পাথরগুলোর প্রকৃত মূল্য বুঝতে শেখ। এ নারীর অলঙ্কার ছাড়া অন্য পাথর যেন তোমাদের আকর্ষণ না করে। মূল্যবান পাথরগুলোর চেয়ে অধিক অমূল্য যে নারী, সে নিজেই নিজের অলঙ্কারের মূল্য।

শ্লোক ইসা ৫৪:১২,১১
প্ নগরীর সমস্ত প্রাচীর-বেষ্টনী বহুমূল্য মণিমুক্তা দিয়ে আবিষ্ট হবে।
উ আমি পদ্মরাগমণি দিয়ে তোমার আলিসা নির্মাণ করব।
প্ দেখ, আমি রসাঞ্জনের উপরে তোমার পাথর বসাব, নীলমণির উপরে তোমার ভিত স্থাপন করব।
উ আমি পদ্মরাগমণি দিয়ে তোমার আলিসা নির্মাণ করব।

মঙ্গলবার

প্রথম পাঠ - ১ করি ৭:২৫-৪০

কৌমার্য ও দাম্পত্য-জীবন

কৌমার্য-পালন বিষয়ে আমি প্রভুর কাছ থেকে কোন নির্দেশ পাইনি। তবে প্রভুর কৃপায় বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি হিসাবে আমি আমার নিজের অভিমত জানাচ্ছি। তাই আমি মনে করি, বর্তমান পরিস্থিতির জন্য এ ভাল, অর্থাৎ মানুষ যে অবস্থায় আছে, তার পক্ষে সেই অবস্থায় থাকা ভাল। তুমি কি কোন স্ত্রীতে আবদ্ধ? নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করো না। তুমি কি কোন স্ত্রী থেকে মুক্ত? স্ত্রী নিতে চেষ্টা করো না। তবু বিবাহ করলেও তোমার পাপ হবে না; আর কুমারী যদি বিবাহ করে, তারও পাপ হবে না। তথাপি তেমন বিবাহিত লোকেরা সংসারে যথেষ্ট জ্বালাযন্ত্রণা ভোগ করবে; আর আমি তোমাদের রেহাই দিতে চাচ্ছি!

ভাই, তোমাদের আমি যা বলতে চাচ্ছি, তা এ: সময় আর বেশি নেই; এখন থেকে, যাদের স্ত্রী আছে, তারা এমনভাবে চলুক তাদের যেন স্ত্রী নেই; এবং যারা শোকার্ত, তারা যেন শোকার্ত নয়; যারা আনন্দিত, তারা যেন আনন্দিত নয়; যারা কেনে, তারা যেন কিছুর মালিক নয়; যারা এসংসারের কোন কাজে আবদ্ধ, তারা যেন তার সঙ্গে সম্পূর্ণ জড়িত নয়, কেননা এই সংসারের চেহারা লোপ পেতে চলেছে। কিন্তু আমি ইচ্ছা করি, তোমরা দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকবে। যে অবিবাহিত, সে চিন্তা করে প্রভুরই কাজের কথা, কি ক'রে সে প্রভুকে তুষ্ট করতে পারে। কিন্তু যে বিবাহিত, সে চিন্তা করে এসংসারেরই কাজের কথা, কি ক'রে সে স্ত্রীকে তুষ্ট করতে পারে; এতে সে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তেমনিভাবে অবিবাহিতা নারী কিংবা কুমারীও চিন্তা করে প্রভুর কাজের কথা, সে যেন দেহে ও আত্মায় নিজেকে পবিত্র রাখতে পারে; কিন্তু বিবাহিতা নারী চিন্তা করে এসংসারেরই কাজের কথা, কি ক'রে সে স্বামীকে তুষ্ট করতে পারে। তোমাদের ভালোর জন্যই আমি এই কথা বলছি; গলায় দড়ি দিয়ে তোমাদের বেঁধে রাখবার জন্য নয়, কিন্তু যা সমীচীন, তোমরা যেন তাই করে একাগ্র মনে প্রভুর প্রতি আকৃষ্ট থাক।

কিন্তু অধিক যৌন প্রবণতার কারণে কেউ যদি মনে করে, সে নিজ বাগদত্তা বধূর কুমারীত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে পারবে না, সুতরাং যা করার তা করা-ই উচিত, তাহলে সে যা ভাল মনে করে তা-ই করুক; তার পাপ হবে না—অর্থাৎ তারা বিবাহ করুক। কিন্তু নিজের মনে যে মানুষ স্থিরসঙ্কল্পবদ্ধ—সে তো কোন দিকে বাধ্যও নয়, তার ইচ্ছাও তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আছে—সে যদি নিজের মনে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ হয় যে, সে তার নিজের বাগদত্তা বধূর কুমারীত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখবে, তাহলে সে ভালই করে। এক কথায়, যে নিজের বাগদত্তা বধূকে বিবাহ করে, সে ভাল করে; এবং যে তাকে বিবাহ করে না, সে আরও ভাল করে।

যতদিন স্বামী জীবিত থাকে, ততদিন স্ত্রী আবদ্ধা থাকে, কিন্তু স্বামীর মৃত্যু হলে, সে যাকে ইচ্ছা করে তার সঙ্গে বিবাহ করতে স্বাধীনা: কিন্তু এ যেন প্রভুতেই ঘটে। তবু আমার মতে, সে যদি সেই অবস্থায় থাকে, তবে আরও সুখী হবে। আর আমি মনে করি, আমিও ঈশ্বরের আত্মাকে পেয়েছি।

শ্লোক ১ করি ৭:২৯-৩১; ১ যোহন ২:১৫
প্ সময় আর বেশি নেই; এখন থেকে, যারা এসংসারের কোন কাজে আবদ্ধ, তারা যেন তার সঙ্গে সম্পূর্ণ জড়িত নয়,
উ কেননা এই সংসারের চেহারা লোপ পেতে চলেছে।
প্ সংসার ও সংসারের কোন কিছুই তোমরা ভালবেসো না,
উ কেননা এই সংসারের চেহারা লোপ পেতে চলেছে।

সময় অল্প

সরুই সেই দরজা ও সঙ্কীর্ণই সেই পথ, যা জীবনের দিকে নিয়ে যায়: আর সেখানে কেউই প্রবেশ করতে পারত না, পদার্পণও করতে পারত না, যদি-না খ্রীষ্ট নিজেকে পথ করে সেই দুর্গম প্রবেশদ্বার না খুলে দিতেন, ও নিজেকে পথদিশারী করে যাত্রা সম্ভব না করতেন; কারণ তিনিই তো শ্রমে প্রবেশ করান, আবার বিশ্রাম দান করেন। যাঁর মধ্যে আমাদের অনন্ত জীবনের প্রত্যাশা রয়েছে, তাঁর মধ্যে ধৈর্যের দৃষ্টান্তও উপস্থিত: *যদি কষ্ট সহ্য করি, তবে রাজত্বও করব তাঁর সঙ্গে,* কারণ প্রেরিতদূতের কথা অনুসারে, *যে বলে, সে খ্রীষ্টেতে বসবাস করে, তাকেও সেইভাবে চলতে হয় তিনি নিজে যেভাবে চলেছেন।* অন্যথা আমাদের বিশ্বাস-স্বীকৃতি মিথ্যাই, যাঁর নামে গৌরব করি আমরা যদি তাঁর সেই আজ্ঞাগুলি মেনে না চলি; আর সেই আজ্ঞাগুলি আমাদের পক্ষে ভারী হত না, এমনকি যত বিপদ থেকেই আমাদের রক্ষা করত, আমরা যদি তাই ভালবাসতাম তিনি যা ভালবাসতে আজ্ঞা করলেন।

বস্তুতপক্ষে দুই ধরনের ভালবাসা রয়েছে যা থেকে আমাদের নানা ইচ্ছা উদ্গত; এ ভালবাসা দু'টোর গুণ যেমন ভিন্ন, সেগুলোর গতিও তেমনি ভিন্ন। বুদ্ধিসম্পন্ন আত্মা, যা ভালবাসা ছাড়া থাকতে পারে না, হয় ঈশ্বরকে না হয় জগৎকে ভালবাসে। ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা কখনও অতিরিক্ত নয়, কিন্তু জগতের প্রতি ভালবাসায় সবকিছুই ক্ষতিকর। এজন্য শাশ্বত মঙ্গলকে অবিরতই আঁকড়িয়ে ধরা দরকার, অন্যদিকে পার্থিব যত কিছু ক্ষণস্থায়ী বলেই ভোগ করা দরকার, যাতে করে মাতৃভূমির দিকে ফেরার পথে প্রবাসী এই আমরা সৌভাগ্যের যা কিছু এজগতে ঘটে তা এজগতে থাকবার আমন্ত্রণ নয়, বরং পাথেয় বলেই গণ্য করি। একারণে ধন্য প্রেরিতদূত একথা বলেন, *সময় আর বেশি নেই; এখন থেকে, যাদের স্ত্রী আছে, তারা এমনভাবে চলুক তাদের যেন স্ত্রী নেই; এবং যারা শোকার্ত, তারা যেন শোকার্ত নয়; যারা আনন্দিত, তারা যেন আনন্দিত নয়; যারা কেনে, তারা যেন কিছুর মালিক নয়; যারা এসংসারের কোন কাজে আবদ্ধ, তারা যেন তার সঙ্গে সম্পূর্ণ জড়িত নয়, কেননা এই সংসারের চেহারা লোপ পেতে চলেছে।* মানুষ কিন্তু দৃশ্যগত সবকিছুর সৌন্দর্য, প্রাচুর্য ও বৈচিত্রের আকর্ষণে আকর্ষিত ও তা থেকে সহজে বিচ্ছিন্ন হতে চায় না যদি-না সৃষ্টির চেয়ে স্রষ্টাই বরং প্রেমের পাত্র না হন। তিনি যখন বলেন, *তুমি তোমার প্রভু পরমেশ্বরকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত মন দিয়ে ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাসবে,* তখন তিনি ইচ্ছা করেন, আমরা কোন ব্যাপারেই তাঁর ভালবাসার বাঁধন খুলে ছেড়ে দেব না। আর যখন তিনি প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসার আদেশ এ আজ্ঞার সঙ্গে যোগ করে দেন, তখন দাবি করেন আমরা তাঁর মঙ্গলময়তার অনুকরণ করব, যাতে তিনি যা ভালবাসেন আমরা তাই ভালবাসি, আর তিনি যা করেন আমরা তাই করি। কেননা যদিও আমরা *ঈশ্বরেরই খেত ও ঈশ্বরেরই গাঁথনি, যে পোঁতে সে কিছু নয়, যে জল দেয় সেও কিছু নয়, যিনি বৃদ্ধি ঘটান, কেবল সেই ঈশ্বরই সব,* তবু সমস্ত ব্যাপারে তিনি আমাদের সেবাকর্মের সহযোগিতা দাবি করেন, এবং চান আমরা তাঁর মঙ্গলদানগুলি বিতরণ করব, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি যে বহন করে, সে যেন তাঁর ইচ্ছাও পালন করে। এজন্যই তো প্রভুর প্রার্থনায় আমরা বলি, *তোমার রাজ্যের আগমন হোক, তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে, তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক।* তেমন কথা দ্বারা আমরা এছাড়া আর কীবা যাচনা করি, তিনি যেন তাদেরই নিজের অধীনে আনেন যারা এখনও তাঁর অধীন নয়, ও এই মর্তে মানুষকে তাঁর নিজের ইচ্ছার সেবাকর্মী করেন যেভাবে স্বর্গে দূতেরা করে থাকেন? তা যাচনা করে আমরা ঈশ্বরকে ভালবাসি, প্রতিবেশীকেও ভালবাসি। আর যখন আকাঙ্ক্ষা করি, প্রভু-তিনি আদেশ করবেন ও সেবক-আমরা সেবা করব, তখন আমাদের মধ্যে এ ভালবাসা ভিন্ন নয়, এক।

শ্লোক রো ৮:২৩; ১ বংশ ২৯:১৫

প্র আমরা যারা ঐশআত্মার প্রথমফসল পেয়ে থাকি,

উ আমরা নিজেরাও দত্তকপুত্রত্ব লাভের প্রতীক্ষায়, আমাদের দেহের মুক্তিরই প্রতীক্ষায় অন্তরে আর্তনাদ করছি।

প্র আমাদের পিতৃপুরুষদের মত আমরাও তোমার সামনে বিদেশী ও প্রবাসী;

উ আমরা নিজেরাও দত্তকপুত্রত্ব লাভের প্রতীক্ষায়, আমাদের দেহের মুক্তিরই প্রতীক্ষায় অন্তরে আর্তনাদ করছি।

বুধবার

প্রথম পাঠ - ১ করি ৮:১-১৩

প্রতিমার কাছে উৎসর্গ-করা খাদ্যের বিষয়

ভ্রাতৃগণ, এবার প্রতিমার কাছে উৎসর্গ-করা খাদ্যের বিষয়: আমরা জানি যে, আমাদের সকলের জ্ঞান আছে। কিন্তু জ্ঞান মানুষকে স্ফীত করে, অপরদিকে ভালবাসা গেঁথে তোলে। কেউ যদি মনে করে, সে কিছু জানে, তবে যেভাবে জানা উচিত, সেইভাবে সে এখনও কিছুই জানতে পারেনি। কিন্তু কেউ যদি ঈশ্বরকে ভালবাসে, সে তাঁর কাছে পরিচিত। প্রতিমার কাছে উৎসর্গ-করা খাদ্য খাওয়া প্রসঙ্গে আমরা তো জানি: প্রতিমা বলতে জগতে এমন কিছু নেই, এবং এক ঈশ্বর ছাড়া দ্বিতীয় কোন ঈশ্বর নেই। কেননা স্বর্গে বা পৃথিবীতে যাদের দেবতা বলা হয়, এমন কতগুলি যদিও থাকে—আর আসলে বহু দেবতা ও বহু প্রভু আছে!—তবু আমাদের জন্য মাত্র এক ঈশ্বর আছেন, তিনি সেই পিতা, যাঁর কাছ থেকে সমস্ত কিছুই আগত, ও আমরা যাঁরই জন্য; এবং মাত্র এক প্রভু আছেন, তিনি সেই যীশুখ্রীষ্ট, যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্ট, এবং যাঁরই দ্বারা আমরাও জীবিত।

তবু তেমন জ্ঞান সকলের নেই; কিন্তু অনেক লোক আছে, যারা কিছু দিন আগে পর্যন্ত প্রতিমা-পূজা করতে অভ্যস্ত ছিল বিধায় প্রতিমার কাছে উৎসর্গ-করা খাদ্যকে প্রসাদ বলে গ্রহণ করে; এবং তাদের বিবেক দুর্বল হওয়ায় কলুষিত হয়। কিন্তু কোন খাদ্য আমাদের জন্য ঈশ্বরের সান্নিধ্য জয় করতে পারে না; তা না খেলেও আমাদের কোন ক্ষতি হয় না, আবার খেলেও আমাদের কোন লাভ হয় না। কিন্তু সাবধান থাক, তোমাদের এই যোগ্যতা যেন দুর্বলদের স্খলনের কারণ না হয়ে ওঠে। কারণ, কেউ যদি তোমার মত জ্ঞানী মানুষকে দেবমন্দিরে কিছু খেতে দেখে, তবে দুর্বল মানুষ হওয়ায় তার বিবেক কি প্রতিমার কাছে উৎসর্গ-করা খাদ্য খেতে আকর্ষিত হবে না? বস্তুত তোমার জ্ঞানের কারণে সেই দুর্বল মানুষ, তোমার সেই ভাই যার জন্য খ্রীষ্ট মরেছেন, তার বিনাশ ঘটে। ভাইদের বিরুদ্ধে তেমন পাপ করলে, ও তাদের দুর্বল বিবেকে তেমন আঘাত করলে তোমরা খ্রীষ্টেরই বিরুদ্ধে পাপ কর। সুতরাং কোন খাদ্য যদি আমার ভাইয়ের স্খলন ঘটায়, তাহলে আমি আর কখনও মাংস খাব না, পাছে আমার ভাইয়ের স্খলন ঘটাই।

শ্লোক ১ করি ৮:৫,৬,৪
℣ স্বর্গে বা পৃথিবীতে যাদের দেবতা বলা হয়, এমন কতগুলি যদিও থাকে, তবু আমাদের জন্য মাত্র এক ঈশ্বর আছেন, তিনি সেই পিতা,
℟ এবং মাত্র এক প্রভু আছেন, তিনি সেই যীশুখ্রীষ্ট, যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্ট, এবং যাঁরই দ্বারা আমরাও জীবিত।
℣ আমরা তো জানি, প্রতিমা বলতে জগতে এমন কিছু নেই। মাত্র এক ঈশ্বরই আছেন,
℟ এবং মাত্র এক প্রভু আছেন, তিনি সেই যীশুখ্রীষ্ট, যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্ট, এবং যাঁরই দ্বারা আমরাও জীবিত।

দ্বিতীয় পাঠ - নিকোলাস কাবাসিলাস-লিখিত 'খ্রীষ্টে জীবন' ৬ষ্ঠ পুস্তক

যারা সংগ্রাম করে, স্বয়ং যীশুই তাদের পুরস্কার ও জয়মালা

যারা খ্রীষ্টের ও সদ্‌গুণের ভালবাসায় আসক্ত, তারা নির্যাতন বহন করতে প্রস্তুত, এবং প্রয়োজন হলে প্রবাস অস্বীকার করে না ও আনন্দের সঙ্গে যত জঘন্য দুর্নামও গ্রহণ করে, কারণ তাদের জন্য স্বর্গে সঞ্চিত মহান ও মূল্যবান পুরস্কার বিষয়ে তারা নিশ্চিত।

যিনি সংগ্রামের পুরস্কার-দানকারী, সেই প্রভুর প্রতি ভালবাসার আর একটা ফল এ: সেই ভালবাসা এখনও অদৃশ্য পুরস্কারে বিশ্বাস সঞ্চার করে ও ভাবী মঙ্গলদানগুলির প্রত্যাশা দৃঢ়তর করে তোলে। যারা খ্রীষ্টকে ধ্যান করে ও তাঁর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে, সেই ভালবাসা তাদের প্রজ্ঞাবান করে, ও তাদের অন্তর মমতাপূর্ণ করে সেই মানব দুর্দশার প্রতি যা তারা ভাল করেই জানে। সেই ভালবাসা তাদের কোমলপ্রাণ, ন্যায়বান, বিনম্র, মমতাপূর্ণ করে; আবার, ভালবাসা ও শান্তির মাধ্যমও করে তোলে; খ্রীষ্টের ও সদ্‌গুণের প্রতি তাদের এতই আসক্ত করে যে, তারা এর জন্য কষ্টভোগ করতে প্রস্তুত শুধু নয়, তারা বরং শান্ত মনে অপমান সহ্য করে ও নির্যাতনে উল্লাস করে। এক কথায়, তেমন ধ্যান থেকে আমরাও অতি মহান উপকার লাভ করতে পারি ও আনন্দ পেতে পারি। এভাবে আমরা অধিক মঙ্গলময় সেই প্রভুতে নিজেদের মন পবিত্র, সদ্‌গুণের বিভা অক্ষুণ্ন, প্রাণ উত্তরোত্তর উত্তম, সাক্রামেন্তগুলিতে পাওয়া ঐশ্বর্য সংরক্ষিত ও রাজকীয় পোশাক নির্মল ও অক্ষুণ্ন রাখতে পারি।

যেমন আত্মসংযম ও সুবুদ্ধি-প্রয়োগ হল মানবস্বরূপের স্বীয় বৈশিষ্ট্য, তেমনি আমাদের স্বীকার করতে হবে, খ্রীষ্টধ্যানই আমাদের মনের অবিরত কাজ হওয়ার কথা। আর একথা তখন আরও যুক্তিসঙ্গত হয়ে ওঠে আমরা যখন ভাবি যে, মানুষের পক্ষে যে আদর্শের দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখা উচিত—ব্যাপারটা নিজের কি পরের উপকার হোক না কেন—সেই আদর্শ খ্রীষ্টই মাত্র। কেবল তিনিই মানুষের কাছে নিজের প্রতি ও পরের প্রতি প্রকৃত ধর্মময়তা দেখাতে পারেন; এমনকি, যারা সংগ্রাম করে, তিনি নিজেই তাদের পুরস্কার ও বিজয়মালা।

সুতরাং, তাঁর জীবনের কথা যত মনোযোগের সঙ্গে ধ্যান ক'রে তাঁর দিকেই চোখ নিবদ্ধ রাখা দরকার, যেন তাঁরই কাছে শিখতে পারি কীভাবে আমাদের কষ্টভোগ করা উচিত। ক্রীড়াঙ্গনে প্রতিযোগীদের সামনে পুরস্কার তুলে ধরা আছে; সেই পুরস্কারের দিকে লক্ষ করে তারা লড়াইতে নামে; আর পুরস্কার যত সুন্দর, তাদের প্রচেষ্টা তত মহান। এসব কিছু ছাড়া কেইবা জানে না, কেবল তিনিই নিজের রক্তমূল্যেই আমাদের মুক্তি দিতে ইচ্ছা করলেন? ফলে এমন আর কেউই নেই যার সেবা করা উচিত ও যার জন্য নিজেদের সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দেওয়া উচিত: দেহ, আত্মা, ভালবাসা, স্মরণশক্তি ও মনের বাকি অন্য গতি এ উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হোক। এজন্য পল বলেন, *তোমরা নিজেদের নও, মহামূল্য দিয়েই তো তোমাদের কিনে নেওয়া হয়েছে।*

শ্লোক শিষ্য ১৩:৪৮,৪৯
℣ ঈশ্বরের বাণী শুনে বিজাতীয়রা আনন্দিত হল,
℟ এবং অনন্ত জীবন লাভের জন্য নিরূপিত সকল মানুষ বিশ্বাসী হল।
℣ প্রভুর বাণী সর্বস্থানেই পরিব্যাপ্তি লাভ করল,
℟ এবং অনন্ত জীবন লাভের জন্য নিরূপিত সকল মানুষ বিশ্বাসী হল।

বৃহস্পতিবার

প্রথম পাঠ - ১ করি ৯:১-১৮

পলের স্বাধীনতা ও তাঁর ভ্রাতৃপ্রেমের আদর্শ

আমি কি স্বাধীন নই? আমি কি প্রেরিতদূত নই? আমাদের প্রভু যীশুকে আমি কি দেখিনি? তোমরা কি প্রভুতে আমার কাজের ফল নও? যদিও অন্যান্যদের কাছে আমি প্রেরিতদূত নই, তবু তোমাদের কাছে আমি তাই বটে, কারণ প্রভুতে তোমরাই প্রেরিতদূত এই আমারই কাজের সীলমোহর। যারা আমার বিরুদ্ধে নানা প্রশ্ন উত্থাপন করে, তাদের কাছে আত্মপক্ষ সমর্থনে এ-ই আমার উত্তর। খোরাক পাবার অধিকার কি আমাদের নেই? জায়গায় জায়গায় একজন ধর্মবোনকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার অধিকার কি আমাদের নেই? অন্যান্য প্রেরিতদূত ও প্রভুর ভাইয়েরা ও কেফাস্‌ও কি তাই করেন না? কিংবা কাজ না করার অধিকার কি শুধু আমার ও বার্নাবাসের নেই? কোন্ সৈন্য নিজের খরচে সৈনিকের কাজ করে? আর কেইবা আঙুরখেত চাষ করে কিন্তু তার ফল খায় না? আবার, কে পাল চরায়, কিন্তু পালের দুধ খায় না? একথা কি মানবীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আমার নিজেরই কথা, না বিধানেরও নিজেরই কথা? কেননা মোশীর বিধানে লেখা আছে, *যে বলদ শস্য মাড়াই করছে, তার মুখে জালতি বাঁধবে না।* বলদকে নিয়েই কি ঈশ্বরের চিন্তা? নাকি তিনি ঠিক আমাদেরই লক্ষ্য করে কথাটা বললেন? বস্তুত আমাদেরই খাতিরে কথাটা লেখা হয়েছে, কারণ যে চাষ করে, তার উচিত, প্রত্যাশাতেই চাষ করা, যেভাবে যে শস্য মাড়াই করে, তার উচিত, নিজের অংশ পাবার প্রত্যাশাতেই শস্য মাড়াই করা। আমরা যখন তোমাদের মধ্যে আত্মিক বীজ বুনেছি, তখন যদি তোমাদের কাছ থেকে পার্থিব ফসল সংগ্রহ করি, তবে তা কি তত বিরাট দাবি? যখন তোমাদের উপরে তেমন অধিকার অন্যান্যদেরই আছে, তখন কি আমাদের বেশি অধিকার নেই? অথচ আমরা এই অধিকার অনুশীলন করি না, সমস্ত কিছুই বরং সহ্য করি, যেন খ্রীষ্টের সুসমাচারের কোন বাধা সৃষ্টি না করি। তোমরা কি জান না যে, যারা মন্দিরে কাজ করে, তারা মন্দির থেকেই খাবার পায়, আর যারা যজ্ঞবেদিতে যজনকর্ম করে, তারা যজ্ঞবেদিতে উৎসর্গ-করা বলির অংশ পায়? তেমনি প্রভু সুসমাচার-প্রচারকদের জন্য এই নিয়ম দিয়েছিলেন যে, সুসমাচার-প্রচারই হবে তাদের জীবিকা। আমি কিন্তু এই সমস্ত অধিকারের একটাও অনুশীলন করিনি; আর যেন আমার সম্বন্ধে সেইমত ব্যবহার করা হয়, এজন্যই যে এই সমস্ত কথা লিখছি, তা নয়; এর চেয়ে আমি বরং মরতাম। কিন্তু কেউই আমার এই গর্ব নস্যাৎ করতে পারবে না! কেননা আমি যদিও সুসমাচার প্রচার করি, তবু আমার পক্ষে তাতে গর্ব করার কিছু নেই, কারণ তা করতে আমি নিজেকে বাধ্যই মনে করি; ধিক্ আমাকে, যদি সুসমাচার প্রচার না করতাম! বস্তুত আমি যদি নিজে থেকেই তা করতাম, তবে আমার মজুরি পাবার অধিকার থাকত; কিন্তু যদি নিজে থেকেই না করি, তবে তা এমন কর্তব্য যা আমার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। তাহলে আমার মজুরি কী? মজুরি এই যে, সুসমাচার প্রচার কাজে আমার যা পাবার অধিকার আছে, তা অনুশীলন না করে আমি কোন মজুরিই প্রত্যাশা না রেখে সুসমাচার প্রচার করে চলি।

শ্লোক ১ করি ৯:১৬,২ দ্রঃ

প্রঃ সুসমাচার প্রচার করা আমার পক্ষে গর্ব নয়, বরং কর্তব্য।

উঃ ধিক্ আমাকে, যদি সুসমাচার না প্রচার করি!

প্রঃ যদিও অন্যান্যদের কাছে আমি প্রেরিতদূত নই, তবু তোমাদের কাছে আমি তাই বটে, কারণ প্রভুতে তোমরাই প্রেরিতদূত এই আমারই কাজের সীলমোহর।

উঃ ধিক্ আমাকে, যদি সুসমাচার না প্রচার করি!

দ্বিতীয় পাঠ - ইসাইয়ার পুস্তকে আলেক্‌জান্দ্রিয়ার ধর্মপাল সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা — ৪র্থ পুস্তক ২

প্রেরিতদূতেরা জগতের কাছে আনন্দের সংবাদ দেন

আকাশমণ্ডল, আনন্দ কর, কারণ প্রভু ইস্রায়েলের প্রতি করুণা দেখিয়েছেন; হে পৃথিবীর ভিত, তুরি বাজাও। ঈশ্বর ইস্রায়েলের প্রতি করুণা দেখিয়েছেন বিধায়—দেহগত ইস্রায়েলের প্রতি শুধু নয়, আধ্যাত্মিক ইস্রায়েলেরও প্রতি করুণা দেখিয়েছেন বিধায় আকাশমণ্ডল উল্লাস করতে করতে পৃথিবীর ভিত তথা সুসমাচারের দৈববাণীর সেবকেরাই তুরি বাজাচ্ছিলেন, ও তাঁদের তীব্রতম কণ্ঠস্বর সর্বস্থানে ছড়িয়ে পড়ছিল। পবিত্র তুরির মতই যেন তাঁরা চারদিকে নিজেদের সুর ধ্বনিত করলেন; তাতে সর্বস্থানের ভীনজাতিদের কাছে ত্রাণকর্তার গৌরবের কথা ঘোষণা করলেন ও খ্রীষ্টজ্ঞান লাভ করতে তাদের সকলকেই আহ্বান করলেন যারা পরিচ্ছেদন থেকে আগত ও যারা পূর্বে স্রষ্টার চেয়ে সৃষ্টির দিকেই নিজেদের উপাসনার অঞ্জলি নিবেদন করছিল।

তবু আমরা কেনই বা প্রেরিতদূতদের পৃথিবীর ভিত বলে অভিহিত করি? বস্তুতপক্ষে খ্রীষ্টই সবকিছুর ভিত ও অবিচল অবলম্বন; তিনিই তো সবকিছু সুসংবদ্ধ করে রাখেন ও ধারণ করে থাকেন যেন সেই সবকিছু দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকে; কেননা আমরা সকলে তাঁর উপরেই গাঁথা; হ্যাঁ, আমরা হলাম সেই আত্মিক গৃহ যা সেই পবিত্র মন্দির হবার জন্য, তাঁর আপন আবাস হবার জন্যই পবিত্র আত্মা দ্বারা একত্রে সুসংবদ্ধ হয়েছে, কেননা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট আমাদের হৃদয়ে বাস করেন।

আরও, সেই প্রেরিতদূত ও সুসমাচার-রচয়িতাগণ আমাদের কাছাকাছি ভিত হিসাবেও গণ্য হতে পারেন, যেহেতু তাঁরাই খ্রীষ্টের প্রত্যক্ষ সাক্ষী, ও বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্য তাঁর বাণীর সেবক। তাই আমরা যখন বুঝতে পারব যে তাঁরা যা যা সম্প্রদান করে এসেছেন তা আমাদের পক্ষে পালনীয়, তখনই আমরা এমন খাঁটি বিশ্বাস রক্ষা করতে পারব, যা কোন কিছুতেই খ্রীষ্ট থেকে সরে যায় না, বিপথেও যায় না। কেননা যখন ধন্য পিতর অনিন্দনীয় প্রজ্ঞায় এ কথায় তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্বীকার করেছিলেন *আপনিই সেই খ্রীষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র,* তখন খ্রীষ্ট এই উত্তর দিয়েছিলেন: *তুমি পিতর, আর এই*

শৈলের উপরে আমি আমার জনমণ্ডলী গেঁথে তুলব, যার অর্থ—আমার মতে—হল যে, সেই পাথর হল শিষ্যের বিশ্বাসের অবিচল শৈল।

সামসঙ্গীত-রচয়িতাও বললেন, *তাঁর ভিত পবিত্র পর্বতশ্রেণীর চূড়ায়।* পর্বতশ্রেণীর সঙ্গে প্রেরিতদূত ও সুসমাচার-রচয়িতাদের এ তুলনা সত্যি উপযুক্ত, কারণ তাঁদের খ্রীষ্টজ্ঞান উত্তরপুরুষদের জন্য ভিত্তির মতই দৃঢ়স্থাপিত হল, যারা তাঁদের জালে পড়ে ধর্মান্তরিত হবে, তাদের যেন এমনটি না ঘটে যে, তারা বিশ্বাস-ভ্রান্তিতে পড়বে। সুতরাং 'পৃথিবীর ভিত সত্যিই তুরি বাজাল', এপ্রসঙ্গে আমার উপস্থাপিত ব্যাখ্যা যুক্তিসঙ্গত মনে হয়; কেননা মোশী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কথা বলছিলেন বটে, কিন্তু কথা বলতে ধীর ছিলেন; বিধানের কণ্ঠও তত দূরে শোনা যেত না, কেবল যুদেয়ার মধ্যেই শোনা যেত। অতএব, তোমরা যাঁরা খ্রীষ্টের দূত হিসাবে নিযুক্ত, তুরি বাজাও! হ্যাঁ, *সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের কণ্ঠ, বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বচন।* প্রভুর প্রেরিতদূতেরা সত্যিই সুপরিচিত ছিলেন; সকলেই তাঁদের চিনে নিতে পারত; তাঁদের কর্ম ও বাণীর জন্য ছিলেন বিখ্যাত, এবং সর্বস্থানে সকলেই তাঁদের পরিচয় জানত। সুসমাচারের দৈববাণীর প্রচারক ও খ্রীষ্টের অনুগ্রহদানগুলির সেবক রূপে তাঁরা এখনও জগতের কাছে আনন্দের সংবাদ ঘোষণা করে চলেন; কেননা যেখানে পাপের ক্ষমা রয়েছে, ও রয়েছে বিশ্বাস গুণে ধর্মময়তালাভ, পবিত্র আত্মার সহভাগিতা, দত্তকপুত্রত্বের জ্যোতি, স্বর্গরাজ্য, ও অচিন্তনীয় অবর্ণনীয় মঙ্গলদানগুলির নিশ্চিত প্রত্যাশা, সেখানে অনির্বাণ আনন্দ ও উল্লাসও বিরাজিত।

শ্লোক শিষ্য ১৩:৪৮,৪৯
প্র ঈশ্বরের বাণী শুনে বিজাতীয়রা আনন্দিত হল,
উ এবং অনন্ত জীবন লাভের জন্য নিরূপিত সকল মানুষ বিশ্বাসী হল।
প্র প্রভুর বাণী সর্বস্থানেই পরিব্যাপ্তি লাভ করল,
উ এবং অনন্ত জীবন লাভের জন্য নিরূপিত সকল মানুষ বিশ্বাসী হল।

শুক্রবার

প্রথম পাঠ - ১ করি ৯:১৯-২৭

আদর্শবান সাধু পল

ভ্রাতৃগণ, কারও অধীন না হয়েও আমি সকলের কাছে দাসত্ব স্বীকার করেছি, যেন বহু মানুষকে জয় করতে পারি। ইহুদীদের কাছে আমি একজন ইহুদীর মত হয়েছি; যেন ইহুদীদের জয় করতে পারি; নিজে [ঈশ্বরের] বিধান-অধীন না হয়েও আমি বিধান-অধীনদের কাছে বিধান-অধীন একজনের মত হয়েছি, যেন বিধান-অধীনদের জয় করতে পারি। [ঈশ্বরের] বিধান-বিহীন না হয়েও, বরং খ্রীষ্টের বিধান-বাসী হয়েও আমি বিধান-বিহীন একজনের মত হয়েছি, যেন বিধান-বিহীনদের জয় করতে পারি। দুর্বলদের কাছে হয়েছি দুর্বল, যেন দুর্বলদের জয় করতে পারি; সকলের কাছে সবকিছু হয়েছি, যেন যে কোন উপায়ে কয়েকজনকে পরিত্রাণ করতে পারি। সুসমাচারের জন্য আমি সবই করি, যেন তাদের সঙ্গে তার সহভাগী হতে পারি। তোমরা কি এই কথা জান না যে, ক্রীড়াঙ্গনে যারা দৌড়োয়, তারা সকলেই দৌড়োয় বটে, কিন্তু মাত্র একজন পুরস্কার পায়? তোমরা এমনভাবেই দৌড়োও যেন সেই পুরস্কার পাও। প্রত্যেক প্রতিযোগী সবরকম আত্মসংযম অভ্যাস করে থাকে; তারা তা করে একটা ক্ষয়শীল মুকুট পাবার জন্য, আমরা কিন্তু অক্ষয়শীল একটা মুকুট পাবার জন্য। আমি তো দৌড়োই বটে, কিন্তু লক্ষ্যহীন ভাবে নয়! মুষ্টিযুদ্ধ করি, কিন্তু শূন্যে আঘাত ক'রে নয়! আমি বরং আমার দেহ কঠোরভাবে শাসন ক'রে নিয়ন্ত্রণেই রাখি, পাছে অন্যের কাছে প্রচার করার পর নিজেই বাদ হয়ে পড়ি।

শ্লোক ১ করি ৯:১৯,২২; সিরা ২৪:৩৪ দঃ
প্র কারও অধীন না হয়েও আমি সকলের কাছে দাসত্ব স্বীকার করেছি, দুর্বলদের কাছে হয়েছি দুর্বল,
উ সকলের কাছে সবকিছু হয়েছি, যেন যে কোন উপায়ে কয়েকজনকে পরিত্রাণ করতে পারি।
প্র দেখ, আমি শুধু আমার নিজেরই জন্য নয়, বরং সত্যের অন্বেষীদের জন্যও কাজ করেছি;
উ সকলের কাছে সবকিছু হয়েছি, যেন যে কোন উপায়ে কয়েকজনকে পরিত্রাণ করতে পারি।

দ্বিতীয় পাঠ - ক্যান্টারবেরির ধর্মপাল বাল্ডুইন-লিখিত 'পুরোহিতদের প্রতি' ১২শ পর্ব

হও সকলের সেবক

আপনারা যাঁরা আত্মাদের পরিচালক, বিভিন্ন কাজের মধ্যে, বিশেষভাবে চিন্তা করুন কতই না কঠিন আপনাদের আসল দায়িত্ব, যথা আত্মাদের পরিচালনা করা, এক একটার স্বভাব অনুসারে উপযুক্ত সেবা দান করা, সকলের কাছে নিজেদের এমনভাবে সমরূপ করা যাতে সকলের উপর আপনাদের প্রভুত্ব থাকলেও সেবকদের সঙ্গে আপনাদের কোন পার্থক্য না থাকে। এজন্য আপনাদের মধ্যে যিনি মহান, কনিষ্ঠদের মত হওয়ার উদ্দেশ্যে নিজেকে ঈশ্বরের দাসানুদাস বলে অভিহিত হতে দ্বিধা করেন না।

প্রেরিতদূত এ সেবাকর্মের বিধান দেখাতে গিয়ে একথা বলেন, *কারও অধীন না হলেও আমি বহু মানুষকে জয় করার জন্য সকলের দাসত্ব স্বীকার করেছি।* একই বিষয়ে এ কথাও লেখা রয়েছে: *তুমি যত বড় হও, তত বিনম্রতার সঙ্গে ব্যবহার কর।* যে পদমর্যাদা গৌণতর ব্যাপার তুচ্ছ করে, সেই পদমর্যাদা পদমর্যাদা-নামের যোগ্য নয়। বিনম্রতাই সমস্ত মর্যাদার উৎস ও রক্ষাকর্তা।

সুতরাং যাঁরা পদমর্যাদার অধিকারী, তাঁরা সবকিছুতে নিজেদের বিনম্র দেখাতে চেষ্টা করুন বিনম্রতার সদ্‌গুরু সেই খ্রীষ্টের আদর্শে, যিনি প্রধান হয়েও সকলের শেষে থাকতে চাইলেন, এমনকি শিষ্যদের পায়েই আনত হলেন। নিজের বিনম্রতার উজ্জ্বল আদর্শে খ্রীষ্ট গৌণতম জিনিসের দিকেই আপনাদের আকর্ষণ করছেন, যাতে আপনারা দাসদের দাসও হতে পারেন। অতএব, *খ্রীষ্টযীশুতে যে মনোভাব ছিল, তা তোমাদের মধ্যেও যেন থাকে: অবস্থায় ঈশ্বর হয়েও তিনি দাসের অবস্থা ধারণ করে নিজেকে নিঃস্ব করলেন।*

আর যদিও আপনারা ঐশ্বরিক অবস্থার অধিকারী, তবু নিজেদের নমিত করে দাসের অবস্থা ধারণ করুন—মানুষের জন্য মানুষ হোন, দুর্বলদের জন্য দুর্বল হোন, নিজেদের মাথায় সকলের প্রয়োজন ও অসুস্থতা বহন করুন, যেমনটি পল বলেন, *কে দুর্বল হলে আমি দুর্বল হই না? কে বিঘ্ন পেলে আমি জ্বলে পুড়ে যাই না?* সুতরাং সকলের চেয়ে আপনাদেরই কষ্টভোগ করতে হবে, কারণ আপনারা সকলের হয়েই কষ্টভোগ করছেন।

খ্রীষ্টকে ভালবাসলে তবে ধর্মময়তাও ভালবাসুন; কারণ তিনি তখনই *আমাদের জন্য হয়ে উঠেছেন ঈশ্বর থেকে আগত প্রজ্ঞা ও ধর্মময়তা,* যখন পাপ না জানলেও আমাদের জন্য পাপস্বরূপ হলেন আমরা যেন তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ হয়ে উঠি। খ্রীষ্ট পাপার্থে বলি হলেন, এবং উত্তম পালকরূপে নিজের মেষগুলির জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়ে *তোমাদের জন্য একটি আদর্শ রেখে গেলেন, তোমরা যেন তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পার।* আপন রক্তমূল্যে খ্রীষ্ট মণ্ডলীকে কিনলেন, এবং তার প্রতি তাঁর অপর্যাপ্ত ভালবাসা দেখাতে গিয়ে তার জন্য রক্ত দান করে ভালবাসা ছড়িয়ে দিলেন। তেমন মহামূল্যে কেনা, তেমন প্রিয়, তেমন ভালবাসার পাত্রী সেই মণ্ডলীকে তিনি আপনাদের উপর নির্ভর করে আপনাদেরই হাতে তুলে দিলেন, আপনাদের তত্ত্বাবধানেই রেখে গেলেন, যাতে আপনাদের মধ্য দিয়ে *বরের হৃদয় তার উপর ভরসা রাখতে পারে।* সুতরাং, আপনারা খ্রীষ্টকে যতখানি ভালবাসেন ও খ্রীষ্ট আপনাদের উপর নির্ভর করতে পারেন, ততখানি তাঁর কনেকে বিশ্বাস ক্ষেত্রে পালন করুন, তার জন্য অধিক সতর্ক থাকুন—নিজেদের জন্য নয়, তাঁরই জন্য—আপনারা যেন তাকে *শুচি কনের* মত তার আপন বর আমাদের প্রভু সেই খ্রীষ্টেরই কাছে উপনীত করতে পারেন, যিনি সবার ঊর্ধ্বে যুগ যুগ ধরে ধন্য পরমেশ্বর! আমেন।

শ্লোক সিরা ৩২:১; মার্ক ৯:৩৫
প্র লোকে কি তোমাকে ভোজপতি করেছে? গর্বোদ্ধত হয়ো না;
উ সকলের সঙ্গে সাধারণ একজনের মত ব্যবহার কর; তাদের যত্ন কর।
প্র কেউ যদি প্রথম হতে চায়, তবে সে যেন সকলের শেষে থাকে ও সকলের সেবক হয়।
উ সকলের সঙ্গে সাধারণ একজনের মত ব্যবহার কর; তাদের যত্ন কর।

শনিবার

প্রথম পাঠ - ১ করি ১০:১-১৪

ইস্রায়েলের ইতিহাস থেকে আগত শিক্ষা

ভাই, আমি চাই না, একথা তোমাদের অজানা থাকবে যে, আমাদের পিতৃপুরুষেরা সকলে সেই মেঘের নিচে ছিলেন, সকলে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, সকলে মোশীর উদ্দেশে মেঘে ও সমুদ্রে দীক্ষাস্নাত হয়েছিলেন, সকলে একই আত্মিক খাদ্য খেয়েছিলেন, সকলে একই আত্মিক পানীয় পান করেছিলেন; বাস্তবিকই তাঁরা এমন এক আত্মিক শৈল থেকে পান করছিলেন, যা তাঁদের পিছু পিছু চলছিল—আর শৈলটা সেই খ্রীষ্ট! কিন্তু তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের প্রতি প্রভু প্রসন্ন হননি, ফলে তাঁদের মৃতদেহ প্রান্তরে এদিক ওদিক ছড়িয়ে দেওয়া হল।

এই সমস্ত কিছু আমাদের খাতিরেই দৃষ্টান্ত হিসাবে ঘটেছিল, আমরা যেন মন্দ কিছু বাসনা না করি, তাঁরাই যেভাবে করেছিলেন। তেমনি তোমরা যেন কোন দেবমূর্তি পূজা না কর, তাঁদের কেউ কেউ যেভাবে করেছিলেন; এবিষয়ে লেখা আছে: *লোকেরা পান-ভোজন করতে বসল, তারপর উঠে আমোদ করতে লাগল।* আবার, আমরা যেন যৌন অনাচারে লিপ্ত না থাকি, তাঁদের কেউ কেউ যেভাবে হয়েছিলেন, যার ফলে তেইশ হাজার লোক এক দিনেই প্রাণ হারিয়েছিল। আরও, আমরা যেন প্রভুকে যাচাই না করি, তাঁদের কেউ কেউ যেভাবে করেছিলেন, যার ফলে সাপের কামড়ে তাঁদের বিনাশ হয়েছিল। অবশেষে তোমরা যেন গজগজ না কর, তাঁদের কেউ কেউ যেভাবে করেছিলেন, যার ফলে সংহারক দূতের হাতে তাঁদের বিনাশ হয়েছিল। এই সমস্ত কিছু তাঁদের প্রতি ঘটেছিল দৃষ্টান্ত হিসাবেই, এবং আমাদেরই চেতনার জন্য তা লিখে রাখা হল—এই আমাদের, যাদের পক্ষে যুগের সমাপ্তি লগ্ন কাছে এসে পড়েছে। সুতরাং, যে মনে করে, সে সোজা দাঁড়িয়ে আছে, সে সাবধান থাকুক, পাছে তার পতন হয়। এতক্ষণে তোমাদের প্রতি এমন পরীক্ষা ঘটেনি, যা জয় করা মানবীয় শক্তির ঊর্ধ্বে। এবং ঈশ্বর তো বিশ্বস্ত; তিনি তোমাদের শক্তির ঊর্ধ্বে তোমাদের পরীক্ষিত হতে দেবেন না, বরং পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা সহ্য করার শক্তি দেওয়ায় রেহাই পাবার উপায়ও দেবেন। এজন্য, হে আমার প্রিয়জনেরা, প্রতিমা-পূজা এড়িয়ে চল।

শ্লোক ১ করি ১০:১,২,১১,৩,৪
প্র আমাদের পিতৃপুরুষেরা সকলে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, সকলে মোশীর উদ্দেশে মেঘে ও সমুদ্রে দীক্ষাস্নাত হয়েছিলেন।
উ এই সমস্ত কিছু তাঁদের প্রতি ঘটেছিল দৃষ্টান্ত হিসাবেই।

℣ সকলে একই আত্মিক খাদ্য খেয়েছিলেন, সকলে একই আত্মিক পানীয় পান করেছিলেন।
℟ এই সমস্ত কিছু তাঁদের প্রতি ঘটেছিল দৃষ্টান্ত হিসাবেই।

দ্বিতীয় পাঠ - যোহন-রচিত সুসমাচারে সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা ৪৫শ বিভাগ ৯

কালের পরিবর্তন ঘটে, বিশ্বাসের পরিবর্তন নেই

আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের আগমনের আগে—যিনি মাংসধারণ করে নিজেকে নমিত করলেন—সেই ধার্মিক ব্যক্তিবর্গ এসেছিলেন যাঁরা আসন্ন খ্রীষ্টেরই কথা বিশ্বাস করছিলেন; আমরা কিন্তু আগতই খ্রীষ্টের কথা বিশ্বাস করি। কালেরই পরিবর্তন ঘটেছে, বিশ্বাসের নয়। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কথার পরিবর্তন ঘটে, এই অর্থে যে, কথাগুলো ভিন্নরূপেই উপস্থাপিত: আসন্ন ও আগত, এ দু'টো শব্দের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে বটে, তবু একই বিশ্বাস তাঁদেরই সকলকে সংযুক্ত করে যাঁরা আসন্ন খ্রীষ্টের কথা বিশ্বাস করছিলেন ও যারা আগত খ্রীষ্টের কথা বিশ্বাস করে। কাল ভিন্ন হলেও তবু আমরা উভয় দলের মানুষকে বিশ্বাসের সেই একমাত্র দরজা তথা খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করতে দেখি।

আমরা বিশ্বাস করি, প্রভু যীশুখ্রীষ্ট কুমারী থেকে জন্ম নিলেন, মাংসে আগমন করলেন, যন্ত্রণাভোগ করলেন, পুনরুত্থান করলেন, স্বর্গে আরোহণ করলেন: ক্রিয়ার অতীতকাল ব্যবহৃত বিধায় আমরা বিশ্বাস করি এসব কিছু ঘটেছে। যাঁরা বিশ্বাস করছিলেন, খ্রীষ্ট কুমারী থেকে জন্ম নেবেন, যন্ত্রণাভোগ করবেন, পুনরুত্থান করবেন ও স্বর্গে আরোহণ করবেন, সেই পিতৃপুরুষেরাও আমাদের সঙ্গে একই বিশ্বাসে সহভাগিতা করছেন। তাঁদেরই কথা ইঙ্গিত করে প্রেরিতদূত বললেন, *আমরা সেই একই বিশ্বাসের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে, যা বিষয়ে লেখা আছে: আমি বিশ্বাস করেছি, তাই কথা বলেছি, আমরাও বিশ্বাস করি আর তাই কথা বলি!* সামসঙ্গীত-রচয়িতাও বলেছিলেন, *আমি বিশ্বাস করেছি, তাই কথা বলেছি,* এবং প্রেরিতদূত আবার বলেন, *আমরা বিশ্বাস করি আর তাই কথা বলি।*

তথাপি তুমি যেন জানতে পার যে বিশ্বাস এক, এজন্য তাঁর একথা শোন: *আমরা সেই একই বিশ্বাসের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত, আর তাই আমরাও বিশ্বাস করি;* অন্যত্র তিনি এ কথাও বলেন, *ভাই, আমি চাই না, একথা তোমাদের অজানা থাকবে যে, আমাদের পিতৃপুরুষেরা সকলে সেই মেঘের নিচে ছিলেন, সকলে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, সকলে মোশীর উদ্দেশে মেঘে ও সমুদ্রে দীক্ষাস্নাত হয়েছিলেন, সকলে একই আত্মিক খাদ্য খেয়েছিলেন, সকলে একই আত্মিক পানীয় পান করেছিলেন।* লোহিত-সাগর হল দীক্ষাস্নানের প্রতীক; সাগরের মধ্য দিয়ে সেই পরিচালক মোশী হলেন খ্রীষ্টের প্রতীক; যে জনগণ সাগরের মধ্য দিয়ে যায়, তারা হল বিশ্বাসীদের প্রতীক; মিশরীয়দের মৃত্যু হল পাপমোচনের প্রতীক: ভিন্ন ভিন্ন প্রতীকে একই বিশ্বাস প্রকাশিত—যেমন ক্রিয়াকাল ভিন্ন ভিন্ন, প্রতীকও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন, কারণ কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কথার সুরেরও পরিবর্তন ঘটে, ফলে কথাও প্রতীক ছাড়া কিছু নয়, কেননা একটা কথা অন্য কিছুর প্রতীক হবার জন্যই ব্যবহৃত; হ্যাঁ, কথায় নিহিত প্রতীকটা বাতিল কর, অর্থহীন একটা শব্দই থেকে যায়। সুতরাং সবকিছুই প্রতীকের মধ্য দিয়ে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে।

যাঁদের মধ্য দিয়ে এ সমস্ত প্রতীক ঘটছিল, যাঁদের মধ্য দিয়ে সেই সমস্ত ভাবী ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়া হচ্ছিল যা আমরা বিশ্বাস করি, তাঁরা কি একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলেন না? অবশ্যই, তবু তাঁরা আসন্নই কিছু, আমরা কিন্তু আগতই কিছু বিশ্বাস করি। এজন্য লেখা আছে, *সকলে একই আত্মিক পানীয় পান করেছিলেন।* আত্মিক দিক দিয়ে পানীয় একই, কিন্তু বাহ্যিক দিক দিয়ে একই নয়। তবে তাঁরা কী পান করছিলেন? *তাঁরা এমন এক আত্মিক শৈল থেকে পান করছিলেন, যা তাঁদের পিছু পিছু চলছিল—আর শৈলটা সেই খ্রীষ্ট!* তবে দেখ, বিশ্বাস অপরিবর্তনশীল হয়ে থাকছে ও প্রতীকগুলোর পরিবর্তন ঘটছে: সেখানে খ্রীষ্ট একটা শৈল, আমাদের কাছে খ্রীষ্ট তাই হলেন যা ঈশ্বরের বেদিতে রাখা হয়। একই খ্রীষ্ট-মহারহস্যের খাতিরে তাঁরাও শৈল থেকে নির্গত জল পান করেছিলেন; আমরা যা পান করি, ভক্তমণ্ডলী সেই কথা ভালই জানে। তুমি যদি বাহ্যিক রূপ ধর, তবে তা ভিন্ন; যদি প্রতীকের অর্থ ধর, তবে তাঁরা একই আত্মিক পানীয় পান করলেন। সুতরাং সেকালে যাঁরা খ্রীষ্টপ্রচারক সেই আব্রাহাম, ইসায়াক, যাকোব, মোশী ও অন্যান্য নবীদের বিশ্বাস করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন মেষ, তাঁরাও খ্রীষ্টের বাণী শুনলেন—অপর একজনের সুর নয়, তাঁরই নিজেরই সুর শুনলেন।

শ্লোক শিষ্য ৪:১২; ১ করি ৩:১১
℣ তাঁর কাছে ছাড়া অন্য কারও কাছে পরিত্রাণ নেই,
℟ কারণ আকাশের নিচে মানুষের কাছে যত নাম দেওয়া থাকুক না কেন, কেবল এই নামগুণেই আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি বলে স্থির করা আছে।
℣ যা ইতিমধ্যে স্থাপিত হয়েছে, তা ছাড়া অন্য ভিত্তি কেউ স্থাপন করতে পারে না—তিনি যীশুখ্রীষ্ট।
℟ কারণ আকাশের নিচে মানুষের কাছে যত নাম দেওয়া থাকুক না কেন, কেবল এই নামগুণেই আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি বলে স্থির করা আছে।